জ্ঞানের সঞ্চার

প্রণয়নে:
ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা পিতা আয়েশ মুহাম্মাদ

https://archive.org/details/@salim_molla

نشر المعرفة

تأليف

الدكتور/ محمد مرتضى بن عائش محمد

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف
الطبعة الأولى عام ١٤٣٨هـ - ٢٠١٧م

সর্বস্বত্ব গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রথম সংস্করণ
সন ১৪৩৮ হিজরী {২০১৭ খ্রিস্টাব্দ }

الناشر

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
في الرياض المملكة العربية السعودية

প্রকাশনায়:

রাবওয়া দাওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীদের মাঝে
ইসলামী জ্ঞানদান কার্যালয়, রিয়াদ, সৌদি আরব

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَأَتْبَاعِهِ، أَمَّا بَعْدُ:

অর্থ: সকল প্রশংসা সব জগতের সত্য প্রভু আল্লাহর জন্য, যিনি মানব জাতিকে তাদের অজানা জ্ঞান দান করেছেন এবং শেষ নাবী ও রাসূল, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ বা সহচারীগণ ও তাঁর অনুসরণকারীগণের জন্য অতিশয় সম্মান ও শান্তি অবতীর্ণ হোক।

অতঃপর প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদান করে। এবং তার জীবনের প্রধান

লক্ষ্য সঠিক পন্থায় স্থির করার বিষয়ে তাকে সাহায্য করে। আর তার প্রকৃত উপাস্য ও স্রষ্টা মহান আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করার সঠিক পথ প্রদর্শন করে। এবং তার ইহকাল ও পরকালের জীবনকে সুখময় করার সহজ সঠিক উপাদান প্রদান করে। এই সব বিষয়সহ আরো অন্যান্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি অত্র বইটির মধ্যে উপস্থাপন করার প্রয়াস করেছি। তাই অত্র বইটি সকল জাতির অমুসলিম সমাজের জন্য উপযোগী হবে বলেই আমার দৃঢ় ধারণা। তবে মানুষকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব প্রদান করার উদ্দেশ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিও অত্র বইটি প্রযোজ্য। তাই আমি মহান স্রষ্টা প্রকৃত উপাস্য সুমহান আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করি: তিনি যেন অত্র বইটিকে তাঁর দয়ায় উত্তমরূপে গ্রহণ করেন। এবং সম্মানিত পাঠক আর সম্মানিতা পাঠিকার জন্য এবং মানব সমাজের জন্য মঙ্গলদায়ক ও

কল্যাণদায়ক হিসেবে কবুল করেন; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা প্রার্থনা গ্রহণকারী।

এই বইটির মধ্যে যে সমস্ত পবিত্র আয়াত এবং সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হাদীস আমি উল্লেখ করেছি, সেগুলির বাংলা ভাবার্থের তরজমা বা অনুবাদের শ্রেষ্ঠ ও উন্নত মান এবং উন্নত পদ্ধতি বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তাই এখানে অনুবাদের পদ্ধতির বিষয়ে আমি একটি কথা বলতে চাই; আর তা হলো এই যে,

অনুবাদের পদ্ধতি

এই বইটির পবিত্র আয়াতগুলি এবং সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলির অনুবাদ পদ্ধতি একটু আলাদা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; কেননা অত্র বইটিতে আরবি ভাষার ভাবার্থের অনুবাদ বাংলা ভাষার ভাবার্থের দ্বারা করা হয়েছে। তাই কোনো সম্মানিত পাঠক অথবা সম্মানিতা পাঠিকার মনে অনুবাদ সম্পর্কে কোনো প্রকার সংশয় জেগে উঠলে, ইসলামের বিদ্বান বা বিদ্যাবান পণ্ডিতগণের বিশদ

বিবরণ ও ব্যাখ্যা আরবী ভাষায় গভীরতার সহিত দেখে নিলে সর্ব প্রকার সংশয় দূর হয়ে যাবে। এবং অনুবাদ নির্ভরযোগ্যই সাব্যস্ত হবে বলে আশা করি ইনশা আল্লাহ। তবে এই বইটির দোষ-ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা এবং মুদ্রণ প্রমাদ প্রভৃতি একেবারেই নেই, এই দাবি আমি করছি না। তাই এই বিষয়ে যে কোনো গঠনমূলক প্রস্তাব, সৎ পরামর্শ এবং মতামত আমার নিকটে সাদরে গৃহীত হবে ইনশা আল্লাহ।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা:

আমি যে সমস্ত লোকের নিষ্ঠিত পরামর্শ অথবা মতামত কিংবা প্রচেষ্টার দ্বারা উপকৃত হয়েছি, তাঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইলো। তবে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

রাবওয়া দাওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানদান কার্যালয় (রাবওয়া ইসলামিক সেন্টার) রিয়াদ এর প্রধান পরিচালক মাননীয় শাইখ খালেদ বিন আলী আবালখ্যাইল সাহেবকে শ্রদ্ধাসহকারে আমি ধন্যবাদ জানাই। কেননা দাওয়াতী কার্যক্রমে তিনি সদাসর্বদা উৎসাহ প্রদান করে থাকেন।

অনুরূপভাবে রাবওয়া দাওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানদান কার্যালয় (রাবওয়া ইসলামিক সেন্টার) এর দাওয়া ও প্রবাসী শিক্ষা বিভাগের পরিচালক মাননীয় শাইখ নাসের বিন মুহাম্মাদ আলহোওয়াশকেও আমি শ্রদ্ধাসহকারে ধন্যবাদ

জানাই। কেননা মানব সমাজের মধ্যে মহান আল্লাহর প্রতি আহ্বানের কাজে তিনি হলেন বড়োই আগ্রহী ও উদ্যোগী।

মাননীয় শাইখ আবু ওমার ফাওজান বিন আব্দুল্লাহ আল ফাওজান সাহেবকেও শ্রদ্ধাসহকারে আমি ধন্যবাদ জানাই। কেননা দাওয়াতী কার্যক্রমে তিনি সদাসর্বদা আমাকে অনুপ্রেরিত করে থাকেন।

সম্মানিত ভাই মুহাম্মাদ হাবীবুল ইসলাম ভুঁইয়া সাহেবকেও আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। যেহেতু তিনি এই বইটির মুদ্রণ দোষ-ত্রুটি ঠিক করার বিষয়ে আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন।

আমার সম্মানিতা সহধর্মিণী উম্মে আহমাদ সালীমা খাতুন বিনতে শাইখ হুমায়ন বিশ্বাস এর কথাও এখানে উল্লেখ করা দরকার মনে করছি; যেহেতু এই বইটির মুদ্রণ দোষ-ত্রুটি দূর করার বিষয়ে আমি তাঁর অনেক সহযোগিতা পেয়েছি।

আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি অলকা প্রিন্টার্স কোলকাতা এর কর্ণধার মাননীয় ভাই শ্রীতাপস সাহেকে; কেননা এই বইটি প্রকাশ করার কাজে তাঁর বিশিষ্ট সহযোগিতা রয়েছে।

মহান আল্লাহ তাঁদের সকলকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

প্রণয়নকারী

ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা পিতা আয়েশ মুহাম্মাদ

তাং সোমবার ১১ই পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

২৭/৩/১৪৩৮ হিজরী {২৬/১২/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ}

dr.mohd.aish@gmail.com

প্রথম অধ্যায়

সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর পরিচয় লাভ করা

কি ভাবে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর পরিচয় লাভ করা যায়? এর উত্তর প্রদানের জন্য কতকগুলি বিষয় নির্ধারিত রয়েছে। উক্ত বিষয়গুলির মধ্যে থেকে এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো:

১। সৃষ্টিজগতের মাধ্যমে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর পরিচয় লাভ করা যায়।

জেনে রাখা দরকার যে, যে ব্যক্তি নিজের যথার্থ স্বার্থ বুঝতে পারে না, আলস্যের বশে নিজের মুক্তিসাধনে উৎসাহী হয় না, তার অপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি জগতের মধ্যে আর কেউ নেই। কোনো কোনো ব্যক্তি শাস্ত্র পাঠ ও বিচার করতে পারে, শাস্ত্রবিহিত বিবিধ কর্মের অনুষ্ঠান করতে পারে, সত্য ইষ্ট বা উপাস্য মহান আল্লাহর উপাসনা বা ভজনার বিভিন্ন পথ অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু জেনে রাখতে হবে যে,

সত্য ইষ্ট মহান আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও ঈমান ব্যতীত এই সকল সাধনার দ্বারা আয়ুষ্কালের বা অনন্তকালের জন্য মুক্তিলাভ হবে না। তাই সকল জাতির মানব সমাজ যেন পবিত্র অন্তর নিয়ে সত্য ইষ্ট মহান আল্লাহর পানে ফিরে আসে, সকল প্রকারের অপকর্ম বর্জন করে এবং পবিত্র মন ও পবিত্র আত্মাসহ প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর পরিচয় লাভ করে তাঁর প্রতি এই ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে যে, প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ সত্য প্রভু। তিনিই কেবল মানব জাতি এবং সৃষ্টি জগতের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা। তিনি মহা পরাক্রমশালী প্রবল প্রজ্ঞাময়। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয় নি। তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কেউ নেই। তাঁর তন্দ্রা নেই, নিদ্রা নেই। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। মানব জাতি এবং সৃষ্টি জগতের সব কিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনিই সমস্ত আরাধনার সত্য অধিকারী। সুতরাং একনিষ্ঠতার সহিত তাঁরই ইবাদত বা আরাধনা করা

অপরিহার্য। এবং অন্য কোনো সত্তা অথবা বস্তুর কোনো প্রকারের ইবাদত বা আরাধনা করা বৈধ নয়। কেননা তিনি ছাড়া সৃষ্টি জগতের কোনো সত্য সৃষ্টিকর্তা ও সত্য উপাস্য নেই। তাই এখানে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর কতকগুলি নিদর্শনের মাধ্যমে তাঁর অস্তিত্বের পরিচয় লাভ করার বিষয়টি উপস্থাপন করার ইচ্ছা করেছি। যেহেতু তাঁর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা যায় এবং তাঁর পরিচয়ও লাভ করা যায়, তাঁর নিদর্শনের মাধ্যমে এবং এই বিশাল সৃষ্টিজগতের প্রতি গভীর গবেষণা ও অন্বেষণমূলক চিন্তার মাধ্যমে। আর তাঁর সৃষ্টিকৌশল ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে যথাযথভাবে জ্ঞানার্জন করার মাধ্যমে। সুতরাং এখানে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর কতকগুলি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করা হলো:

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)، سورة البقرة، الآية ١٦٤ .

ভাবার্থের অনুবাদ: "নিশ্চয় সমস্ত আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং জলপথে জলযানসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর মহান আল্লাহ আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করেছেন, তদ্দ্বারা মৃত জমিনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকমের জীব-জন্তু। আর হাওয়ার পরিবর্তনে এবং তাঁরই হুকুমের অধীনে মেঘমালা যা আসমান ও জমিনের মাঝে বিচরণ করে, এই সবগুলির মধ্যে নিশ্চয়ই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত

করার জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে, ওই সমস্ত বুদ্ধিমান লোকদের জন্য যারা তাদের বুদ্ধির দ্বারা মহান আল্লাহর প্রতি সঠিক পন্থায় ঈমান স্থাপন করার ইচ্ছা রাখে”। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ১৬৪)।

মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করার বিষয়টি এবং তাঁর পরিচয় লাভ করার বিষয়টি পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতের মধ্যে পাওয়া যায়, উক্ত আয়াতগুলির মধ্যে থেকে এখানে একটি আয়াত উল্লেখ করা হলো:

(اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)، (سورة البقرة، الآية ٢٥٥)

ভাবার্থের অনুবাদ: “আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি অনাদি অনন্ত চিরন্তন চিরঞ্জীব, সব জগতের সকল বস্তুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও স্পর্শ করতে পারে না। সমস্ত আসমান ও জমিনের তিনি সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি, তাঁর কাছে তাঁর আদেশ ছাড়া কারোই সুপারিশ করার অধিকার নেই। ইহকাল এবং পরকালের সমস্ত বিষয়ে তিনি অবগত আছেন। সৃষ্টি জগতের মধ্যে কেউ তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে সক্ষম নয়। কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর বার্তাবাহক রাসূলগণকে বা দূতগণকে যতটুকু জ্ঞান প্রদান করেছেন, ততটুকুই তারা তাঁর জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর রাজাসন বা কুরসী সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। আর সেগুলির সংরক্ষণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন বিষয় নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান”। [সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৫]

মহান আল্লাহ যেমন সব জগতের স্রষ্টা, মালিক এবং তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচালক, তেমনি তিনি সকল জাতির মানব সমাজের সত্য এবং প্রকৃত উপাস্য ও মাবুদ। তাঁর কোনো কিছুতেই কোনো প্রকারের অংশীদার নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ)، سورة الإخلاص، الآيات ١–٤ .

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে আল্লাহর দূত রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয় নি। আর তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই"। (সূরা আল ইখলাস, আয়াত নং ১ - ৪)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

(وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ)، سورة الفرقان، جزء من الآية ٥٨ .

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি **সেই সত্য উপাস্য অনাদি অনন্ত চিরন্তন** চিরঞ্জীব আল্লাহর উপরেই নির্ভর করো, যাঁর মৃত্যু নেই”। (সূরা আল ফুরকান, আয়াত নং ৫৮ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

(وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)، سورة الأنعام، جزء من الآية ١٠١.

ভাবার্থের অনুবাদ: “সেই সত্য উপাস্য অনাদি অনন্ত চিরন্তন চিরঞ্জীব আল্লাহর কোনো জীবন সঙ্গিনী নেই, এবং তিনিই সৃষ্টি জগতের সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই হলেন সমস্ত বিষয়ে নিখিল জ্ঞানের

আধার”। (সূরা আল আনআম, আয়াত নং ১০১ এর অংশবিশেষ)।

পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো এসেছে:

(وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا)، سورة الجن، الآية ٣.

ভাবার্থের অনুবাদ: “ আর আমাদের পালনকর্তা সত্য উপাস্য আল্লাহর মর্যাদা নিশ্চয় অতি উৎকৃষ্ট, তিনি নিজের জন্য স্ত্রী গ্রহণ করেন নি এবং তিনি কোনো সন্তানও গ্রহণ করেন নি”। (সূরা আল জিন, আয়াত নং ৩)।

সুতরাং সব জগতের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, স্ত্রী নেই এবং সন্তানও নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়; তাই তাঁর কোনো অংশীদারও নেই। আর তিনিই হলেন সব জগতের প্রকৃত পালনকর্তা। তাই যে বস্তু বা ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যু আছে, সে বস্তু বা ব্যক্তিকে প্রকৃত

সৃষ্টিকর্তা অথবা সত্য উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। কেননা সে তো নিজেই অভাবগ্রস্ত এবং অন্যের মুখাপেক্ষী। এই জন্য সে স্বয়ং নিজেকেই রক্ষা করতে অপারক। অতএব যে সত্তা স্বয়ং নিজেকেই রক্ষা করতে অপারক, সে সত্তা তার উপাসককে কি করে রক্ষা করতে পারবে?! কি করে তাকে জাহান্নাম বা নরক থেকে মুক্তি দান করতে পারবে?! কি করে তাকে জান্নাত বা বা স্বর্গ দান করতে পারবে?! এবং কি করে সে স্বয়ং উপাসিত হতে পারবে?! তাই প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক যিনি সব জগতের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা, তিনিই সত্য উপাস্য, তিনিই সত্য উপাসিত সত্তা মহান আল্লাহ, তাঁর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, স্ত্রী নেই এবং সন্তানও নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়; সুতরাং তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আর তিনিই হলেন সব জগতের প্রকৃত পালনকর্তা। এবং তিনিই হলেন সমস্ত উপাসনার সত্য অধিকারী, তিনি ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা ও সত্য উপাস্য নেই।

তাই আমরা এই বিশাল সৃষ্টিজগতের দিকে গভিরভাবে দৃষ্টিপাত করলে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পারবো। এই সুবিশাল আকাশ, এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, দিন ও রাতের আবর্তন ইত্যাদির দিকে গভীরভাবে তাকালে বুঝতে পারবো যে, এই বিশ্বচরাচর একাকি সৃষ্টি হয়ে যায় নি। বরং এই সবগুলির পেছনে রয়েছেন এক সুনিপুণ স্রষ্টা। আর তিনি হলেন প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ। তিনি মানব জাতিকে এবং সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর জ্ঞান, ইচ্ছা, সার্বভৌম কর্তৃত্ব এবং কৌশল শক্তির দ্বারা। মানুষ যেন তার প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর পরিচয় লাভ করে তাঁকেই সঠিকভাবে মেনে চলে এবং তাঁরই সঠিক পন্থায় আরাধনা বা উপাসনা ও ভজনা করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করে। আর সৃষ্টি জগতের দ্বারা যেন সে সঠিক পন্থায় উপকৃত হয় এবং ইহকাল ও পরকালে তার নিজের জীবনকে কল্যাণময় করতে পারে। কেননা সৃষ্টি জগতের প্রতি

দৃষ্টি দিলে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর অস্তিত্বের কথা মনে পড়ে এবং তাঁর পরিচয় লাভ হয়। আর নিজের জীবনের অস্তিত্বের কথা জানতে পারলে, প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস ও ঈমান স্থাপন হয়। তাই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য কোনো মূর্তি তৈরী করার প্রয়োজন নেই। যেহেতু এই বিশাল সৃষ্টিজগতের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলেই বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সন্ধান পেয়ে যাবেন। যেমন ধোঁয়া দেখে আগুনের সন্ধান পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে এই বিশাল সৃষ্টিজগতকে দেখে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সন্ধান পায়।

প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ মানুষকে একটি সত্য ধর্ম প্রকৃত ইসলাম প্রদান করেছেন। যাতে সে এই সত্য ধর্মের মাধ্যমে তার প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর পরিচয় লাভ করে। এবং এই সত্য ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক নিজেকে পরিচালিত করে ইহকাল

এবং পরকালে সফলকাম হয়ে সুখময় জীবন লাভ করতে পারে।

তাই আমি প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হওয়ার প্রতি সকল জাতির মানব সমাজকে আমন্ত্রিত করছি। সুতরাং যে ব্যক্তির ইচ্ছা হবে, সেই ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিজের চিরস্থায়ীর জীবনটিকে সুখময় করবে।

২। প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর গুণাবলি

প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর পরিচয় লাভের অন্তর্ভুক্ত এই বিষয়টিও রয়েছে যে, তাঁর গুণাবলির প্রতি যেন মানুষ সঠিক পন্থায় ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করে। তাই তাঁর গুণাবলির মধ্যে থেকে এখানে কয়েকটি বিষয় অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:

মহান আল্লাহ স্বয়ং সত্তাসহ সপ্তাকাশের উপরে আরশের ঊর্ধ্বে আছেন। তবে জেনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ স্বয়ং সত্তাসহ আরশের ঊর্ধ্বে কি ভাবে আছেন, এই বিষয়টির স্বরূপ জানার বস্তু নয়। কেননা

তিনি তো সৃষ্টিকুল হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। তাই তিনি পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)، سورة الشورى، جزء من الآية ١١.

ভাবার্থের অনুবাদ: "কোনো কিছুই মহান আল্লাহর সমতুল্য নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদর্শী"। (সূরা আশ্শুরা, আয়াত নং ১১ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)، سورة لقمان، جزء من الآية ٢٦.

ভাবার্থের অনুবাদ: "নিশ্চয় আল্লাহ সৃষ্টি জগতের সমস্ত বিষয় হতে অভাবমুক্ত, প্রশংসিত"। (সূরা লোকমান, আয়াত নং ২৬ এর অংশবিশেষ)।

তাই মহান আল্লাহর বিষয়ে এই ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, তিনি যে ভাবে থাকার উপযোগী সেই

ভাবেই আরশের ঊর্ধ্বে আছেন। তাই পবিত্র কুরআনের মধ্যে মহান আল্লাহ বলেছেন:

(الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ)، سورة طه، الآية ٥.

ভাবার্থের অনুবাদ: "মহান আল্লাহ অনন্ত করুণাময় আকাশের উপরে তাঁর আরশ বা রাজাসনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত হয়েছেন"। (সূরা তাহা, আয়াত নং ৫)।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)، سورة البقرة، جزء من الآية٢٣١.

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর তোমরা সবাই জেনে রাখো যে, নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে নিখিল জ্ঞানের আধার"। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ২৩১ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)، سورة البقرة، جزء من الآية ٢٠.

ভাবার্থের অনুবাদ: "নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সর্বশক্তিমান"। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ২০ এর অংশবিশেষ)।

উল্লিখিত আয়াতগুলির মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ স্বয়ং সত্তাসহ সপ্তাকাশের উপরে আরশের ঊর্ধ্বে এমন অবস্থায় আছেন যে, সেই অবস্থার কোনো সমকক্ষ অবস্থা সৃষ্টি জগতের মধ্যে নেই। এবং তাঁর জ্ঞান ও শক্তি বা ক্ষমতা সীমিত নয়। তাই তাঁর অসীম অনাদি জ্ঞান ও শক্তির প্রভাব এমন পদ্ধতিতে সবজায়গায় এবং সকল যুগে বিরাজ করছে যে, সেই পদ্ধতির কোনো অনুরূপ সৃষ্টি জগতের মধ্যে নেই।

৩। মহান আল্লাহকে নিরাকার কিংবা সাকার বলার বিধান

মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে প্রকৃত ইসলামের সঠিক শিক্ষা হলো এই যে, মহান আল্লাহ নিজের জন্য যে সমস্ত নাম ও গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন এবং আল্লাহর রাসূল ও তাঁর দূত বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মহান আল্লাহর জন্য যে সমস্ত নাম ও গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন, সেই সমস্ত নাম ও গুণাবলির প্রতি ঈমান এবং বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। আর সেই সমস্ত নাম ও গুণাবলিকে কোনো পদ্ধতিতে বিকৃত, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা চলবে না। আর সেই সমস্ত নাম ও গুণাবলিকে সৃষ্টি জগতের কোনো বস্তুর সাথে তুলনাও করা যাবে না। এবং সেগুলির ধরণ, গঠন ও পদ্ধতি নির্ধারণ করাও চলবে না। তাই মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলির

বিষয়ে এমন কোনো কথা বলা জায়েজ নয়, যে কথাটি পবিত্র কুরআন এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় না। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)، سورة الأعراف، الآية ٣٣.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে বিশ্বনাবী মুহাম্মদ! তুমি বলে দাও: আমার পালনকর্তা সমস্ত প্রকারের প্রকাশ্য ও গুপ্ত অশালীন আচরণ, পাপকর্ম, অন্যায় অত্যাচার এবং আল্লাহর সাথে এমন কোনো অংশীদার স্থাপন করা, যা আল্লাহর প্রদত্ত প্রমাণসাপেক্ষ নয়, আর না জেনে আল্লাহর প্রতি কোনো প্রকারের কথা আরোপ করা নিশ্চয় হারাম করে দিয়েছেন"। (সূরা আল আরাফ, আয়াত নং ৩৩)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

(وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)، سورة الإسراء، الآية ٣٦.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে মানুষ! তুমি জেনে রাখো যে, যে বিষয়ে তুমি কিছু জানো না, সে বিষয়ে কিছু বলবে না। নিশ্চয় তুমি তোমার কান, চক্ষু এবং মনকে যে কাজে ব্যবহার করবে, সেই কাজ সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে"। (সূরা আল ইসরা (বানী ইসরাইল), আয়াত নং ৩৬)।

অতএব আকার বলতে যদি শরীর বা দেহ বুঝানো হয়, তাহলে জেনে নেওয়া উচিত হবে যে, মহান আল্লাহর শরীর বা দেহের কথা পবিত্র কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদীসে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক দিয়ে কোনো কিছুই উল্লিখিত হয় নি। তাই মহান আল্লাহর আকার আছে কিংবা তাঁর আকার নেই অথবা তিনি নিরাকার নন বা তিনি নিরাকার, এই বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদীস কিছুই সমর্থন

করে না এবং অস্বীকারও করে না বরং চুপ রয়েছে। তাই প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তিকেও এই বিষয়ে চুপ থাকা দরকার। সুতরাং মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে নিরাকার কিংবা সাকার বলা বৈধ নয়। তবে মহান আল্লাহর আকার বলে যদি তাঁর ওই সমস্ত বৈশিষ্ট্য, নাম ও গুণাবলির অর্থ নির্ধারণ করা হয়, যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য, নাম ও গুণাবলির কথা পবিত্র কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদীসে উল্লিখিত রয়েছে, তাহলে তা বৈধ বলেই বিবেচিত হবে। যেমন:- মহান আল্লাহর পবিত্র চেহারা, হাত, পা, চক্ষু এবং মহান আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন ইত্যাদি । তাহলে তা সুনিশ্চিতভাবে বৈধ বলেই গণ্য করা হবে। কেননা পবিত্র কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদীসে মহান আল্লাহর উক্ত বিষয়গুলির কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদীসে মহান আল্লাহর পবিত্র হাত, পা এবং চক্ষু ইত্যাদির বিবরণ যে ভাবে এসেছে, সেই ভাবেই সেগুলিকে মেনে নেওয়া অপরিহার্য।

আরো একটি কথা এখানে উল্লেখ করা উচিত মনে করছি। আর সেই কথাটি হলো এই যে, কিয়ামতের দিবসে মহান আল্লাহ তাঁর প্রকৃত অবস্থায় অথবা গুণ ও বৈশিষ্ট্যসহ মুসলিমদের সামনে উপস্থিত হবেন। এই বিষয়টি নির্ভরযোগ্য হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। [দেখতে পারা যায় সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪৩৭ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৯ - (১৮২)]।

অন্য এক হাদীসের মধ্যে এসেছে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: স্বপ্নের মাধ্যমে আমি দেখেছি "আমার প্রভু আমার কাছে এসেছেন সব চেয়ে বেশি সুন্দর অবস্থায় অথবা সব চেয়ে বেশি সুন্দর গুণ ও বৈশিষ্ট্যসহ" ।

কিংবা স্বপ্নের মাধ্যমে আমি দেখেছি "আমার প্রভু আমার কাছে এসেছেন এই অবস্থায় যে, আমি অতি সুন্দর অবস্থায় ছিলাম"।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩২৩৪। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

এই হাদীসটির প্রথম অর্থটির দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহর সূরা রয়েছে। এবং আরবী ভাষায় সূরার অর্থ হলো:

الصُّورة تَرِد على معْنَى حقيقة الشيء، وهيئته، وصفته، ومعنى الصورة في هذا الحديث هو: الصفة. (انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، رحمه الله).

সূরার ভাবার্থ হলো: কোনো বস্তুর প্রকৃত তাৎপর্য বা কোনো বস্তুর আসল তত্ব, কিংবা তার প্রকৃত অবস্থা বা গুণ ও বৈশিষ্ট্য।

তবে এই হাদীসের মধ্যে আস্সূরার অর্থ হলো: প্রকৃত অবস্থা অথবা আসল গুণ ও বৈশিষ্ট্য। (দেখা যেতে

পারে: আল্লামা ইবনুল আসীরের গ্রন্থ আন্নিহাইয়া ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল আসার)।

সুতরাং মহান আল্লাহর প্রকৃত অবস্থা বা আসল গুণ ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত রয়েছে তাঁর মহিমার উপযোগী নিয়ম অনুসারে। কিন্তু তাঁর প্রকৃত অবস্থা বা আসল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ অন্য কোনো বস্তুর সাথে দেওয়া যাবে না। সুতরাং মহান আল্লাহ যেই সূরা বা অবস্থা কিংবা গুণ ও বৈশিষ্ট্যের উপযোগী সেই সূরা বা অবস্থা কিংবা গুণ ও বৈশিষ্ট্যসহ কিয়ামতের দিবসে মুসলিমদের সামনে উপস্থিত হবেন। তাই মহান আল্লাহর যেই সূরা বা অবস্থা অথবা গুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেই সূরা বা অবস্থা কিংবা গুণ ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিও সঠিক ভাবে ঈমান স্থাপন করা অনিবার্য। কেননা মহান আল্লাহর বিশেষণ ও গুণাবলি স্বয়ং তিনি নিজে অথবা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যে ভাবে বর্ণনা করেছেন, সেই ভাবেই সেগুলিকে সাব্যস্ত করা আবশ্যক। অতএব মহান

আল্লাহর সূরা বা অবস্থা কিংবা গুণ ও বৈশিষ্ট্যসহ কিয়ামতের দিবসে উপস্থিত হওয়ার বিষয়টি সঠিক হাদীসে যে ভাবে উল্লিখিত হয়েছে, সেই ভাবেই সেটিকে সাব্যস্ত করতে হবে এবং মেনে নিতে হবে। তাই মহান আল্লাহর সূরা বা অবস্থা কিংবা গুণ ও বৈশিষ্ট্যসহ কিয়ামতের দিবসে উপস্থিত হওয়ার বিষয়টির প্রতিও অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং সেটিকে কোনো ভাবেই বিকৃত, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা চলবে না।

এর সাথে সাথে এটাও জেনে নেওয়া উচিত যে, কোনো ব্যক্তি যদি এই উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহকে নিরাকার বলে যে, মহান আল্লাহর মত কোনো বস্তু নেই, তাঁর কোনো সমকক্ষ ও সমতুল্য নেই। তাহলে তা বলা নিঃসন্দেহে জায়েজ ও বৈধ হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ)، سورة الإخلاص، الآيات ١– ٤.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে আল্লাহর দূত বা রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয় নি। আর তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই"। (সূরা আল ইখলাস, আয়াত নং ১ - ৪)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)، سورة الشورى، جزء من الآية ١١.

ভাবার্থের অনুবাদ: "কোনো কিছুই মহান আল্লাহর সমতুল্য নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদর্শী"। (সূরা আশ্শুরা, আয়াত নং ১১ এর অংশবিশেষ)।

তবে কোনো ব্যক্তি যদি এই উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহকে নিরাকার বলে যে, মহান আল্লাহর কোনো অস্তিত্ব নেই, অথবা তাঁর কোনো বিশেষণ ও গুণাবলীর কোনো অস্তিত্ব নেই। তাহলে তা বলা নাজায়েজ ও অবৈধ।

অতএব মহান আল্লাহর প্রতি এই ভাবে ঈমান স্থাপন করতে হবে যে, মহান আল্লাহ যেমন হওয়ার উপযোগী তেমনিই আছেন এবং যে সত্তার তিনি অধিকারী সেই সত্তাসহই আছেন তিনি। সুতরাং পবিত্র কুরআন এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসের আলোকে মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি সঠিক ভাবে অন্তরে ঈমান স্থাপন করার বিষয়টি হলো অপরিহার্য। এবং সেগুলিকে কোনো পন্থায় বিকৃত, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে সেগুলির কোনো প্রকার সাদৃশ্য বর্ণনা বা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা এবং ধরণ, গঠন ও পদ্ধতি নির্ধারণ করাও চলবে না।

সুতরাং এই বিষয়ের সারাংশ হলো এই যে, মহান আল্লাহকে সাধারণভাবে নিরাকার কিংবা সাকার বলার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদীস কিছুই সমর্থন করে না এবং অস্বীকারও করে না বরং চুপ রয়েছে। তাই প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তিকেও এই ক্ষেত্রে চুপ থাকাই উচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সুখময় জীবন লাভের মাধ্যম

সমস্ত মানুষ সুখময় জীবন লাভ করার ইচ্ছা রাখে। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক লোক রয়েছে, যারা সুখময় জীবন লাভ করার সঠিক উপাদান বা উপকরণ ও মাধ্যম অবলম্বন করতে পারে না। তাই এই অধ্যায়ের মধ্যে সুখময় জীবন লাভ করার বিষয়টি অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:

কতকগুলি মানুষের কাছে ইসলাম ধর্মের নিয়ম মেনে চলার বিষয়টি খুব কঠিন মনে হয়। এই বিষয়ে গভীর চিন্তার দ্বারা জানা যায় যে, এর পিছনে কতকগুলি কারণ রয়েছে। উক্ত কারণগুলির মধ্যে একটি মূল

কারণ হলো এই যে, তারা নিজেদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য সঠিক পন্থায় স্থির করতে সক্ষম হয় নি। তাই তারা খারাপ এবং অপকর্মগুলিকে অত্যন্ত মুগ্ধকর মনে করে। আর সৎকর্মগুলিকে অত্যধিক কঠিন ও বিরক্তিকর বা অপ্রীতিকর বিষয় মনে করে। তাই তারা সৎকর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে অশান্তি বোধ করে। এবং অপকর্ম সম্পাদনের কাজে তৎপর ও উৎসাহিত থাকে। তাই সুখময় জীবন লাভের জন্য মানব জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করা অপরিহার্য। কেননা মানব জীবন অনাদি নয়, কিন্তু চিরস্থায়ী। সুতরাং মানব জীবন শুরু হয় কিন্তু শেষ হয় না। এবং মৃত্যু বরণের মাধ্যমে মানব জীবনের চুড়ান্ত সমাপ্তি ঘটেনা। বরং তার চিরস্থায়ী জীবনের সূচনা হয়। তাই তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করার বিষয়টি হলো একটি আশু প্রয়োজনীয় বিষয়। যাতে তার চিরস্থায়ীর জীবনটি কল্যাণময় হয়, সুখশান্তিপূর্ণ হয় এবং আনন্দময় হয়। প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক সৃষ্টিকর্তা মহান

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার বিষয়টি হলো মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য। আর এই বিষয়টিই হলো সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

(وَاللَّهُ وَرَسُـــولُهُ أَحَـــقُّ أَن يُرْضُـــوهُ إِن كَـــانُوا مُـــؤْمِنِينَ)، (سورة التوبة، جزء من الآية٦٢).

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর অবশ্য তারা যদি প্রকৃতপক্ষে সজ্জন ঈমানদার মুসলিম হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি লাভ করার বিষয়টিই হলো তাদের নিকটে অত্যন্ত জরুরি বিষয়"। (সূরা আত্তাওবা, আয়াত নং ৬২ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

(وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)، (سورة التوبة، جزء من الآية ٧٢).

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর প্রকৃতপক্ষে সজ্জন ঈমানদার মুসলিমগণের জন্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার বিষয়টিই হলো সবচেয়ে বড়ো নেয়ামত ও বড়ো অনুগ্রহ। এটাই হলো মহাসফলতা"। (সূরা আত্তাওবা, আয়াত নং ৭২ এর অংশবিশেষ)।

এই জন্য মহান আল্লাহ সজ্জন ঈমানদার মুসলিমগণের কথা পবিত্র কুরআনের মধ্যে এই ভাবে উল্লেখ করেছেন:

(تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا)، (سورة الفتح، جزء من الآية٢٩).

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে রাসূল ও দূত মুহাম্মাদ! তুমি প্রকৃত ধর্মপরায়ণ তোমার অনুসারীদেরকে (সজ্জন ঈমানদার সহচারীদেরকে ও প্রকৃত মুসলিমদেরকে) দেখতে পাবে যে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নামাজের রুকু ও সিজদার কর্মে

নিযুক্ত আছে”। (সূরা আল্ ফাৎহ, আয়াত নং ২৯ এর অংশবিশেষ)।

এই বিষয়টিকে লক্ষ্য করে এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করা হলো:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: "مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ؛ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ".

(جامع الترمذي، رقم الحديث ٢٤١٤، وصححه الألباني).

অর্থ: আয়েশা [রাদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমি আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভকে মানুষের সন্তুষ্টিলাভের উপর প্রাধান্য দিবে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ মানব সমাজ

হতে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন। এবং যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টিলাভকে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উপর প্রাধান্য দিবে, তাকে মানুষের অন্যায়-অত্যাচারের উপর ন্যস্ত করে দিবেন"।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৪১৪, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

* এই হাদীসটির দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে,

১। সকল জাতির মানব সমাজের পালনকর্তা ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর আনুগত্যকে সকল প্রকারের মানব জাতির আনুগত্যের উপর প্রাধান্য দেওয়া অপরিহার্য।

২। আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টিলাভের প্রকৃত মাধ্যম হলো একনিষ্ঠতার সহিত তাঁর আনুগত্য এবং দাসত্ব স্বীকার করে নিয়ে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক তাঁকে মেনে চলা।

৩। যে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্মকে দুনিয়া ভোগের সামগ্রীর দ্বারা বিক্রি করে দিবে, মানুষকে ভয় করবে এবং আল্লাহকে ভয় না করে তাঁকে অমান্য করবে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি বিপথগামী হয়ে যাবে, অপমানিত হয়ে যাবে এবং অমঙ্গলদায়ক ও কষ্টের দুঃখময় জীবন লাভ করবে।

তাই যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার লক্ষ্যটিকে সঠিকভাবে স্থির করে নিয়ে সেই লক্ষ্যে ভালোভাবে উপস্থিত হতে পারবে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে ইহকাল এবং পরকালে সফলকাম হতে পারবে এবং সুখময় জীবন লাভ করতে সক্ষম হবে। কেননা প্রকৃত ইসলাম ধর্মই মানুষকে সহজ ও সঠিক পন্থায় সফলকাম হওয়া এবং সুখময় জীবন লাভ করার প্রকৃত পথ প্রদর্শন করে; তাই সকল জাতির মানব সমাজের জন্য প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হওয়া এমন একটি অতিশয় জরুরি বিষয়, যা সদাসর্বদা অত্যাজ্য।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা বাদ দিয়ে জীবনযাপন করলে জীবন সুখময় হয় না। এবং প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ছাড়া মানুষ প্রকৃতপক্ষে মানুষই হতে পারে না। প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ছাড়া মানুষকে মানুষ তৈরি করাও যায় না এবং মানব সমাজের মধ্যে মনুষ্যত্ব স্থাপিতও করা সম্ভব হয় না। সুতরাং যে শিক্ষার মধ্যে প্রকৃত ইসলামের আলো থাকবে না, সে শিক্ষায় যারা শিক্ষিত হবে, তারা সঠিক পন্থায় মনুষ্যত্ব বা মানবিকতা লাভ করতে পারবে না। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব বা মানবিকতা না থাকলে সে চুরি করবে, মিথ্যা কথা বলবে, পরকে হিংসা করবে, অপকর্ম করবে, অন্যায় অত্যাচার করবে, অশালীন ও কুৎসিত কাজে লিপ্ত হবে, ব্যভিচার করবে, সমাজের মধ্যে অশান্তি নিয়ে আসবে এবং পরের ক্ষতি করবে। অথচ মনুষ্যত্বের সঠিক নিদর্শন হলো: সব জগতের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহকে প্রকৃত ইসলামের আলোকে মেনে চলা, চুরি না করা, শুচি বা পবিত্র থাকা, হিংসা

না করা, সংযমী হওয়া, ধৈর্য ধারণ করা, অসৎ কাজ বর্জন করা, আচরণ ও ব্যবহার ভালো রাখা, সমাজের সেবা করা এবং সদা সর্বদা সত্যাশ্রয়ী হওয়া, মানুষকে ভালবাসা, মানুষকে শ্রদ্ধা করা, মানুষকে মানুষ হিসাবে সম্মান দেওয়া। কেননা মানুষকে মানুষের মর্যাদা এবং তার প্রাপ্য সম্মান তাকে প্রদান করাই হলো প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যত্বের বা মানবিকতার পরিচয়। আর এটাই হলো প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)، سورة الإسراء، الآية٧٠.

ভাবার্থের অনুবাদ: "নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে তথা সকল জাতির মানব সমাজকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ

প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি”। (সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত নং ৭০)।

বর্তমান যুগে মানুষ আকাশে উড়ছে, চাঁদে যাচ্ছে, জলের তলায় মাছের রাজ্য দখল করছে, কিন্তু কতকগুলি লোক আজ মানুষের মতো মানুষ হয়ে জীবনযাপন করতে পারছে না। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাদেরকে যে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছেন সেই সম্মান ও মর্যাদাকে তারা গ্রহণ করতে পারছে না। এর কারণ হলো এই যে, তারা তাদের নিজেদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য সঠিক পন্থায় স্থির করতে পারেনি। তাই আমি সকল জাতির মানব সমাজের মঙ্গল কামনা করে তাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি, তারা যেন স্বাধীনভাবে এবং স্বাধীন চিন্তার মাধ্যমে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের প্রকৃত অনুগামী হয়ে সেই ধর্মের শিক্ষার আলোকে জীবন পরিচালিত করে।

তৃতীয় অধ্যায়: প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মানবিক চাহিদা পুরোপুরিভাবে পূরণ করতে সক্ষম

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম সমস্ত মানব সমাজের জন্য সুখময় জীবন লাভ করার সঠিক উপাদান বা উপকরণ ও মাধ্যম। তাই এই সত্য ধর্মের মাধ্যমে মানবিক চাহিদা সহজ পন্থায় পুরোপুরিভাবে পূরণ করা সম্ভব। তাই জেনে নেওয়া উচিত যে, যে ধর্ম মানুষকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় অথবা মানবতা কিংবা মনুষ্যত্ব থেকে দূরে রাখে এবং তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না, সেটি প্রকৃতপক্ষে সত্য ধর্ম নয়। বরং সেটি প্রকৃতপক্ষে অধর্ম। তাই প্রকৃত ইসলাম ধর্ম অধর্মকে বর্জন করার উপদেশ প্রদান করে।

যে ধর্মের দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক, বাহ্যিক এবং চারিত্রিক প্রয়োজন সঠিক পন্থায় পূরণ হয়, সেটিই কেবল সত্য ধর্ম। তাই প্রকৃত ইসলাম ধর্মকেই সত্য সঠিক ধর্ম বলা উচিত। এই ধর্মের দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক, বাহ্যিক এবং চারিত্রিক প্রয়োজন সঠিক

পন্থায় পূরণ করা সম্ভব। অতএব প্রকৃত ইসলাম ধর্মই সকল জাতির মানব সমাজকে সঠিক পন্থায় পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ও জীবনব্যবস্থা প্রদান করতে সক্ষম। সুতরাং মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগের জন্য ইসলামের বিধি-বিধান স্পষ্টভাবে বিদ্যমান রয়েছে। কেননা এই প্রকৃত ইসলামই একটি ব্যাপক এবং পূর্ণাঙ্গ ধর্ম, এই ধর্ম মানবিক চাহিদা পুরোপুরিভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে পূরণ করতে সক্ষম। এই কারণেই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ)، (سورة النحل، جزء من الآية٨٩).

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে রাসূল ও দূত মুহাম্মাদ! আমি তোমার প্রতি এই পবিত্র গ্রন্থ কুরআন এমন পন্থায় অবতীর্ণ করেছি যে, এর মধ্যে মানবিক চাহিদা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করার প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা

রয়েছে”। (সূরা আন্নাহল, আয়াত নং ৮৯ এর অংশবিশেষ)।

তাই মানুষ তার জন্মের পর থেকে শুরু করে তার মৃত্যু পর্যন্ত, সে যে সমস্ত বিষয়ের মুখাপেক্ষী হবে, সে সমস্ত বিষয়ে তাকে এই সত্য ধর্ম ইসলাম অতি সুন্দর ও মঙ্গলদায়ক পন্থায় বিধি-বিধান, নিয়ম এবং জীবনযাত্রার প্রণালী প্রদান করতে পারবে। এই জন্য এই সত্য ধর্ম ইসলামের মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে মুসলিম জাতির অধঃপতনের সাথে এই সত্য ধর্ম ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু বিশ্বের যে সমস্ত মানুষ এই সত্য ধর্ম ইসলামকে তাদের প্রকৃত ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে, সে সমস্ত মানুষ অবশ্যই বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে পরিগণিত হতে পারবে। এর সত্য প্রমাণ হলো: প্রকৃত ইসলামের প্রথম যুগের হাজার বছরেরও বেশি সময়ের উজ্জ্বল ইতিহাস। তাই যে কোনো সমাজের যে সমস্ত লোক সত্য সঠিক ধর্ম

ইসলামের নামে ব্যবসা করে এবং তারা তাদের কুমতলব পূরণ করার চেষ্টা করে, তাদেরকে বর্জন করা অপরিহার্য। যেহেতু জ্ঞানবান মানুষ তার সঠিক জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে তফাত করতে পারবে। আর আমরা নিশ্চয় জানি যে, সব দেশের মধ্যেই কতকগুলি লোক দেশের আইন অমান্য করে চলে। তাদের কারণে দেশের আইনকে বর্জন করা উচিত হবে না। অনুরূপভাবে এই সত্য ধর্ম ইসলামের নামে কতকগুলি লোক অধর্মের কাজ করে। তাই তাদের কারণে এই সত্য ধর্ম ইসলামকে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত হবে না। কেননা প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মানুষের জীবনযাত্রার পূর্ণাঙ্গ প্রণালী প্রদান করতে পারে। তাই তাতে সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র, বিয়ে, তালাক, মিরাশ, ব্যবসা, বাণিজ্য ইত্যাদির নিয়ম ও বিধান রয়েছে। সুতরাং একটি মানুষ কিভাবে চলবে? কিভাবে জীবনযাপন করবে? কিভাবে পানাহার করবে? কিভাবে আয় রোজগার

করবে? কিভাবে সংসার করবে? কিভাবে ব্যবসা করবে? কিভাবে ইবাদত উপাসনা করবে? এই সব বিষয়ের সঠিক উত্তর প্রকৃত ইসলাম ধর্মই কেবল দিতে পারে। এবং মানুষের জীবনের সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে। আর সমস্ত সমস্যার সমাধানও দিতে পারে। তাই বলা যেতে পারে যে, প্রকৃত ইসলামই একমাত্র মানবতার উপযোগী ধর্ম ও সুখের সম্বল। তাই এখানে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক বিবাহের কতকগুলি বিধান উল্লেখ করলাম।

মহান আল্লাহ বংশ পরম্পরায় মানব প্রজন্মকে দুনিয়ায় টিকিয়ে রেখে দুনিয়াকে আবাদ রাখার জন্য বিবাহ বন্ধনকে বৈধ করেছেন এবং তার গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও বিধানও প্রদান করেছেন। এটা মহান আল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও বিধান।

বিশ্বনাবী মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সকল জাতির মানব সমাজের উত্তম

আদর্শ। সুতরাং আমাদের জীবনে আমরা কোন্ কাজ কিভাবে করবো, তার নিয়ম আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মহান আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ম অনুযায়ী দেখিয়ে দিয়েছেন। এবং বিবাহ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন:

"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ؛ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث٣– (١٤٠٠)، واللفظ له، وصحيح البخاري، رقم الحديث٥٠٦٦).

অর্থ: “হে যুবক সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহ করার সামর্থ্য রাখবে, সে ব্যক্তি বিবাহ করবে। যেহেতু বিবাহ হলো দৃষ্টিক্ষুধার মহানিয়ন্ত্রণকারী এবং সতীত্ব সংরক্ষণের মহাসম্বল। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করার সামর্থ্য রাখবে না, সে ব্যক্তি রোজা রাখবে।

কেননা এই রোজা তাকে তার যৌন উত্তেজনার অমঙ্গল হতে রক্ষাকারী সাব্যস্ত হবে”।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩-(১৪০০) এবং সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৬৬, তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে]।

এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে,

ক - যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর ভরণপোষণের ক্ষমতা রাখবে এবং যৌন ক্ষমতা বা সংগমের ক্ষমতা রাখবে, সে ব্যক্তি বিবাহ করবে, এই ক্ষেত্রে উক্ত হাদীসটি গভীরভাবে উৎসাহ প্রদান করে।

খ - মানব জীবনে বিবাহের প্রভাব অতি গভীর; তাই এর দ্বারা লজ্জাস্থান এবং দৃষ্টির অমঙ্গল হতে সুন্দর ও সঠিক পন্থায় রক্ষা পাওয়া যায়। আর আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধির চর্চা হয় এবং যৌন কুপ্রবৃত্তির অমঙ্গল হতে পরিত্রাণও পাওয়া যায়। কিন্তু যারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে সক্ষম নয় তাদের বিধান হলো এই যে,

তারা বেশি বেশি অতিরিক্ত বা নফল রোজা রাখবে। কেননা রোজার মাধ্যমে মানুষের অনেক উপকার হয়। তার মধ্যে থেকে কয়েকটি উপকারের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো:

১ - রোজা হলো দৃষ্টি ও লজ্জাস্থানের অমঙ্গল হতে সুন্দর ও সঠিক পন্থায় রক্ষাকারী। এবং যৌন কুপ্রবৃত্তির অমঙ্গল হতে মানুষকে সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষণকারী।

২ - রোজা হলো যৌন কুপ্রবৃত্তির অমঙ্গল হতে সংরক্ষিত থাকার রক্ষা কবচ। তাই রোজার দ্বারা মুসলিম ব্যক্তির সতিত্বের সংরক্ষণ হয়।

৩- রোজা পালনে আনন্দ, অনুভূতি, আত্মিক পরিতৃপ্তি এর সাথে সংযম, কুপ্রবৃত্তি দমন, লোভ-লালসা, হিংসা, প্রতিহিংসা ইত্যাদি ত্যাগ করার আলোকোজ্জল আমেজ ও আনন্দ অনুভূতির চর্চা হয়।

৪- রোজা পালনের মাধ্যমে ধৈর্যের অগ্নিদহনে মুসলমান মাত্রই কুপ্রবৃত্তিকে দগ্ধ করে শুদ্ধ-পরিশোধিত ও পরিষ্কৃত মানুষে পরিণত হয়।

৫- রোজাদার ব্যক্তি তার প্রতিটি অঙ্গ বিশেষত হাত, পা, চোখ, মুখ এবং উদরকে অবৈধ এবং নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রেখে সংযমী হয়। দেহের উপর রোজার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিচালিত করার শিক্ষা লাভ হয়।

৬- রোজা পালনের মাধ্যমে আল্লাহকে ভক্তিসহকারে ভয় করার অনুশীলন হয়। আর এই অনুশীলনই অপরাধমুক্ত সমাজ তৈরি করার অন্যতম উপাদান বলে গণ্য করা হয়।

৭- ইসলাম মানবতার ধর্ম এবং কল্যাণের ধর্ম। আর মানুষের কল্যাণ তখনই হবে, যখন সে কল্যাণের সাধনা করতে সক্ষম হবে। কল্যাণ সাধনের জন্য

আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধি চর্চার প্রয়োজন রয়েছে। আত্মশুদ্ধির চর্চা ব্যতীত কল্যাণ লাভ করা যায় না। তাই বলা যায় যে, চিরকল্যাণের জন্য আত্মশুদ্ধির চর্চা আবশ্যক। ইসলাম যেহেতু চিরকল্যাণের ধর্ম এবং মানবতার ধর্ম; তাই এই ধর্মে রয়েছে সর্বদা আত্মশুদ্ধির আদেশ। আর মহান আল্লাহ রোজা পালনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জনের বিশেষ সুযোগ রেখে দিয়েছেন। কেননা রোজা মানুষকে লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, অনাচার-অত্যাচার পরিহার করার প্রতি আহ্বান করে এবং আত্মশুদ্ধির জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষার পথে পরিচালিত করে।

জেনে রাখা দরকার যে, প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক মানুষের কল্যাণ তখনই আসবে, যখন সে কল্যাণ লাভের সাধনা করতে সক্ষম হবে। তাই প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক আত্মশুদ্ধির চর্চা ব্যতীত জীবন কল্যাণময় হয় না।

যেহেতু বিবাহবহির্ভুত যৌনতার বিরুদ্ধে প্রকৃত ইসলামের নিষেধাজ্ঞা অতি প্রবল। সেহেতু পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিবাহের বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এমনকি বিয়ের পরেও কিছু নিষেধাজ্ঞা রয়েছে: যেমন কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর মাসিক বা রক্তস্রাবের সময়কালে এবং সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাব চলার সময়কালে প্রসূতি অবস্থায় তার সাথে সঙ্গম করতে পারবে না। তার পায়ুতে লিঙ্গ প্রবেশকরণও তার জন্য মহা পাপ হিসেবে বিবেচিত। এবং সমকামিতার মত কর্মকাণ্ড ও আচরণও প্রকৃত ইসলাম ধর্মে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই কোন্ মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ এবং কোন্ মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ নয়, এই বিষয়ে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা হলো এই যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا)، سورة النساء، الآية ٢٢.

ভাবার্থের অনুবাদ: "যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদেরকে বিবাহ করবে না। কিন্তু এই বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পুর্বে যা হয়ে গেছে তা আলাদা বিষয়। এটা অতি অশ্লীল কর্ম, ঘৃণিত কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ"। (সূরা আন্নিসা, আয়াত নং ২৩)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ

تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ)، سورة النساء، الآية ٢٣، وجزء من الآية٢٤.

ভাবার্থের অনুবাদ: তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের সকল মাতা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে, দুধমাতা, দুধ বোন, শাশুড়ী, বিবাহের মাধ্যমে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এমন স্ত্রীর অন্য ঘরের সকল কন্যা যারা তোমাদের লালন পালনে আছে; যদি তাদের মাতাদের সাথে বিবাহের মাধ্যমে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত না হয় তাহলে, তাদেরকে বিবাহ করলে তাতে কোনো দোষ নেই। এই ছাড়া তোমাদের ঔরসজাত

পুত্রগণের স্ত্রীদেরকে এবং একত্রে আপন দুই বোনকে বিবাহাধীনে রাখা হারাম করা হয়েছে। তবে, এই বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পুর্বে যা হয়ে গেছে তা আলাদা বিষয়। নিশ্চয় মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা সম্মত পন্থা মোতাবেক দাসী ক্রীতদাসী ব্যতীত যে সমস্ত বিবাহিতা সধবা নারী অন্যের বিবাহাধীনে আছে, সেই সব নারীকেও তোমাদের জন্য বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে। এটা হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট বিধান, এই বিধানকে তোমরা আন্তরিকতার সহিত অবলম্বন করো। আর উল্লিখিত মহিলাদের বাইরে যে কোনো (মুসলিম বা আহলে কিতাব ইহুদি ও খ্রিস্টান) নারীকে তোমাদের জন্য বিবাহ করা বৈধ করা হয়েছে; সুতরাং তোমরা স্বীয় অর্থের মধ্যে থেকে মহর প্রদানের মাধ্যমে তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারো। তবে ব্যভিচারের জন্য তাদের সাথে সম্পর্ক

স্থাপনে আবদ্ধ হবে না”। (সূরা আন্নিসা, আয়াত নং ২৩ এবং আয়াত নং ২৪ এর অংশবিশেষ)।

উল্লিখিত আয়াতগুলির দ্বারা যে সমস্ত বিষয় সাব্যস্ত হয়, সে সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা হলো:

*** স্থায়িভাবে নিষিদ্ধ মহিলা তিন প্রকার:**

ক - বংশগত কারণে যে সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ, সে সমস্ত মহিলার বিবরণ:

الْمحَرَمــات مِــنَ النَّسَــبِ في النكــاح سَــبْعٌ، وهــن: الْأُمَّهَــاتُ، وَالْبَنَــاتُ، وَالْأَخَــوَاتُ، وَالْعَمَّــاتُ، وَالْخَــالَاتُ، وَبَنَاتُ الْأَخِ، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ.

বংশগত কারণে সাত প্রকারের মহিলাকে বিবাহ করা হারাম: ১। তোমাদের মাতা, ২। তোমাদের কন্যা, ৩। তোমাদের বোন, ৪। তোমাদের ফুফু, ৫। তোমাদের খালা, ৬। তোমাদের ভ্রাতৃকন্যা, ৭। তোমাদের ভগিনীকন্যা।

এই সাত প্রকারের মহিলার বিবরণ হলো:

১। আপন জননীদেরকে বিয়ে করা হারাম। এখানে জননী বলতে নিজের মাতা, নিজের দাদি, নিজের নানি ও তাদের মাতাগণ। এবং এই ভাবে যতই উপরে যাক না কেন তাদেরকে বিবাহ করা অবৈধ। অনুরূপভাবে নিজের জননীর দাদি ও নানি এবং নিজের পিতারও দাদি ও নানি। আর নিজের দাদি ও নানির দাদি এবং নানিকে বিবাহ করা অবৈধ। এবং এই রকমভাবে যতই উপরে যাক না কেন তাদেরকে বিবাহ করা অবৈধ।

২। নিজের মেয়ে, নিজের ছেলের মেয়ে, নিজের পোতার মেয়ে। এবং এই ভাবে যতই নিচে যাক না কেন তাদেরকে বিবাহ করা অবৈধ। অনুরূপভাবে নিজের মেয়ের কন্যা, নিজের মেয়ের কন্যার কন্যাকে বিবাহ করা অবৈধ। এবং এই ভাবে যতই নিচে যাক না কেন তাদেরকে বিবাহ করা অবৈধ।

৩। নিজের আপন বোন, বৈমাত্রেয়ী বোন ও বৈপিত্রেয়ী বোনকে বিবাহ করা অবৈধ।

৪। নিজের ফুফুকে বিবাহ করা অবৈধ। সুতরাং নিজের পিতার আপন বোন, বৈমাত্রেয়ী বোন ও বৈপিত্রেয়ী বোনকে বিবাহ করা অবৈধ। অনুরূপভাবে নিজের দাদা এবং নানার আপন বোন, বৈমাত্রেয়ী বোন ও বৈপিত্রেয়ী বোনকে বিবাহ করা অবৈধ। এবং এই রকমভাবে যতই উপরে যাক না কেন তাদেরকে বিবাহ করা অবৈধ। আবার নিজের জননীর নিজের ফুফু এবং নিজের নানির নিজের ফুফুকেও বিবাহ করা অবৈধ। এবং এই রকমভাবে যতই উপরে যাক না কেন তাদেরকে বিবাহ করা অবৈধ।

৫। নিজের আপন খালাকে বিবাহ করা অবৈধ। সুতরাং নিজের মাতার আপন বোন, বৈমাত্রেয়ী বোন ও বৈপিত্রেয়ী বোনকে বিবাহ করা অবৈধ। অনুরূপভাবে নিজের দাদি ও নিজের নানির আপন বোন, বৈমাত্রেয়ী বোন ও বৈপিত্রেয়ী বোনকে বিবাহ করা অবৈধ। আর

এই ভাবে যতই উপরে যাক না কেন তাদেরকে বিবাহ করা অবৈধ। এবং সকল দাদি ও নানি হলেন মাতা সমতুল্য। এবং সকল দাদি ও নানির বোন হলেন খালা সমতুল্য। সুতরাং এই ধরণের সমস্ত বিভাগের খালাকে বিবাহ করা অবৈধ।

৬। নিজের আপন ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় ভাই এর কন্যাকে ও তাদের ছেলেদের কন্যাকে এবং তাদের কন্যাদের কন্যাকেও বিবাহ করা অবৈধ। এবং এই ভাবে যতই নিচে যাক না কেন তাদেরকে বিবাহ করা অবৈধ।

৭। নিজের আপন বোন, বৈমাত্রেয়ী বোন ও বৈপিত্রেয়ী বোনের কন্যাকে ও তাদের ছেলেদের কন্যাকে এবং তাদের কন্যাদের কন্যাকেও বিবাহ করা অবৈধ। এবং এই ভাবে যতই নিচে যাক না কেন তাদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

খ -স্তন্যপানজনিত কারণে যে সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ, সে সমস্ত মহিলার বিবরণ:

এই ক্ষেত্রে একটি সঠিক হাদীস উল্লেখ করা হলো:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قالَتْ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ".

(سنن ابن ماجه، رقم الحديث ١٦٣٦، واللفظ له، وصحيح البخاري، رقم الحديث ٢٦٤٥، وصحيح مسلم، رقم الحديث ١٢ - (١٤٤٧)،).

অর্থ: আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রিয়তমা আয়েশা উম্মুলমুমেনীন [রাদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “বংশগত কারণে যেমন কতকগুলি নির্দিষ্ট মহিলাকে বিবাহ করা হারাম ও অবৈধ হয়ে যায়, অনুরূপভাবে কোনো

মহিলার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতি মোতাবেক দুগ্ধ পান করলেও কতকগুলি নির্দিষ্ট মহিলাকে বিবাহ করা হারাম ও অবৈধ হয়ে যায়” ।

[সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ১৬৩৬, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৪৫ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২ - (১৪৪৭), তবে হাদীসের শব্দগুলি সুনান ইবনু মাজাহ থেকে নেওয়া হয়েছে]।

সুতরাং কোনো শিশু সন্তান (সে সন্তান পুত্র হোক অথবা কন্যা হোক) তার দুই বছর বয়সের মধ্যে যখন অন্য কোনো মহিলার বুকের দুধ স্তনবৃন্ত চুষে কিংবা মাইপোষের মাধ্যমে অথবা চামচ বা নলের সাহায্যে পাঁচ দফা অথবা ততোধিকবার তৃপ্তিসহকারে পান করবে, তখন সেই মহিলাটি উক্ত পুত্র বা কন্যা সন্তানটির দুধমাতা হয়ে যাবে। এবং সেই মহিলাটির ওই স্বামী, যেই স্বামীর সাথে তার সহবাস হওয়ার কারণে তার বুকে দুধ সৃষ্টি হয়েছে, উক্ত পুত্র বা কন্যা

সন্তানটির দুধপিতা হয়ে যাবে। আর উক্ত পুত্র বা কন্যা সন্তানটি সেই স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের দুধবেটা বা দুধবেটি হয়ে যাবে। এবং উভয় স্বামী ও স্ত্রীর সমস্ত ছেলেমেয়ে সেই পুত্র বা কন্যা সন্তানটির দুধভাই ও দুধবোন হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে সেই মহিলার বোন সেই পুত্র বা কন্যা সন্তানটির খালা হয়ে যাবে আর সেই মহিলার ভাশুর ও দেবররা তাদের কাকা হয়ে যাবে। এবং স্বামীর বোনরা উক্ত পুত্র বা কন্যা সন্তানটির ফুফু হয়ে যাবে। তাই তাদের সবার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা অবৈধ হয়ে যাবে। কেননা বংশগত সম্পর্কের কারণে পরস্পর যেসব বিবাহ অবৈধ হয়, দুধপানের সম্পর্কের কারণেও সেই সব সম্পর্কীয়দের সঙ্গে বিবাহ করা অবৈধ হয়ে যায়।

তাই স্তন্যপান করার কারণে যে সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা হারাম ও অবৈধ হয়ে যায়, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও আলোচনা হলো নিম্নরূপ:

১। দুধমাতাকে বিয়ে করা হারাম, দুধমাতার মাতাকে এবং তার মাতাকেও বিয়ে করা হারাম। আর এই রকমভাবে যতই উপরে যাক না কেন তাদেরকে বিবাহ করা অবৈধ। অনুরূপভাবে দুধমাতার স্বামীর মাতাকে বিয়ে করা হারাম, তার মাতাকে এবং তার মাতার মাতাকেও বিয়ে করা হারাম। আর এই রকমভাবে যতই উপরে যাক না কেন তাদেরকে বিবাহ করা অবৈধ।

২। দুধমেয়েকে এবং তার মেয়ে ও তার মেয়ের মেয়েকে বিবাহ করা অবৈধ। এবং এই ভাবে যতই নিচে যাক না কেন তাদেরকে বিবাহ করা অবৈধ। অনুরূপভাবে দুধছেলের মেয়েকে এবং তার মেয়ে ও তার মেয়ের মেয়েকে বিবাহ করা অবৈধ। এবং এই ভাবে যতই নিচে যাক না কেন তাদেরকে বিবাহ করা অবৈধ।

৩। দুধবোন এবং তার বৈমাত্রেয়ী বোন ও বৈপিত্রেয়ী বোনকে বিবাহ করা অবৈধ। এবং তাদের মেয়েদেরকে

ও তাদের মেয়েদের মেয়েদেরকে বিবাহ করা অবৈধ। এবং এই ভাবে যতই নিচে যাক না কেন তাদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

৪। দুধফুফুকে বিবাহ করা অবৈধ। সুতরাং দুধপিতার আপন বোন, বৈমাত্রেয়ী বোন ও বৈপিত্রেয়ী বোনকে বিবাহ করা অবৈধ। অনুরূপভাবে দুধদাদা এবং দুধনানার আপন বোন, বৈমাত্রেয়ী বোন ও বৈপিত্রেয়ী বোনকে বিবাহ করা অবৈধ। এবং এই রকমভাবে যতই উপরে যাক না কেন তাদেরকে বিবাহ করা অবৈধ।

আবার দুধমাতার নিজের ফুফু এবং নিজের নানির নিজের ফুফুকেও বিবাহ করা অবৈধ। এবং এই রকমভাবে যতই উপরে যাক না কেন তাদেরকে বিবাহ করা অবৈধ।

৫। দুধ খালাকে বিবাহ করা অবৈধ। সুতরাং দুধমাতার আপন বোন, বৈমাত্রেয়ী বোন ও বৈপিত্রেয়ী বোনকে বিবাহ করা অবৈধ। অনুরূপভাবে দুধদাদি ও দুধনানির

আপন বোন, বৈমাত্রেয়ী বোন ও বৈপিত্রেয়ী বোনকে বিবাহ করা অবৈধ। আর এই ভাবে যতই উপরে যাক না কেন তাদেরকে বিবাহ করা অবৈধ।

৬। দুধভাই এবং তার বৈমাত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় ভাই এর কন্যাকে ও তাদের ছেলেদের কন্যাকে এবং তাদের কন্যাদের কন্যাকেও বিবাহ করা অবৈধ। এবং এই ভাবে যতই নিচে যাক না কেন তাদেরকে বিবাহ করা অবৈধ।

৭। দুধ বোন এবং তার বৈমাত্রেয়ী বোন ও বৈপিত্রেয়ী বোনের কন্যাকে ও তাদের ছেলেদের কন্যাকে এবং তাদের কন্যাদের কন্যাকেও বিবাহ করা অবৈধ। এবং এই ভাবে যতই নিচে যাক না কেন তাদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

তবে জেনে রাখতে হবে যে, যে শিশু সন্তান (সে সন্তান পুত্র হোক অথবা কন্যা হোক) উক্ত মহিলার দুধ পান করেছে, সেই শিশু সন্তানের অন্যান্য ভাই-বোন বা আত্মীয়র কোনো সম্পর্ক উক্ত মহিলার সাথে এবং

তার ছেলেমেয়ে বা অন্যান্য আত্মীয়র সাথে স্থাপিত হবে না এবং তাদের মাঝে বিবাহ বন্ধন স্থাপন করাও অবৈধ বা হারাম হবে না।

গ - বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণে যে সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ, সে সমস্ত মহিলার বিবরণ:

১। পিতা, দাদা ও নানা আর এই ভাবে যতই উপরে যাক না কেন, তারা যাদেরকে বিবাহ করেছেন, তাদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

২। কোনো পুরুষের সাথে কোনো মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তাদের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হোক বা না হোক উক্ত পুরুষের পুত্র-পোত্র বা প্রপোত্রের সাথে উক্ত মহিলার বিবাহ নিষিদ্ধ।

৩। কোনো পুরুষের সাথে কোনো মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তাদের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক

স্থাপিত হোক বা না হোক উক্ত পুরুষের পিতা-দাদা বা নানার সাথে সেই মহিলার বিবাহ নিষিদ্ধ।

৪। শাশুড়ী, কোনো মহিলার সাথে কোনো পুরুষের বিবাহ হলে, সেই মহিলার মাতা ও দাদী বা নানীর সাথে উক্ত পুরুষের বিবাহ হারাম বা অবৈধ হয়ে যাবে। উক্ত মহিলার সাথে তার দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হোক বা না হোক।

৫। কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত করলে, সেই স্ত্রীর কন্যা এবং তার পুত্রের কন্যাকে বিবাহ করা হারাম হয়ে যাবে। এবং এই ভাবে তারা যতই নিচে যাক না কেন তাদেরকে বিবাহ করা অবৈধ।

* সাময়িক ভাবে যে সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ, সে সমস্ত মহিলার বিবরণ:

সাময়িক কারণে কখনো কখনো কোনো মহিলাকে বিবাহ করা অবৈধ হয়ে থাকে। উক্ত কারণ দূর হয়ে গেলে তাকে বিবাহ করা বৈধ হয়ে যাবে। তাই সাময়িকভাবে যে সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা অবৈধ, সেই সমস্ত মহিলার বিবরণ:

১। কোনো মহিলাকে বিবাহ করলেই তার আপন বোন, ফুফু, খালাকে বিবাহ করা হারাম হয়ে যাবে। তবে, সেই মহিলাকে যদি তালাক দেওয়া হয় কিংবা সে মারা যায়, তাহলে উক্ত মহিলাদের মধ্যে থেকে কোনো একটি মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ হবে।

২। যে মহিলা অন্যের বিবাহাধীনে ছিলো, কিন্তু তাকে তার স্বামী তালাক দিয়েছে কিংবা তার স্বামী মারা গেছে এবং সে ইদ্দত পালন করছে; এমতাবস্থায় তাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। তবে তার ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে তাকে বিবাহ করতে পারা যায়।

নিজের চাচাতো ভগিনী, ফুফাতো ভগিনী, মামাতো ভগিনী এবং খালাতো ভগিনীকে বিবাহ করা বৈধ। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(وَبَنَـاتِ عَمِّـكَ وَبَنَـاتِ عَمَّاتِـكَ وَبَنَـاتِ خَالِـكَ وَبَنَـاتِ خَالَاتِكَ)، سورة الأحزاب، جزء من الآية ٥٠.

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর বিবাহ করার জন্য তোমার চাচার কন্যা, তোমার ফুফুর কন্যা, তোমার মামার কন্যা, এবং তোমার খালার কন্যাকে আমি বৈধ করে দিয়েছি"। (সূরা আল আহযাব, আয়াত নং ৫০ এর অংশবিশেষ)।

আরো একটি বিষয় জেনে রাখা দরকার যে, চাচার কন্যার কন্যাকে, ফুফুর কন্যার কন্যাকে, মামার কন্যার কন্যাকে, এবং খালার কন্যার কন্যাকে বিবাহ করা বৈধ। আর এই ভাবে যতই নিচে যাক না কেন তাদেরকে এবং তাদের কন্যার কন্যাকে বিবাহ করা বৈধ।

আরো একটি বিষয় জেনে নেওয়া উচিত যে, চাচা মারা গেলে বা তার স্ত্রীকে সে তালাক দিয়ে দিলে,

তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাকে বিবাহ করতে পারা যায়। তবে, তাকে বিবাহ করা বা না করার স্বাধীনতাও দেওয়া হয়েছে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের পক্ষ থেকে।

তদ্রুপ, মামা মারা গেলে বা তার স্ত্রীকে সে তালাক দিয়ে দিলে, তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাকে বিবাহ করতে পারা যায়। তবে, তাকে বিবাহ করা বা না করার স্বাধীনতাও দেওয়া হয়েছে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের পক্ষ থেকে।

বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকৃত ইসলাম ধর্মে যে ভাবে নিয়ম, ব্যবস্থা, বিধি ও প্রণালীর বিবরণ পাওয়া যায়, সেই ভাবে অন্যান্য ধর্মে পাওয়া যায় না। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, প্রকৃত ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের দ্বারা মানবিক চাহিদা এবং প্রয়োজন সঠিক পন্থায় পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হওয়া দরকার।

চতুর্থ অধ্যায়: জীবের সেবায় স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়

এই পৃথিবীর মধ্যে আমরা সদাসর্বদা দাতার আসন গ্রহণ করার চেষ্টা করবো। সৃষ্টিজগতের সেবার জন্য একনিষ্ঠতার সহিত সব সময় সজাগ থাকবো। এবং সৃষ্টিজগতকে নিজের দ্বারা উপকৃত করার জন্য তৎপর থাকবো। সৃষ্টিজগতকে প্রদান করবো সাহায্য এবং সেবা । কিন্তু সৃষ্টিজগতের কাছ থেকে কোনো প্রকারের বিনিময় অথবা শর্ত নেওয়ার আশা রাখবো না। আমাদের খেয়াল রাখা দরকার যে, আমরা আমাদের নিজেদের বদান্যতাকে সারা জীবন অন্তরে সঠিক পন্থায় অটল রাখবো। এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবো। কেননা সৃষ্টিজগতের সাহায্য এবং সেবার মাধ্যমেই তো সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। এটাই হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা। তাই প্রকৃত ইসলাম ধর্মের মাধ্যমেই মানবতার সঠিক পন্থায় সম্মান করা হয়, সংরক্ষণ করা হয় এবং সেবা

করা হয়। তাই প্রকৃত ইসলাম হলো একটি মানবতার বা মনুষ্যত্বের ধর্ম। যেহেতু এই সত্য ধর্মটি সকল জাতির মানব সমাজের জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। তাই এই ধর্মের দ্বারা সঠিকভাবে জানা যায় যে, মানুষ কিভাবে মানুষের উপকার ও সেবা করবে। তাই এখানে কতকগুলি পবিত্র আয়াত এবং সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হাদীস উল্লেখ করা উচিত মনে করছি, উক্ত আয়াত এবং হাদীসগুলি হলো নিম্নরূপ:

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، سورة الحج، الآية ٧٧.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম সমাজ! তোমরা সঠিক পন্থায় রুকু ও সিজদার মাধ্যমে নামাজ প্রতিষ্ঠিত করো। এবং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার একত্ববাদ বজায় রেখে তাঁরই ইবাদত বা আরাধনা করো। আর প্রকৃত ইসলামের

শিক্ষা মোতাবেক সৎ কর্ম সম্পাদন করো। তবেই তোমরা সফলকাম হয়ে সুখময় জীবন লাভ করতে পারবে”। (সূরা আল হাজ্জ, আয়াত নং ৭৭)।

যেহেতু সৃষ্টিজগতের সেবার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। তাই মহান আল্লাহ প্রকৃত ঈমানদার মুসলিমগণের বৈশিষ্ট্যের কথা এই ভাবে বলেছেন:

(وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِناً وَيَتِيْماً وَأَسِيراً، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلاَ شُكُوراً)، سورة الإنسان، الآية٨–٩.

ভাবার্থের অনুবাদ: “প্রকৃত ঈমানদার মুসলিমগণ খাদ্যের প্রতি অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, এতিম অনাথ ও যুদ্ধবন্দীকে খাদ্য প্রদান করে। তারা বলে: কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই আমরা তোমাদেরকে আহার্য প্রদান করি এবং তোমাদের কাছে কোনো প্রকারের প্রতিদান ও

কৃতজ্ঞতা কামনা করি না"। [সূরা আল-ইনসান (দাহর), আয়াত নং ৮ - ১০]

এই বিষয়ে এখানে একটি সঠিক হাদীস উল্লেখ করা হলো:

عَـنْ أَبِيْ هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: "إِنَّ اللهَ عَـزَّ وَجَـلَّ يَقُـوْلُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ: يَا ابْـنَ آدَمَ! مَرِضْـتُ؛ فَلَـمْ تَعُـدْنِي، قَـالَ: يَا رَبِّ! كَيْـفَ أَعُـوْدُكَ؟ وَأَنْـتَ رَبُّ الْعَـالَمِيْنَ، قَـالَ: أَمَـا عَلِمْـتَ أَنَّ عَبْـدِيْ فُـلَانًا مَـرِضَ؛ فَلَـمْ تَعُـدْهُ، أَمَـا عَلِمْـتَ أَنَّـــكَ لَـــوْ عُدْتَـــهُ لَوَجَـــدْتَنِيْ عِنْـــدَهُ؟ يَا ابْـــنَ آدَمَ! اسْـــتَطْعَمْتُكَ؛ فَلَـــمْ تُطْعِمْـــنِيْ، قَـــالَ: يَا رَبِّ! وَكَيْـــفَ أُطْعِمُـكَ؟ وَأَنْـتَ رَبُّ الْعَـالَمِيْنَ، قَـالَ: أَمَـا عَلِمْـتَ أَنَّـهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْـدِيْ فُـلَانٌ؛ فَلَـمْ تُطْعِمْـهُ؟ أَمَـا عَلِمْـتَ أَنَّـكَ لَـــوْ أَطْعَمْتَـــهُ لَوَجَـــدْتَ ذَلِـــكَ عِنْـــدِيْ، يَا ابْـــنَ آدَمَ!

اسْتَسْقَيْتُكَ؛ فَلَمْ تَسْقِنِيْ، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَسْقِيْكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ؛ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي".

أخرجه مسلم في صحيحه، رقم الحديث ٤٣– (٢٥٦٩).

অর্থ: আবু হুরায়রা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ বলবেন: হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে যাওনি! সে বলবে: হে আমার প্রতিপালক! আপনাকে কিভাবে দেখতে যেতাম! আপনি তো সব জগতের প্রতিপালক? তিনি বলবেন: তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক লোকটি অসুস্থ হয়েছিলো? তুমি তো তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে, তাহলে তুমি সেখানে যাওয়ার মাধ্যমে আমার সন্তুষ্টি লাভ

করতে পারতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাদ্য প্রদান করো নি! সে বলবে: হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনাকে কিভাবে খাদ্য প্রদান করতাম! আপনি তো সব জগতের প্রতিপালক? তিনি বলবেন: তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক লোকটি তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিলো, কিন্তু তুমি তাকে খাদ্য প্রদান করো নি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে খাদ্য প্রদান করতে, তাহলে তুমি তার মাধ্যমে আমার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে পানি প্রদান করো নি। তখন সে বলবে: হে আমার প্রতিপালক! আমি কিভাবে আপনাকে পানি প্রদান করতাম! আপনি তো সব জগতের প্রতিপালক? তিনি বলবেন: তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক লোকটি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলো। কিন্তু তুমি তাকে পানি প্রদান করো নি। তুমি যদি তাকে পানি

প্রদান করতে, তাহলে তার মাধ্যমে আমার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারতে”। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৩- (২৫৬৯)]।

এই বিষয়ে এখানে অন্য একটি সঠিক হাদীসও উল্লেখ করা হলো:

عَـنْ أَبِيْ هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّهُ عَنْـهُ، أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: "بَيَنَمـا رَجُـلٌ يَمْشِـيْ فَاشْـتَدَّ عَلَيْـهِ العَطَـشُ؛ فَنَـزَلَ بِئـراً؛ فَشـرِبَ مِنْهَـا، ثُمَّ خَـرَجَ؛ فـإِذَا هُـوَ بِكَلْـبٍ يَلْهَـثُ، يأكُـلُ الثَّـرَى مِـنَ العَطَـشِ؛ فَقَـالَ: لَقَـدْ بَلَـغَ هَـذَا مِثـلُ الَّـذِي بَلَـغَ بِيْ، فَنَـزَلَ البِئْـرَ؛ فَمَـلأَ خُفَّـهُ ثُمَّ أَمْسَـكَهُ بِفِيْـهِ ثُمَّ رَقِـيَ؛ فَسَـقَى الكَلْـبَ؛ فَشَـكَرَ اللهُ لَـهُ؛ فَغَفَـرَ لَـهُ"؛ قَـالُوْا: يَا رَسُـوْلَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَـا فِي الْبَهَـائِمِ أَجْراً؟ فَقَالَ: "فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ".

(صـــحيح البخـــاري، رقـــم الحـــديث ٢٣٦٣، وصـــحيح مســـلم، رقـــم الحـــديث ١٥٣ – (٢٢٤٤)، واللفـــظ للبخاري).

অর্থ: আবু হুরায়রা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “একদা এক ব্যক্তি পথে চলছিলো। এবং সে পথে চলতে চলতে অত্যন্ত পিপাসিত হয়েছিলো। অতঃপর সে একটি কূপে নেমে পানি পান করলো। অতঃপর বের হয়ে দেখতে পেল যে, একটি কুকুর পিপাসার জ্বালায় জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে ও কাদা চাটছে। লোকটি বললো, পিপাসার তাড়নায় আমি যে পর্যায়ে পৌঁছেছিলাম, কুকুরটিও সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে। অতএব সে কূপে নামলো তারপর তার চামড়ার মোজায় পানি ভর্তি করলো। অতঃপর সে তা মুখে ধরে উপরে উঠলো এবং কুকুরটিকে পানি পান করালো। মহান আল্লাহ তার এই

কাজটিকে কবুল করে নিলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন”। আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সহচারীগণ বা সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শনেও কি আমরা পুণ্য লাভ করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবো? তিনি বললেন: “প্রত্যেক জীবের সেবায় স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ হয়”।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩৬৩ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৩ -(২২৪৪), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

প্রকৃত ইসলাম হলো একটি সদয় আচরণের ধর্ম। তাই এই ধর্মের দ্বারা জীবজন্তু বা প্রাণীরও সংরক্ষণ হয়। তাই এই বিষয়টিকে লক্ষ্য করে এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করার ইচ্ছা করেছি। আর হাদীসটি হলো:

عَـنْ عَبْـدِ اللَّهِ بْـنِ عُمَـرَ رَضِـيَ اللَّهُ عَنْهُمَـا: أَنَّ رَسُـوْلَ اللَّهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: "عُـذِّبَتِ امْـرَأَةٌ فِيْ هِـرَّةٍ

رَبَطَتْهَا، حَتَّى مَاتَتْ؛ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أطعمَتْها وَسَقَتْها؛ إذْ حَبَسَتْها، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْها؛ تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٣٤٨٢، واللفظ له، وصحيح مسلم، جزء من رقم الحديث ١٥١ – (٢٢٤٢)،).

অর্থ: আব্দুল্লাহ বিন ওমার [রাদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিশ্চয় বলেছেন: “একজন মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে নরক বা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। কেননা, সেই মহিলাটি একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিলো। তাই সেই বিড়ালটির মৃত্যু ঘটেছিলো। এই কারণে সেই মহিলাটিকে নরক বা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করতে হয়েছে। মহিলাটি যখন সেই বিড়ালটিকে বেঁধে

রেখেছিলো তখন তাকে কিছু খেতেও দেয় নি এবং পান করতেও দেয় নি। অথচ সেই বিড়ালটিকে সে ছেড়েও দেয় নি যে, সেই বিড়ালটি মাটির কীটপতঙ্গ অথবা জমির পোকামাকড় খেয়ে তার জীবন রক্ষা করবে”।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৮২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫১ -(২২৪২), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

*** এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয়:**

১। কোনো প্রাণীকে অকারণে বেঁধে রাখা এবং তাকে তার খাবার ও পান করার দ্রব্য থেকে বিরত রাখা নিষ্ঠুর ও কঠোর হৃদয়ের মানুষের কর্ম। তাই এই কর্মকে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম হারাম করে দিয়েছে।

২। এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অকারণে কোনো জীবজন্তুকে কোনো রকমভাবে কষ্ট দেওয়া,

তার প্রতি অন্যায় করা এবং তাকে প্রহার করা ও হত্যা করা একটি মহা পাপ।

৩। মানুষ ওই সময় কোনো জীবজন্তুকে বেঁধে রাখতে পারবে, যখন সে তাকে তার খাবার ও পান করার দ্রব্য এবং জরুরি ঔষধ প্রদান করবে, আর প্রদান করবে তাকে তার জীবন রক্ষার সঠিক উপাদান। এই নিয়ম মোতাবেক মানুষ কোনো বিড়াল এবং পাখি ইত্যাদি প্রাণীকে বেঁধে রাখতে পারবে।

৪। প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক কোনো প্রাণীকে অকারণে হত্যা করার অনুমতি নেই, তাই যে ব্যক্তি কোনো প্রাণীকে অকারণে কষ্ট দিবে অথবা হত্যা করবে, সেই ব্যক্তিকে পরকালে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

এখানে আরো একটি সঠিক হাদীস এই ভাবে উল্লেখ করা হলো:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ؛ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ؛ فَأَخَّرَهُ؛ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ؛ فَغَفَرَ لَه".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٥٢، وصحيح مسلم، رقم الحديث ١٦٤ – (١٩١٤)، واللفظ للبخاري).

অর্থ: আবু হুরায়রা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “একদা এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলো। সেই পথের মধ্যে সে একটি কাঁটার ডাল দেখতে পেলো। তাই সে উক্ত কাঁটার ডালটিকে সরিয়ে দিলো। ফলে মহান আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন”।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৪ -(১৯১৪), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

উল্লিখিত পবিত্র আয়াতগুলি এবং সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলির দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক সকল জাতির মানব সমাজ ও জীবের সেবায় প্রকৃত স্রষ্টা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। প্রত্যেক মানুষ ও জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনে পুণ্য এবং সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। একটি কুকুরকে পানি পান করালেও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় এবং পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলার মাধ্যমেও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। সুতরাং সৃষ্টির সেবায় স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ হয়। এটাই হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা। এই শিক্ষা সকল জাতির মানব সমাজের প্রতি প্রযোজ্য ও উপযোগী। তাই আমি সকল জাতির

মানব সমাজকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী ও অনুরাগী হওয়ার প্রতি আহ্বান জানাই।

পঞ্চম অধ্যায়: মানুষ কি ভাবে মুসলিম হতে পারবে?

মানুষ কি ভাবে মুসলিম হতে পারবে? এই মহা প্রশ্নের উত্তর নিম্নে প্রদান করা হলো:

১। প্রকৃত ইসলামের তাৎপর্য

যে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক মুসলিম হিসেবে এই পৃথিবীতে জীবনযাপন করবে, সেই ব্যক্তিকে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা যাবে। সুতরাং প্রকৃত ইসলামের সংজ্ঞা জেনে রাখা দরকার; তাই বলি: ইসলামের সংজ্ঞা হলো: "নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের আলোকে, পূর্ববর্তী সৎলোকদের পদ্ধতি অনুযায়ী, ইহকাল এবং পরকালে কল্যাণময় জীবন লাভের উদ্দেশ্যে, নির্দিষ্ট কতকগুলি আধ্যাত্মিক বিষয়, বাহ্যিক

বিধি-বিধান এবং চারিত্রিক আদবকায়দার রীতিনীতিগুলিকে স্বাধীনভাবে একাগ্রতার সহিত সম্পূর্ণরূপে মেনে নেওয়ার নাম হলো ইসলাম”।

অতএব যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে প্রকৃত ইসলামের এই সংজ্ঞাটি সঠিকভাবে সাব্যস্ত করতে পারবে, সে ব্যক্তিকে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত করা হবে। কিন্তু বর্তমানে কতকগুলি লোক মুসলিম পিতামাতার মাধ্যমে এই পৃথিবীতে আগমন করলেই তারা মুসলিম হিসেবে নিজেদের পরিচয় প্রদান করে থাকে। কিন্তু প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তারা প্রকৃতপক্ষে মুসলিম কিনা তা যাচাই করে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারে না। বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ এই ধারণার জন্ম দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কোনো কোনো সমাজের মধ্যে তথাকথিতভাবে মুসলিম সেই ব্যক্তিকে বলা হয়: যে ব্যক্তি মুসলিম পিতামাতার ঘরে জন্ম গ্রহণ করে। অতএব তারা যেমন খান,

সর্দার, চৌধুরী এবং আনসারী ইত্যাদি পদবিধারী ব্যক্তির সন্তান স্বাভাবিকভাবেই উল্লিখিত পদবি ব্যবহার করতে পারে, তেমনি মুসলিম হিসেবে পরিচিত ব্যক্তির সন্তান হলেই তারা নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করে থাকে। তবে এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, চিকিৎসকের সন্তান যেমন চিকিৎসা বিদ্যা অর্জন না করে চিকিৎসক হতে পারে না, প্রকৌশলবিদের সন্তান যেমন প্রকৌশল বিদ্যা অর্জন না করে প্রকৌশলবিদ হতে পারে না এবং আইনজ্ঞের সন্তান যেমন আইন শাস্ত্রে ডিগ্রী অর্জন না করে আইনজ্ঞ হতে পারে না। অনুরূপভাবে মুসলিম পিতামাতার ঘরে জন্ম গ্রহণ করলেই প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তি হওয়া যায় না। নিজেকে প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত করতে হলে প্রথমে প্রকৃত ইসলামের জ্ঞানার্জন করে তার অনুগামী হতে হবে, এবং প্রকৃত ইসলামের মধ্যে ও অন্য ধর্মের মধ্যে কি তফাত রয়েছে, সেটাও জানতে হবে। প্রকৃত

মুসলিম ব্যক্তি আর অমুসলিম ব্যক্তির মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে তা বুঝতে হবে। মুসলিম ব্যক্তি হতে হলে তার দায়িত্ব-কর্তব্য কি এবং কি কি কাজ করলে মুসলিম থাকা যাবে আর কি কি কাজ করলে নিজেকে মুসলিম ব্যক্তি হিসেবে দাবি করা যাবে না। এই বিষয়গুলি সঠিক ভাবে জেনে রাখতে হবে। মুসলিম পিতামাতার ঘরে শুধু জন্ম গ্রহণ করলেই প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তি হওয়া যায় না। তাই যে ব্যক্তি মুসলিম হওয়ার কালেমা অথবা বাক্য পাঠ করবে, সে যেন উক্ত কালেমা অথবা বাক্যের অর্থ, গুরুত্ব এবং তাৎপর্যের সঠিক জ্ঞান লাভ করে। এবং উক্ত কালেমা ও বাক্যের দাবি কি? তারও জ্ঞান লাভ করে। অতঃপর সেই কালেমা ও বাক্যের দাবি মোতাবেক নিজের জীবনকে পরিচালিত করে। তবেই সে নিজেকে প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তি হিসেবে সঠিক পন্থায় গণ্য করতে পারবে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا) ، سورة النساء، الآية ١٢٤.

ভাবার্থের অনুবাদ: "যে ব্যক্তি সে পুরুষ হোক অথবা নারী হোক, প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক সৎকর্ম করবে এবং মহান আল্লাহ ও তদীয় দূত বা রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে নিজের অন্তরে ঈমান স্থাপন করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এবং তার বিন্দুমাত্র সৎ কর্মের প্রাপ্য নষ্ট করা হবে না"। (সূরা আন নিসা, আয়াত নং ১২৪)।

মহান আল্লাহর তৈরি করা স্বর্গ বা জান্নাতের প্রতি এই ভাবে ঈমান স্থাপন করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য যে, জান্নাত হলো আল্লাহর সৃষ্টিজগতের অন্তর্গত বস্তু। এই জান্নাত এখন বিদ্যমান রয়েছে। আর এই স্বর্গ বা জান্নাত কোনো দিন ধ্বংস হওয়ার নয়। সুতরাং এই জান্নাত হলো অনন্তকাল টিকে থাকার বস্তু। তাই এই

স্বর্গ বা জান্নাতের কোনো দিন অধঃপতন হবে না। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় মুসলিম ব্যক্তিদের জন্য এই স্বর্গ বা জান্নাতে বিভিন্ন রকম নেয়ামত তৈরি করেন, যখনই তাঁর প্রিয় ব্যক্তি বা ভক্ত তাঁর কোনো ইবাদত বা উপাসনা সম্পাদন করে।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

(وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)، سورة لقمان، الآية ٢٢.

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর যে ব্যক্তি আল্লাহর মনোনীত ধর্ম প্রকৃত ইসলাম অবলম্বনে নিষ্ঠাবান হবে, তার সমস্ত বিষয়ে আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখবে এবং আপন কাজে নিজের চিত্তকে একনিষ্ঠতার সহিত নিয়োজিত করবে, সে এমন একটি সত্য ধর্ম প্রকৃত ইসলামের সংরক্ষণে থাকবে যে, সে কোনো দিন বিপথগামী হয়ে অমঙ্গলে পতিত হবে না। এবং সকল বিষয়ের

পরিণতি মহান আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত রয়েছে”। (সূরা লোকমান, আয়াত নং ২২)।

২। সত্যপরায়ণ মুসলিম ব্যক্তির পরিচয়

যে ব্যক্তি অমুসলিম পিতামাতার ঘরে জন্ম গ্রহণ করার পরেও সত্যান্বেষী হয়ে নিজের সঠিক বুদ্ধি ও জ্ঞান এবং বিচারশক্তির দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের সত্যতার জ্ঞান লাভ করে নিষ্ঠাবান হয়ে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে এবং তার সঠিক পন্থায় অনুগামী হবে, সেই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সত্যপরায়ণ মুসলিম ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হবে। তাই এই সত্য ধর্ম প্রকৃত ইসলাম তার সত্যতা যাচাই করে নেওয়ার জন্য সকল জাতির মানব সমাজকে আহ্বান জানায়। আর একনিষ্ঠতার সহিত এই ধর্মের অনুগামী ও অবলম্বী হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। কেননা এই সত্য ধর্ম প্রকৃত ইসলামে প্রবেশ করার নায্য অধিকার সকল জাতির

মানব সমাজের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই সত্য ধর্মে প্রবেশ করবে, সে নিজেই কল্যাণময় জীবন লাভ করবে এবং সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে জান্নাতবাসী বা স্বর্গবাসী হয়ে যাবে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)، سورة النحل، الآية ٩٧.

ভাবার্থের অনুবাদ: "যারা মহান আল্লাহ ও তদীয় দূত বা রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি প্রকৃত নিষ্ঠাবান হয়ে নিজেদের অন্তরে ঈমান স্থাপন করে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক সৎকর্ম করবে, তারা পুরুষ হোক অথবা নারী হোক, আমি তাদেরকে পবিত্র জীবন দান করবো। এবং তারা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক যে সমস্ত সৎকর্ম করবে, আমি তাদেরকে তাদের সেই

সমস্ত সৎকর্মের প্রাপ্য হিসেবে উত্তম প্রতিদান প্রদান করবো”।

[সূরা আন নাহাল, আয়াত নং ৯৭]

পবিত্র জীবনের অর্থ হলো: সকল প্রকারের সুখশান্তিপূর্ণ, আরামদায়ক, আনন্দময় এবং কল্যাণময় জীবন।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا)، سورة الشمس، الآية٩، ١٠.

ভাবার্থের অনুবাদ: “যে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলামের অনুগামী হয়ে নিজেকে শুদ্ধ করতে পারবে, সে ব্যক্তি সুখশান্তিপূর্ণ জীবন লাভ করে সফলকাম হয়ে জান্নাতের অধিকারী হতে পারবে, এবং যে ব্যক্তি নিজেকে পাপ ও অপকর্মের দ্বারা কলুষিত করবে, সে ব্যক্তি কষ্টের সহিত জীবনযাপন করে জান্নাত লাভ

করতে ব্যর্থ হয়ে যাবে”। [সূরা আশ শামস, আয়াত নং ৯ এবং ১০]

উল্লিখিত আয়াতগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্মের আলোকে জীবন পরিচালিত করতে পারবে, তার অন্তর পবিত্র হয়ে যাবে, আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, চরিত্র উত্তম হয়ে যাবে এবং সৎকর্মের সৌন্দর্যে সে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

৩। প্রকৃত ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করার অর্থ

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী বা অবলম্বী হওয়ার অর্থ হলো: মহান আল্লাহ ও তদীয় রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রদত্ত শিক্ষা এবং বিধি-বিধান আন্তরিকতার সহিত সত্য বলে বিশ্বাস করা, এবং সেই শিক্ষা এবং বিধি-বিধানের আলোকে স্বেচ্ছায় জীবনযাপন করার জন্য স্বীকৃতি ও সম্মতি প্রদান করা। সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম

গ্রহণ করবে, সে ব্যক্তি তার নিজের জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তার রাসূলকে মেনে চলবে। এটাই হলো ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করার সঠিক তাৎপর্য। তাই যে ব্যক্তি এই রকম করতে পারবে, সে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মুসলিম হতে পারবে। আর যে ব্যক্তি এই রকম করতে পারবে না, সে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মুসলিম হতে পারবে না। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ)، سورة طه، جزء من الآية ١٢٣ .

ভাবার্থের অনুবাদ: "সুতরাং যে ব্যক্তি আমার মনোনীত ধর্ম প্রকৃত ইসলামের সঠিক অনুগামী হতে পারবে, সে ব্যক্তি কোনো দিন বিপথগামী হবে না এবং সে পরকালে কষ্টের জীবন ভোগ করার জন্য জাহান্নামবাসীও হবে না"।

(সূরা তাহা, আয়াত নং ১২৩ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

(أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ)، سورة التوبة، الآية ٦٣.

ভাবার্থের অনুবাদ: "তারা কি এই বিষয়টি জানে না যে, যে ব্যক্তি সত্য উপাস্য ও সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ এবং তদীয় দূত ও রাসূল মুহাম্মাদের বিপরীত পথ অবলম্বন করবে, তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে অতি কষ্টদায়ক স্থান জাহান্নাম, সেই কষ্টদায়ক স্থানে সে মহাকষ্টের সহিত চিরস্থায়ী বসবাস করবে। এটাই হলো তার মহাঅপমানের বিষয়"। (সূরা আত্তাওবা, আয়াত নং ৬৩)।

কিন্তু এর বিপরীত হলো সে ব্যক্তি যে ব্যক্তি, মহান আল্লাহ ও তদীয় রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে তার অন্তরে ঈমান স্থাপন করবে এবং প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক সৎকর্ম করবে, সে চিরস্থায়ী অতি সুখদায়ক স্থান জান্নাতে বসবাস করবে,

এবং সেই জায়গাতে তার কোনো প্রকারের কষ্ট হবে না। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا)، سورة لقمان، الآية ٨، وجزء من الآية ٩.

ভাবার্থের অনুবাদ: "যারা মহান আল্লাহ ও তদীয় রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে তাদের অন্তরে ঈমান স্থাপন করবে এবং প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক সৎকর্ম সম্পাদন করবে, তাদের জন্য অতি সুখদায়ক স্থান নেয়ামতে ভরা জান্নাত রয়েছে। তারা সেই অতি সুখদায়ক স্থান জান্নাতে চিরস্থায়ী বসবাস করবে। (সূরা লোকমান, আয়াত নং ৮ এবং আয়াত নং ৯ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

(يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)، سورة التغابن، الآية ٩.

ভাবার্থের অনুবাদ: “সেই কিয়ামতের দিনটি হলো সমাবেশের দিন, আল্লাহ সেই দিন তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন। কিয়ামতের দিনটি হলো এমন একটি দিন যে, সেই দিনটিতে জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক আল্লাহর প্রতি সঠিক পন্থায় বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করবে, আল্লাহ তার পাপসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নির্ঝরিনীসমূহ প্রবাহিত হবে, তারা সেই

জান্নাতে চিরকাল বসবাস করবে। এটাই হলো প্রকৃতপক্ষে মহাসাফল্য”।

(সূরা আত্তাগাবুন, আয়াত নং ৯)।

অতএব সকল জাতির মানব সমাজ যেন প্রকৃত ইসলামের অনুগামী হয়ে এই সুখদায়ক স্থান নেয়ামতে ভরা জান্নাত লাভের চেষ্টা করে। কেননা চেষ্টা ছাড়া এই সুখদায়ক স্থান নেয়ামতে ভরা জান্নাত লাভ হবে না। যেহেতু পবিত্র কুরআনে এসেছে:

(لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)، سورة النجم، جزء من الآية ٣٩.

ভাবার্থের অনুবাদ: “প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক মানুষ সঠিক পন্থায় বৈধ পদ্ধতিতে যা অর্জন করার প্রয়াস করবে, তা অর্জন করে লাভবান ও উপকৃত হবে”। (সূরা আন নাজম, আয়াত নং ৩৯ এর অংশবিশেষ)।

৪ । পৃথিবীতে অনেক ধর্ম বিরাজ করার রহস্যভেদ

যিনি সব জগতের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা তিনিই হলেন আল্লাহ। তিনি হলেন এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনিই সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি জগতকে এবং সৃষ্টি জগতের সমস্ত বস্তুকে। তিনিই হলেন সব জগতের প্রতিপালক, অধিপতি, সংরক্ষক এবং সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ক্রিয়া সম্পাদনকারী। এটাই হলো প্রকৃত ইসলামের সঠিক শিক্ষা। সুতরাং পবিত্র কুরআনের মধ্যে এই সম্পর্কে অনেক আয়াত উল্লিখিত হয়েছে। উক্ত আয়াতগুলির মধ্যে থেকে এখানে কয়েকটি আয়াত উত্থাপন করলাম:

মহান আল্লাহ বলেছেন:

(اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ)، سورة الزمر، الآية ٦٢.

ভাবার্থের অনুবাদ: “সত্য উপাস্য আল্লাহ ইহকাল এবং পরকালের সমস্ত বস্তুর প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই হলেন সৃষ্টি জগতের সবকিছুরই সংরক্ষক ও তত্বাবধায়ক”। (সূরা আজ্ জুমার, আয়াত নং ৬২)।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ)، سورة الرعد، جزء من الآية ١٦.

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আল্লাহর রাসূল ও দূত মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: হে সকল জাতির মানব সমাজ! তোমরা সবাই জেনে রাখো যে, সমস্ত বস্তুর প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা হলেন সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ এবং তিনিই একক পরাক্রমশালী”। (সূরা আর্রাদ, আয়াত নং ১৬ এর অংশবিশেষ)।

প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ)، سورة فاطر، الآية ٣.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে সকল জাতির মানব সমাজ! তোমরা সবাই তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রদত্ত অনুগ্রহ ও নেয়ামতগুলিকে স্মরণ করে সেই নেয়ামতগুলির প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কৃতজ্ঞ হও, যাতে এই নেয়ামতগুলির সংরক্ষণ হয়। তোমরা সবাই গভীরভাবে গবেষণা করে দেখলে বুঝতে পারবে যে, প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই যে, সে নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডল থেকে তোমাদেরকে রুজি প্রদান করতে পারবে! সুতরাং প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্য উপাস্যও নেই। অতএব তোমরা সত্য উপাস্য এবং সত্য সৃষ্টিকর্তা একক আল্লাহকে মেনে নেওয়ার পর তাঁর আরাধনা

ত্যাগ করে অন্য দিকে কেনো ফিরে যাচ্ছো”?! (সূরা ফাতির, আয়াত নং ৩)।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)، سورة الأعراف، جزء من الآية ٥٤.

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে সকল জাতির মানব সমাজ! তোমরা সবাই জেনে রাখো যে, প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকর্তা একক সত্য প্রভু আল্লাহ এবং সব জগতের কার্যপরম্পরার আদেশ প্রদানকারীও কেবল মাত্র তিনিই। তাই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য আল্লাহই হলেন মহামঙ্গলময় সব জগতের সত্য প্রতিপালক”। (সূরা আল আরাফ, আয়াত নং ৫4 এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ)، سورة البقرة، جزء من الآية ١١٦.

ভাবার্থের অনুবাদ: "নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডলের সমস্ত বস্তুর তিনি সত্য সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি। তাই সৃষ্টি জগতের সমস্ত বস্তু তাঁর আজ্ঞাধীন অনুগত বশীভূত দাস"। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ১১৬)।

সুতরাং প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলে একাধিক ধর্ম প্রচার বা বিস্তার বন্ধ করতে পারতেন। এবং শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মকেই পৃথিবীর বুকে টিকিয়ে রাখতে পারতেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে অনেক মত, অনেক পথ এবং অনেক ধর্ম বিরাজ করছে। এতে মনে হয় এটাই বুঝা যায় যে, প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ এই সমস্ত মত, পথ এবং ধর্ম পছন্দ করেন এবং ভালোবাসেন। সুতরাং শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের প্রতি মানুষকে আহ্বান করার কি দরকার? এই কথার উত্তর নিম্নরূপে প্রদান করা হলো:

ক - সুপথ অথবা বিপথ গ্রহণের তত্ত্বজ্ঞান

এই পৃথিবী ও তার সকল সম্পদরাজি এবং তার মধ্যেকার সকল উপায় বা উপকরণ কিংবা উপাদান প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন একমাত্র মানুষের জন্য। এবং এই মানুষের জন্যই তিনি সৃষ্টি করেছেন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র। সৃষ্টি জগতের এই সকল বস্তু মহান আল্লাহর আদেশ ও বিধানের বাইরে যেতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টি জগতের এই সকল বস্তু মহান আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেওয়া নিয়ম ও বিধান অনুযায়ী চলে। তাই এই মহাবিশ্বের আকাশমণ্ডলী, জমিন, পৃথিবী, পাহাড়, সাগর, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র এবং সৃষ্টি জগতের সমস্ত বস্তু প্রকৃতিগতভাবেই মহান আল্লাহর পুরোপুরি অনুগত। কেননা সৃষ্টি জগতের সকল বস্তুকে মহান আল্লাহ তার আনুগত্য করা ছাড়া অন্য কোনো কাজ সম্পাদন করার ক্ষমতা বা স্বাধীনতা প্রদান করেন নি। কিন্তু সৃষ্টি জগতের মাঝে তিনি মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সব চেয়ে বেশি সম্মানিত রূপে

সৃষ্টি করেছেন। এই মানুষের সেবায় তিনি নিয়োজিত করে রেখেছেন সৃষ্টি জগতের সকল বস্তুকে। তাই পবিত্র কুরআনের মধ্যে এই সম্পর্কে অনেক আয়াত উল্লিখিত হয়েছে। উক্ত আয়াতগুলির মধ্যে থেকে এখানে কয়েকটি আয়াত উত্থাপন করলাম: মহান আল্লাহ বলেছেন:

(أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً)، سورة لقمان، جزء من الآية ٢٠.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে সকল জাতির মানব সমাজ! তোমরা কি দেখো নি!? নিশ্চয় মহান আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের উপকারের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন"। (সূরা লোকমান, আয়াত নং ২০ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ)، سورة إبراهيم، الآية ٣٢، ٣٣.

ভাবার্থের অনুবাদ: "তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর এর দ্বারা তোমাদের জন্য শস্য ফসলের মাধ্যমে রুজি ও জীবিকানির্বাহের ব্যবস্থা করেছেন। এবং জলযানকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলা ফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। আর এক নিয়মে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে আর

রাত্রি ও দিবাকে তোমাদের উপকারের কাজে লাগিয়েছেন”।

(সূরা ইবরাহীম, আয়াত নং ৩২- ৩৩)।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)، سورة البقرة، الآية ٢٩.

ভাবার্থের অনুবাদ: “মহান আল্লাহ হলেন তিনিই, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের কল্যাণের জন্য যা কিছু রয়েছে এই পৃথিবীতে। অতঃপর তিনি আকাশের ঊর্ধ্বে অবস্থিত হয়েছেন এবং তিনিই তৈরী করেছেন সাতটি আকাশ। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত”। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ২৯)।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، سورة الجاثية ، الآية ١٣.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে সকল জাতির মানব সমাজ! প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাকিছু আছে, সব কিছুই তোমাদের উপকারের জন্য তোমাদের অধীনে রেখে দিয়েছেন। এই সমস্ত নেয়ামত ও অনুগ্রহ তোমাদের উপকারের জন্য প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত করা হয়েছে। আর এই সমস্ত নেয়ামত ও অনুগ্রহ তোমাদের উপকারের জন্য নির্ধারিত করার কাজে সত্য উপাস্য আল্লাহর কোনো অংশীদার নেই। তাই বুদ্ধিমান জ্ঞানী ও বিবেকসম্পন্ন গবেষণাকারী লোকদের জন্য নিশ্চয় এতে মহান আল্লাহর পরিচয় লাভ করার জন্য রয়েছে অনেক নিদর্শন। (সূরা আল জাসিয়া, আয়াত নং ১৩)।

এবার চিন্তা করে দেখা দরকার যে, এই মানুষকে এতো সম্মানিত করার পর যদি তার প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাকে কোনো একটি বিষয়ে অথবা কোনো একটি কাজের জন্য বাধ্য করতেন, তাহলে কি তার এই সম্মান থাকতো? উত্তর: থাকতো না।

তাই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে তার সুখময় জীবন লাভের জন্য সত্য ধর্ম প্রকৃত ইসলাম প্রদান করেছেন। দূত বা পয়গম্বর এবং রাসূল প্রেরণ করেছেন। পবিত্র বাণী কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এবং তিনি তাকে দান করেছেন বুদ্ধি, জ্ঞান, বিচারশক্তি এবং স্বাধীনতা। আরো তাকে দান করেছেন সুপথে অথবা বিপথে চলার ক্ষমতা। তাই তিনি তাকে পাপ অথবা পুণ্য কর্ম সম্পাদন করার জন্য বাধ্য করেন নি। এবং তিনি তাকে প্রকৃতিগতভাবে সুপথে অথবা বিপথে চলার জন্য অথবা প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হওয়ার প্রতি কিংবা অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করার প্রতি বাধ্যও করেন নি। অতএব পবিত্র

কুরআনের মধ্যে এই সম্পর্কে অনেক আয়াত উল্লিখিত হয়েছে। উক্ত আয়াতগুলির মধ্যে থেকে এখানে কয়েকটি আয়াত উত্থাপন করলাম:

মহান আল্লাহ বলেছেন:

(الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ)، سورة الأعلى، الآية ٢، ٣.

ভাবার্থের অনুবাদ: “তিনি প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ, যিনি সারা সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুন্দরভাবেই সৃষ্টি করেছেন। আর যিনি সারা জগতের সমস্ত বস্তুকে সুপরিমিত করেছেন এবং সৃষ্টি জগতের সকলকে মঙ্গল ও অমঙ্গলের পথ প্রদর্শন করেছেন। (সূরা আল আলা, আয়াত নং ২- ৩)।

প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا)، سورة الإنسان، الآية ٣.

ভাবার্থের অনুবাদ: “আমি সকল জাতির মানব সমাজকে সৃষ্টি করে স্বর্গ বা জান্নাত লাভের জন্য প্রকৃত ইসলামের মঙ্গলময় সুখদায়ক সৎ পথ প্রদর্শন করেছি এবং নরক বা জাহান্নামের কষ্টদায়ক পথ প্রদর্শন করে সেই পথ অবলম্বন করা হতে তাদেরকে সতর্ক করেছি। সুতরাং এখন তারা প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞ হয়ে প্রকৃত ইসলামের মঙ্গলময় সুখদায়ক জান্নাত লাভের পথ অবলম্বন করুক অথবা অকৃতজ্ঞ হয়ে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম বর্জন করে জাহান্নামের কষ্টদায়ক পথ অবলম্বন করুক, এটা তাদের ইচ্ছা”। (সূরা আদ দাহার (আল ইনসান), আয়াত নং ৩)।

প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ)، سورة البلد، الآية ١٠.

ভাবার্থের অনুবাদ: “আমি সকল জাতির মানব সমাজকে সৃষ্টি করে দুইটি পথ প্রদর্শন করেছি। প্রথমটি হলো: জান্নাত লাভের জন্য প্রকৃত ইসলামের মঙ্গলময় সুখদায়ক পথ এবং দ্বিতীয়টি হলো: জাহান্নামের কষ্টদায়ক জীবন লাভ করার জন্য প্রকৃত ইসলামের বিপরীত পথ”। (সূরা আল বালাদ, আয়াত নং ১০)।

খ - কর্মের সঠিক ফলাফল

প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ মানুষকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে সঠিক ও সুখদায়ক পথ প্রদর্শন করেছেন এবং তারই আলোকে তার জীবন পরিচালিত করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। এবং এর বিপরীত পথ অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং পবিত্র কুরআনের মধ্যে এই সম্পর্কে অনেক আয়াত উল্লিখিত হয়েছে। উক্ত আয়াতগুলির মধ্যে থেকে এখানে কয়েকটি আয়াত উত্থাপন করলাম:

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا)، سورة فصلت، جزء من الآية ٤٦.

ভাবার্থের অনুবাদ: “প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক যে ব্যক্তি সৎ কর্ম সম্পাদন করবে, সেই ব্যক্তি তা নিজের কল্যাণ লাভের কাজেই পাবে, আর যে ব্যক্তি অসৎ কর্ম করবে, সেই ব্যক্তি তা নিজের অকল্যাণ লাভের কাজেই পাবে”।

(সূরা ফুস্সিলাত (হা, মীম, আস্ সাজদা), আয়াত নং ৪৬ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ)، سورة لقمان، الآية ٨.

ভাবার্থের অনুবাদ: “যারা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক অকপটে নিজেদের অন্তরে সঠিক পন্থায়

ঈমান স্থাপন করবে, আর সৎকর্ম সম্পাদন করবে, তাদের জন্য রয়েছে সুখদায়ক স্থান নেয়ামতে ভরা জান্নাত”। (সূরা লোকমান, আয়াত নং ৮)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

(وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)، سورة البقرة، جزء من الآية ٢٢١.

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর মহান আল্লাহ তাঁর প্রকৃত ধর্ম ইসলামের শিক্ষার মাধ্যমে আহ্বান করেন জান্নাত লাভ ও তাঁর ক্ষমা লাভ করার দিকে। আর তিনি সকল জাতির মানব সমাজকে তাদের কল্যাণের পথ প্রদর্শন করার জন্য তাঁর বিধি-বিধান গুলিকে প্রকৃত ধর্ম ইসলামের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন; যাতে তারা মহান আল্লাহর উপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ২২১ এর অংশবিশেষ)।

প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ)، سورة محمد، الآية ١٢.

ভাবার্থের অনুবাদ: “নিশ্চয় যারা মহান আল্লাহ ও তদীয় দূত বা রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে তাদের অন্তরে ঈমান স্থাপন করবে এবং প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক সৎকর্ম সম্পাদন করবে, তাদের জন্য অতি সুখদায়ক স্থান নেয়ামতে ভরা এমন জান্নাত রয়েছে, যার নিম্নদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত রয়েছে। আর যারা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক মহান আল্লাহ ও তদীয় দূত বা রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি প্রকৃত ঈমান স্থাপন করবে না, তারা কেবল ভোগবিলাসে মত্ত থাকবে এবং চতুস্পদ জন্তুর মত

পানাহার করবে, তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নামের আগুন”। (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত নং ১২)।

প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ)، سورة فاطر، الآية ٣٦.

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর যারা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক মহান আল্লাহ ও তদীয় দূত ও রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি সঠিক পন্থায় তাদের অন্তরে প্রকৃত ঈমান স্থাপন করবে না, তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নামের আগুন এবং তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেওয়া হবে না যে, তারা মৃত্যুবরণ করবে এবং তাদের শাস্তিও কিছু কম করা হবে না। আমি আমার সত্য ধর্ম প্রকৃত ইসলামের বিপরীত পন্থা

অবলম্বনকারী প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে এই ভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি”। (সূরা ফাতির, আয়াত নং ৩৬)।

যদি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষায় বসার অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ভুল উত্তর লিখে এবং সঠিক উত্তর না লিখে, তাহলে তাদের ভুল উত্তরগুলিকে সঠিক উত্তর বলে পরিগণিত করা যাবে না। যদিও সেই ভুল উত্তরগুলি অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীর পক্ষ থেকে এসে থাকে। অনুরূপভাবে অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত ইসলাম ধর্মের বিপরীত পথ ও মত অবলম্বন করলেও সেই পথ ও মতকে সঠিক বলে পরিগণিত করা যাবে না।

পরীক্ষাটি হচ্ছে আসলে এই যে, মহান আল্লাহ মানুষকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে কতকগুলি আইন ও বিধিবিধান প্রদান করেছেন। এবং সেই আইন ও বিধিবিধানগুলি মেনে চলার জন্য মানুষকে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন।

আর সেই আইন ও বিধিবিধানগুলি মেনে চলার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেছেন। এবং সেই আইন ও

বিধিবিধানগুলির বিপরীত পথ ও মত অবলম্বন করা হতে সতর্ক ও সাবধান করে দিয়েছেন। যেমন সকল ছাত্র ছাত্রীকে পরীক্ষায় বসার পর তাদেরকে সঠিক ও ভুল উত্তর লিখার প্রতি স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। আর সঠিক উত্তর লিখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়। এবং সঠিক উত্তরের বিপরীত পথ ও মত অবলম্বন করা হতে সতর্ক ও সাবধান করা হয়। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا)، سورة الكهف، جزء من الآية٢٩.

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর হে বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: প্রকৃত ইসলাম ধর্ম তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। অতএব যার ইচ্ছা হবে সে নিষ্ঠাবান হয়ে এই সত্য সঠিক ধর্মের অনুগামী হবে, এবং যার ইচ্ছা হবে এই

ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করার, সে এই ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করবে। তবে যারা এই ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করবে, তাদের জন্য আমি তৈরি করে রেখেছি অতি কষ্টদায়ক স্থান ভীষণ আগুনের জাহান্নাম। সেই আগুনের জাহান্নামের বেষ্টনীর মধ্যে তারা স্থায়িভাবে বসবাস করবে”। (সূরা আল কাহফ, আয়াত, নং ২৯ এর অংশবিশেষ)।

এখানে একটি সঠিক হাদীস উল্লেখ করা উচিত মনে করছি, হাদীসটি হলো:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَن رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٢٤٠ – (١٥٣)،).

অর্থ: আবু হুরায়রা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] থেকে বর্ণনা করেন: আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “যে সত্তার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ, আমি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল জাতির মানব সমাজের প্রতি সত্য ধর্ম প্রকৃত ইসলামসহ প্রেরিত হওয়ার পর বিশ্ববাসীর মধ্যে থেকে ইহুদি ও খ্রিস্টান ব্যক্তি হোক (অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি হোক), সে যদি আমার কথা সঠিক পন্থায় শুনতে পায়, অতঃপর আমি যে সত্য ধর্ম প্রকৃত ইসলাম নিয়ে এসেছি, সেই ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে পরকালে জাহান্নামবাসী হয়ে ভীষণ কষ্ট ভোগ করবে”। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪০ - (১৫৩)]।

সুতরাং জেনে রাখা দরকার যে, প্রকৃত ইসলাম ধর্ম হলো মহান আল্লাহর প্রকৃত ও সত্য সঠিক ধর্ম, এই ধর্ম ছাড়া তিনি অন্য কোনো ধর্মকে সত্য সঠিক ধর্ম হিসেবে পরিগণিত করেন না। তাই তিনি বলেছেন:

(وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)، سورة آل عمران، الآية ٨٥ .

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর যে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম অন্বেষণ করবে, তা কখনই তার নিকট হতে পরিগৃহীত হবে না এবং পরকালে সে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে জাহান্নামবাসী হয়ে জীবনযাপন করবে”। (সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ৮৫)। মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ)، سورة آل عمران، الآية ١٩.

ভাবার্থের অনুবাদ: “নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকটে গ্রহণযোগ্য ধর্ম হলো একমাত্র ইসলাম”। (সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ১৯ এর অংশবিশেষ)।

উল্লিখিত নিয়ম মোতাবেক মহান আল্লাহ মানুষকে সুখময় ও দুঃখময় জীবন লাভের পথ প্রদর্শন করেছেন এবং স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। তাই সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ মানুষকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হওয়ার প্রতি কিংবা অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করার জন্য বাধ্যও করেন নি। যাতে মানুষ তার কর্মের সঠিক ফলাফল পেয়ে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে সঠিক ও সুখদায়ক সৎ পথ অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি তার প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে ইহকাল ও পরকালে সফলকাম হয়ে সুখময় জীবন লাভ করতে সক্ষম হবে। এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম প্রত্যাখ্যান করে অন্য পথ গ্রহণ করবে, সে ব্যক্তি তার প্রকৃত

সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে না। আর সে ইহকাল এবং পরকালে সফলকাম হয়ে সুখময় জীবন লাভ করতেও সক্ষম হবে না। সুতরাং সে জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا)، سورة النبإ، جزء من الآية ٣٩.

ভাবার্থের অনুবাদ: “অতএব যে ব্যক্তি ইচ্ছা করবে, সে ব্যক্তি তার প্রকৃত প্রতিপালক মহান আল্লাহর দিকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ঈমান ও সৎ কর্মের সহিত প্রত্যাবর্তন করবে”। (সূরা আন্ নাবা, আয়াত, নং ৩৯ এর অংশবিশেষ)।

তাই মানুষের জেনে রাখা উচিত যে, সুখময় জীবন লাভের জন্য জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করা অপরিহার্য। কেননা মানুষের জীবন অনাদি নয়, কিন্তু চিরস্থায়ী। সুতরাং মানুষের জীবন শুরু হয় কিন্তু শেষ

হয় না। এবং মৃত্যু বরণের মাধ্যমে মানুষের জীবনের চুড়ান্ত সমাপ্তি ঘটেনা। বরং তার চিরস্থায়ী জীবনের সূচনা হয়। অতএব তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করার বিষয়টি হলো একটি আশু প্রয়োজনীয় বিষয়। যেহেতু এই বিষয়টির দ্বারা তার চিরস্থায়ীর জীবনটি কল্যাণময় হয়, সুখশান্তিপূর্ণ হয় এবং আনন্দময় হয়। সুতরাং এই বিষয়টিকে সামনে রেখে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার কর্মটি হলো মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তাই যে ব্যক্তি এই লক্ষ্যটি সঠিকভাবে স্থির করে সেই লক্ষ্যে ভালোভাবে উপস্থিত হতে পারবে, সেই ব্যক্তিই সঠিক মুসলিম হিসেবে পরিগণিত হবে এবং সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে ইহকাল এবং পরকালে সফলকাম হতে পারবে আর সুখময় জীবন লাভ করতে সক্ষম হবে। কেননা প্রকৃত ইসলাম ধর্মই মানুষকে সহজ ও সঠিক পন্থায় সফলকাম হওয়া এবং সুখময় জীবন লাভ করার প্রকৃত পথ প্রদর্শন করে; এই জন্য প্রকৃত

ইসলাম ধর্মের অনুগামী হওয়ার প্রতি আমি সম্মানিত অমুসলিম প্রতিবেশী, দেশবাসী এবং বিশ্ববাসীকে আমন্ত্রিত করছি।

সুতরাং যে ব্যক্তির ইচ্ছা হবে, সেই ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিজের চিরস্থায়ীর জীবনটিকে সুখময় করতে পারবে। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ সকলের চিরস্থায়ীর জীবনটিকে কল্যাণময় করুন।

গ - প্রকৃত ইসলাম একটি বুদ্ধি সম্মত ধর্ম

পৃথিবীতে অনেক মত, অনেক পথ, অনেক ধর্মের কথা, কর্ম এবং ধারণার ধারক বাহক দেখা যাচ্ছে। এই অবস্থায় কোন্ পথ বা কোন্ ধর্ম মানুষ অবলম্বন করবে? এর সঠিক উত্তর হলো এই যে, মহান আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন বুদ্ধি, জ্ঞান, স্বাধীনতা এবং বিচারশক্তি। তাই সে তার সঠিক বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেক এবং বিচারশক্তি ও স্বাধীনতার দ্বারা প্রকৃত ইসলাম ধর্মের সত্যতা যাচাই করতে পারবে। এই জন্যই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে

তাকে তার সুখময় জীবন লাভের সঠিক পথ প্রদর্শন করার জন্য একটি সত্য ধর্ম প্রকৃত ইসলাম প্রদান করেছেন, তার জন্য দূত বা রাসূল ও পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন এবং পবিত্র বাণী কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। তাই মানুষ যা করবে, তার ফলাফল পাবে। যেমন এক জন ছাত্রকে বা ছাত্রীকে তার পরীক্ষার সময় প্রশ্নের উত্তর লিখার স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। এবং তাকে কোনো প্রশ্নের উত্তর ঠিক বা ভুল লিখার প্রতি বাধ্য করা হয় না। যাতে সে তার পরীক্ষার সঠিক ভাবে ফলাফল পেয়ে যায়। যেহেতু প্রকৃত ইসলাম ধর্ম একটি বুদ্ধি সঙ্গত, বুদ্ধি সম্মত এবং বুদ্ধিগম্য ধর্ম। তাই পবিত্র কুরআনের মধ্যে মানুষকে বুদ্ধি প্রয়োগ করে এই ধর্মের সত্যতা যাচাই করে তাতে প্রবেশ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)، سورة آل عمران، الآية ١٩٠–١٩١.

ভাবার্থের অনুবাদ: “নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনের মধ্যে **প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করার** জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে, ওই সমস্ত বুদ্ধিবান লোকদের জন্য যারা তাদের বুদ্ধির দ্বারা মহান আল্লাহর প্রতি সঠিক পন্থায় তাদের অন্তরে ঈমান স্থাপন করার ইচ্ছা রাখে। তারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করতে থাকে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, তারা বলে: হে আমাদের প্রতিপালক! সৃষ্টি জগতের এই সব বস্তু আপনি

অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। আমরা আপনারই পবিত্রতা ঘোষণা করি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দান করুন”। (সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ১৯০- ১৯১)।

সুতরাং যারা সঠিক বুদ্ধিকে অকেজো করে রাখবে এবং এই সঠিক বুদ্ধির দ্বারা **তাদের প্রতিপালক, তাদের সৃষ্টিকর্তা এবং তাদের রুজিদাতা মহান আল্লাহ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানার্জন না করে জীবনযাপন করবে, তারা পরকালে সুখময় জীবন লাভ করতে পারবে না। এবং তারা জাহান্নামবাসী হয়ে যাবে।** তাই জাহান্নামবাসীদের কথা পবিত্র কুরআনে এই ভাবে এসেছে, তারা বলবে:

(وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ)،

سورة الملك، الآية ١٠ .

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর জাহান্নামবাসীরা বলবে: যদি আমরা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা অবলম্বন করার

কথা শুনতাম কিংবা বুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের সত্যতা জেনে নিয়ে তার নিষ্ঠাবান অনুগামী হতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না”। (সূরা আল মুলক, আয়াত নং ১০)।

অতএব মানুষ যেন তার সঠিক বুদ্ধিকে নষ্ট না করে তার এই বুদ্ধির দ্বারা প্রকৃত ইসলামের সত্যতা যাচাই করে তার সত্য অনুগামী হয়। এটাই হলো সকল জাতির মানব সমাজের কর্তব্য ও করণীয় কর্ম। এর সাথে সাথে আরো একটি বিষয় এখানে জেনে নেওয়া উচিত যে, বুদ্ধি হলো চোখের ন্যায়, পক্ষান্তরে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা হলো আলোর ন্যায়। ঘোর অন্ধকারে দ্রষ্টা বা দর্শনকারী ব্যক্তি শুধু মাত্র তার চোখ দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। অনুরূপভাবে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ব্যতীত বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার বুদ্ধির দ্বারা সঠিক পন্থায় উপকৃত হতে পারে না। যতটুকু আলো থাকবে চোখ ততটুকু পথ দেখতে পাবে, যতটুকু প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা থাকবে, বুদ্ধি ততটুকু সঠিক পথের

দিশা পাবে। আর বুদ্ধি ও প্রকৃত ইসলামের শিক্ষার পূর্ণতার মাধ্যমে শান্তির পথ ও সঠিক জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ হয়, যেমন দিনের আলোতে দেখার বিষয়টি পূর্ণতা লাভ করে।

সুতরাং জেনে রাখা দরকার যে, মানুষ তার সঠিক বুদ্ধির দ্বারা মহান আল্লাহর কতকগুলি নিদর্শনের মাধ্যমে তাঁর অস্তিত্বের পরিচয় লাভ করতে পারে। কিন্তু কোনো মানুষ তার বুদ্ধির দ্বারা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর বিস্তারিত শিক্ষা এবং বিধি-বিধানের জ্ঞান লাভ করতে পারে না। তাই মহান আল্লাহ সমস্ত মানুষকে তাঁর বিস্তারিত শিক্ষা এবং বিধি-বিধানের জ্ঞান প্রদান করার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে নাবী এবং রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর মহান আল্লাহ বিশ্ববাসীকে তাঁর বিস্তারিত শেষ শিক্ষা এবং শেষ বিধি-বিধানের সঠিক জ্ঞান প্রদান করার উদ্দেশ্যে শেষ নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে প্রেরণ করেছেন। **তাই এই বিষয়টি জেনে নেওয়া**

উচিত যে, আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হলেন কেবল মাত্র তাঁর সত্য প্রভু সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের সত্য সঠিক প্রচারক। তাই মহান আল্লাহ বলেছেন:

(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ)، سورة المائدة، جزء من الآية ٦٧.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে রাসূল ও দূত মুহাম্মাদ! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি প্রকৃত ইসলাম ধর্মের যে শিক্ষা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তুমি সঠিকভাবে প্রচার করে দাও"। (সূরা আল মায়িদা, আয়াত নং ৬৭ এর অংশবিশেষ)।

এই বিষয়ে মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ)، سورة النور، جزء من الآية ٥٤.

ভাবার্থের অনুবাদ: “আল্লাহর রাসূল ও দূত মুহাম্মাদের দায়িত্ব হলো: কেবল সুস্পষ্টরূপে লোকের মধ্যে এমন পন্থায় প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা প্রচার করা যে পন্থায় লোক সহজে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা সঠিকভাবে অনুধাবন ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে”। (সূরা আন নূর, আয়াত নং ৫৪ এর অংশবিশেষ)।

আবার এটাও জেনে নেওয়া উচিত যে, প্রকৃত ইসলাম ধর্মের আসল তত্ত্ব, তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে মহান আল্লাহর তরফ থেকে। তাই এই বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

(فَــإِذَا قَــرَأْنَاهُ فَــاتَّبِعْ قُرْآنَــهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَــا بَيَانَــهُ)، ســورة القيامة، الآية ١٨–١٩.

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর হে রাসূল ও দূত মুহাম্মাদ! আমার পক্ষ থেকে ফেরেশতা জিবরীল যখন পবিত্র কুরআন পাঠ করবে, তখন তুমি তা ভালোভাবে শুনবে। এরপর তার বিশদ বর্ণনা ও তত্ত্ব আমি

তোমাকে তোমার অন্তরে অনুপ্রেরিত ও উদ্দীপিত এবং প্রতিভাসিত করবো”। (সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ৯)।

তাই আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর হাদীসগুলিও হলো মহান আল্লাহর প্রদত্ত প্রত্যাদেশ বা প্রতিভাস। কেননা এই ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ বলেছেন:

(وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)، سورة النجم، الآية ٣ – ٤.

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর আল্লাহর রাসূল ও দূত মুহাম্মাদ নিজের মনের কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ও বিধি- বিধানের বিষয়ে কোনো কথা বলেন না। তাই এই বিষয়ে তিনি যা কিছু বলেন কেবল মাত্র মহান আল্লাহর প্রত্যাদেশ বা প্রতিভাসের উপদেশ মোতাবেকই বলেন”। (সূরা আন নাজম, আয়াত নং ৩-4)।

এই কারণে আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে যখন ইসলামের শিক্ষা ও বিধিবিধানের বিষয়ে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হতো, তখন তাঁর কাছে পূর্বের প্রত্যাদেশ বা প্রতিভাসের কোনো জ্ঞান বা উপদেশ থাকলে, সেই মোতাবেক তিনি উত্তর প্রদান করতেন। নচেত নতুন ভাবে মহান আল্লাহর প্রত্যাদেশ বা প্রতিভাসের অপেক্ষা করতেন। সুতরাং নতুন ভাবে মহান আল্লাহর প্রত্যাদেশ বা প্রতিভাসের পক্ষ থেকে যে ভাবে উত্তর আসতো, সেই ভাবেই তিনি উত্তর প্রদান করতেন।

তাই জেনে রাখা দরকার যে, মহান আল্লাহ তাঁর বিস্তারিত শিক্ষা, বিধি-বিধানের জ্ঞান এবং প্রত্যাদেশ বা প্রতিভাস সঠিক ভাবে প্রচার করার নিমিত্তেই যুগে যুগে নাবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং ঐশীবাণী অবতীর্ণ করেছেন। আর মহান আল্লাহ তাঁর বিস্তারিত শেষ শিক্ষা, শেষ বিধি-বিধানের জ্ঞান এবং শেষ প্রত্যাদেশ বা প্রতিভাস সঠিক ভাবে প্রচার করার

নিমিত্তেই শেষ নাবী ও শেষ রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর প্রতি শেষ ঐশীবাণী পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, সকল জাতির মানব সমাজকে ইহকালে ও পরকালে সুখময় জীবন লাভ করার সত্য সঠিক পথ প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে। তাই মহান আল্লাহ বলেছেন:

(كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)،

سورة البقرة، الآية ١٥١.

ভাবার্থের অনুবাদ: "যেমনভাবে আমি তোমাদের মধ্যে এক জন রাসূল ও দূত বিশ্বনাবী মুহাম্মাদকে প্রেরণ করেছি তোমাদেরই মধ্যে থেকে। যাতে সে তোমাদের মধ্যে পাঠ করে আমার উপদেশের বাণী, তোমাদেরকে প্রকৃত ইসলামের বিধি-বিধানের আলোকে পবিত্র করে, তোমাদেরকে প্রদান করে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা এবং তোমাদেরকে

প্রদান করে প্রকৃত ইসলামের বিধি-বিধানের এমন বিস্তারিত জ্ঞান, যে জ্ঞানের বিষয়ে তোমাদের কিছুই জানা ছিলো না”। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ১৫১)।

ঘ - প্রয়াস ছাড়া সাফল্য অসম্ভব

চেষ্টা ছাড়া সিদ্ধি লাভ হয় না; তাই মানুষ যেন আল্লাহর সত্য ধর্ম ইসলামের অনুগামী হওয়ার চেষ্টা করে। এবং তার উপরে সঠিক পন্থায় অটল থাকার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত উপায় ও উপকরণ গ্রহণ করার প্রয়াস করে। কেননা প্রয়াস ছাড়া সাফল্য অসম্ভব। আর কর্ম হিসেবে কর্মের ফলাফল প্রকাশ পায়, এবং যে কোনো জিনিস বা বস্তু ও কর্ম তার উপকরণের সাথে সংযুক্ত। এটাই হচ্ছে মহান আল্লাহর স্থায়ী নীতি। আর মহান আল্লাহর স্থায়ী নীতি হলো অপরিবর্তনীয় বিষয়; সুতরাং তাতে কোনো প্রকারের পরিবর্তন ঘটে না। তাই কোনো ব্যক্তি যখন তার প্রতিপালক, তার

সৃষ্টিকর্তা এবং তার রুজিদাতা মহান আল্লাহ সম্বন্ধে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে, এবং তার সত্য সঠিক ধর্ম প্রকৃত ইসলামের নিষ্ঠাবান অনুগামী হতে ইচ্ছা করবে, তখন মহান আল্লাহ তাকে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করার শক্তি প্রদান করবেন। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ)، سورة الشورى، جزء من الآية ١٣.

ভাবার্থের অনুবাদ: "এবং যে ব্যক্তি নিষ্ঠাবান হয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে অগ্রসর হবে, তিনি তাকে প্রকৃত ইসলামের অনুগামী হওয়ার পথ প্রদর্শন করবেন"। (সূরা আশ্শুরা, আয়াত নং ১৩ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

(وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ)، سورة الرعد، جزء من الآية ٢٧.

ভাবার্থের অনুবাদ: “এবং যে ব্যক্তি নিষ্ঠাবান হয়ে মহান আল্লাহর প্রকৃত ধর্ম ইসলামের অনুগামী হওয়ার প্রতি অগ্রসর হবে, তিনি তাকে প্রকৃত ইসলামের অনুগামী হওয়ার পথ প্রদর্শন করবেন”।

(সূরা আর্রাদ, আয়াত নং ২৭ এর অংশবিশেষ)।

তাই যে ব্যক্তি নিষ্ঠাবান হয়ে মহান আল্লাহর প্রকৃত ধর্ম ইসলামের অনুগামী হবে, মহান আল্লাহ তার অন্তরে বা হৃদয়ে প্রদান করবেন নিরাপত্তা, শান্তি, আনন্দ এবং আরাম। আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালক, তার সৃষ্টিকর্তা এবং তার রুজিদাতা মহান আল্লাহ সম্বন্ধে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না, মহান আল্লাহ তার অন্তরে বা হৃদয়ে প্রদান করবেন ভয়, উদ্বেগ এবং অশান্তি। সুতরাং যার ইচ্ছা হবে সে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হবে, এবং যার ইচ্ছা হবে সে এই ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ কোনো ব্যক্তির স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে তাকে মুসলিম অথবা অমুসলিম

হওয়ার জন্য বাধ্য করেন না। তাই মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য সদাসর্বদা দায়ী। সুতরাং যে ব্যক্তির ইচ্ছা হবে সে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হবে। এবং যে ব্যক্তির ইচ্ছা হবে সে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্ম হতে বিমুখ হবে। তবে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হওয়া অথবা সেই ধর্ম থেকে বিমুখ হওয়ার সে ফলাফল ভোগ করবে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا)، سورة الإسراء، جزء من الآية ١٥.

ভাবার্থের অনুবাদ: “যে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হতে পারবে, সে ব্যক্তি নিজের আত্মার শান্তির জন্য ইহকাল এবং পরকালে মঙ্গলজনক ও সুখদায়ক ফল ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করবে, সে নিজের আত্মার অশান্তির জন্য ইহকাল এবং পরকালে অমঙ্গলজনক ও

কষ্টদায়ক ফল ভোগ করবে”। (সূরা আল ইসরা (বানী ইসরাইল), আয়াত নং ১৫ এর অংশবিশেষ)।

ঙ - প্রকৃত সৃষ্টিকর্তাই কেবল সত্য উপাস্য

সাধারণভাবে পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল জাতির মানব সমাজ সামগ্রিকভাবে আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব এবং আধিপত্য স্বীকার করে। তারা এটাও স্বীকার করে যে, মহান আল্লাহই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা, তিনিই মালিক এবং সৃষ্টি জগতের প্রকৃত পরিচালক। সুতরাং মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব এবং আধিপত্য স্বীকার করে নেওয়া এবং তাঁকেই সব জগতের স্রষ্টা, মালিক এবং তত্বাবধায়ক ও পরিচালক মেনে নেওয়ার অনিবার্য দাবি হলো এই যে, কেবল মাত্র তাঁকেই সমস্ত ইবাদত বা উপাসনার সত্য অধিকারী বলে বিশ্বাস করা, তাঁরই সঠিক পন্থায় প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক ইবাদত বা আরাধনা করা। কেননা তিনিই হলেন সত্য উপাস্য, তিনি ছাড়া কোনো সত্য

উপাস্য নেই। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، سورة البقرة، الآية ٢١.

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে সকল জাতির মানব সমাজ! তোমরা সবাই তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত বা আরাধনা করো, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা জাহান্নামের অগ্নিগর্ভের শাস্তি হতে মুক্তি লাভ করতে পারো”। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ২১)।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ)، سورة الحشر، جزء من الآية ٢٣.

ভাবার্থের অনুবাদ: “তিনিই হলেন সেই আল্লাহ যিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই”। (সূরা আলহাশার, আয়াত নং ২৩এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)، سورة النساء، جزء من الآية ٣٦.

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে সকল জাতির মানব সমাজ! তোমরা সবাই মহান আল্লাহর **ইবাদত বা উপাসনা** করবে, এবং তাঁর অংশীদার কোনো বিষয়ে স্থাপন করবে না”। **(সূরা আন্ নিসা,** আয়াত নং ৩৬ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ)، سورة البقرة، جزء من الآية ١٦٣.

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে সকল জাতির মানব সমাজ! তোমাদের সত্য উপাস্য এক অদ্বিতীয় উপাস্য, তিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু”। **(সূরা আল** বাকারা, আয়াত নং ১৬৩)।

পবিত্র কুরআনের মধ্যে মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا)، سورة الأنعام، جزء من الآية ١٠٤.

ভাবার্থের অনুবাদ: “তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের সত্যতা যাচাই করে তার অনুগামী হওয়ার উপযুক্ত অনেক যুক্তি প্রমাণ ও নিদর্শন। তাই সেই সমস্ত যুক্তি প্রমাণ ও নিদর্শনের দ্বারা সঠিক ও সত্য ধর্ম ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয়ে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্মের সত্যতা যাচাই করে তার অনুগামী হতে পারবে, সে ব্যক্তি

তার নিজের জীবনকে সুখময় করবে। আর যে ব্যক্তি এই সত্য ধর্ম প্রকৃত ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, সে ব্যক্তি তার নিজের জীবনকে দুঃখময় করবে”। (সূরা আল্ আন্আম, আয়াত নং ১০৪ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ)،

سورة الأنعام، جزء من الآية ١٠٢.

ভাবার্থের অনুবাদ: “তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। অতএব, তোমরা তাঁর মনোনীত ধর্ম প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক তাঁরই **ইবাদত বা উপাসনা** ও ভজনা করো। (সূরা আল্ আন্আম, আয়াত নং ১০২ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ)، سورة يونس، الآية ٣.

ভাবার্থের অনুবাদ: "নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করেছেন সমস্ত নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডলকে ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশের ঊর্ধ্বে অবস্থিত হয়েছেন। তিনি সব জগতের কার্য পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁর নিকটে সুপারিশ করতে পারবে না, তিনিই হলেন আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তাঁর মনোনীত ধর্ম প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক তাঁরই ইবাদত, **ভজনা বা উপাসনা** করো। তোমরা কি এই সমস্ত যুক্তি প্রমাণ ও নিদর্শনের মাধ্যমে এক সত্য উপাস্য আল্লাহর উপদেশ গ্রহণ করে তাঁরই ইবাদত বা

আরাধনা করার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারছো না?! (সূরা ইউনুস, আয়াত নং ৩ এর অংশবিশেষ)।

সুতরাং প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক সত্য উপাস্য আল্লাহর ইবাদত কিংবা ভজনা ও উপাসনা করাই হলো সুখময় জীবন লাভ ও জান্নাত লাভের সঠিক মাধ্যম। তাই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য আল্লাহর সাথে কোনো প্রকারের অংশীদার স্থাপন করা বৈধ নয়। কেননা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব বা সত্তা, কর্ম, নাম ও গুণাবলি এবং ইবাদত বা ভজনা ও উপাসনায় কোনো প্রকারের অংশীদার স্থাপন করার নাম হলো শিরক।

ষষ্ঠ অধ্যায়: প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তির সামাজিক আচার আচরণ হবে সর্বশ্রেষ্ঠ

প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তির সামাজিক আচার, আচরণ হবে শান্তিদায়ক, মঙ্গলময়, কল্যাণময় এবং আনন্দদায়ক। তাই এই বিষয়টির ক্ষেত্রে অনেক আয়াত এবং নির্ভরযোগ্য হাদীস উল্লিখিত হয়েছে, সেই সমস্ত আয়াত ও হাদীসের মধ্যে থেকে এখানে কতকগুলি আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হলো:

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ)، سورة الأعراف، جزء من الآية ٢٨.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: মহান আল্লাহ অশালীন আচরণ অবলম্বন করার উপদেশ প্রদান করেন না"। (সূরা আল আরাফ, আয়াত নং ২৮ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

(وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ)، سورة البقرة، جزء من الآية ٢٠٥.

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর মহান আল্লাহ পাপাচার ও অন্যায় আচরণ পছন্দ করেন না তাই তিনি পাপাচারী ও অন্যায়কারীকে শাস্তি প্রদান করেন"। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ২০৫ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

(وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، سورة القصص، جزء من الآية ٧٧.

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর পৃথিবীর মধ্যে তুমি পাপাচারের মাধ্যমে অশান্তি সৃষ্টি করবে না। কেননা পাপাচারের মাধ্যমে অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে মহান আল্লাহ পছন্দ করেন না। তাই তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন"। (সূরা আল কাসাস, আয়াত নং ৭৭ এর অংশবিশেষ)।

যে সমস্ত লোকের চরিত্র খারাপ, তাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে অন্যায় অত্যাচার, অশান্তি, পাপাচার ও অশালীন আচরণ সৃষ্টি হয়। তাই মহান আল্লাহ পৃথিবীর মধ্যে এই প্রকারের সমস্ত অপকর্ম ও কুকর্মকে হারাম বা অবৈধ করে দিয়েছেন। যাতে পৃথিবীর মধ্যে সকল জাতির মানব সমাজ শান্তির সহিত, সম্মানের সহিত এবং আনন্দের সহিত জীবনযাপন করতে পারে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ)،

سورة النور، جزء من الآية٢١ .

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে ঈমানদার মুসলিম জাতি! তোমরা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা বর্জন করে শয়তানের পথ অবলম্বন করবে না। আর যে ব্যক্তি শয়তানের পথ অবলম্বন করবে, সে জেনে রাখবে যে, শয়তান

অশালীন কর্মে ও অসৎ কথায় মানুষকে লিপ্ত করার জন্য তার অন্তরে কুমন্ত্রণার সঞ্চার করে”।

(সূরা আন নূর, আয়াত নং ২১ এর অংশবিশেষ)।

এই ক্ষেত্রে কয়েকটি নির্ভরযোগ্য হাদীস উল্লেখ করা হলো:

عَـنْ أَبِيْ هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّهُ عَنْـهُ، عَـنِ النَّـبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: "لاَ يَنْظُـرُ اللَّهُ إِلَى رَجُـلٍ جَـامَعَ امْرَأَتَـهُ فِي دُبُرِهَا".

(سنن ابن ماجه، رقم الحديث ١٩٢٣، وصححه الألباني).

অর্থ: আবু হুরায়রা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] হতে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] থেকে বর্ণনা করেছেন, নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মলদ্বারে বা পায়ু পথে সঙ্গম করবে, মহান আল্লাহ তার দিকে দয়ার দৃষ্টিতে তাকাবেন না”।

[সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ১৯২৩, আল্লামা

নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

*** এই হাদীসটির মাধ্যমে কতকগুলি বিষয় সাব্যস্ত হয়। উক্ত বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে:**

১। প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মলদ্বারে বা পায়ু পথে সঙ্গম করা হারাম করে দিয়েছে। যেহেতু এই কর্মটি মহান আল্লাহ মানুষকে যে সুন্দর স্বাভাবিক নিয়মে সৃষ্টি করেছেন তার বিপরীত পন্থা। অতঃপর এই কুকর্মটি হলো অনেক রোগের কষ্টদায়ক উপাদান। আর এর চেয়ে বড়ো কথা হলো এই যে, এই কুকর্মটি হলো মহান আল্লাহর ঘৃণা, শাস্তি, ক্রোধ এবং অভিশাপ লাভের উপকরণ।

২। এই হাদীসটির দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মলদ্বারে বা পায়ু পথে সঙ্গম করবে, সে ব্যক্তি মহা পাপাচারী বলে পরিগণিত হবে। এবং সে তার নিজের জীবনকে মহান আল্লাহর মহা ক্রোধে

নিক্ষেপ করবে। তাই তার প্রতি এই মহা পাপ থেকে অনুতপ্ত হয়ে আন্তরিকভাবে তাওবা করা অপরিহার্য।

৩। প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তির জন্য এই বিষয়টি বৈধ যে, সে তার স্ত্রীর যোনিতেই সঙ্গম করবে তার সামনের দিক থেকে অথবা তার পিছন দিক থেকে। কিন্তু তার মলদ্বার বা পায়ু পথে কোনো অবস্থায় সঙ্গম করবে না। যেহেতু তার মলদ্বার বা পায়ু পথ সঙ্গম করার স্থান নয়। তার যোনিই হলো সঙ্গম করার স্থান, আর যোনি বলা হয় সেই স্থানটিকে, যেই স্থান দিয়ে সন্তানের জন্ম হয়। তাই নিজের স্ত্রীর যোনিতেই শুধু তার সামনের দিক থেকে অথবা তার পিছন দিক থেকে সঙ্গম করা জায়েজ।

অনুরূপভাবে প্রকৃত ইসলাম ধর্মে পুংমৈথুন করাও একটি মহা পাপ। পুংমৈথুনকারী ও মৈথুনকৃত ব্যক্তি উভয়কেই প্রকৃত ইসলাম ধর্ম একই প্রকারের পাপী বলে গণ্য করে। আর পুংমৈথুনের অর্থ হলো: পুরুষের

সাথে পুরুষের রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া। এই কুকর্ম ঘটে থাকে তাদের মধ্যে, যাদের মধ্যে জ্ঞান বুদ্ধির অভাব রয়েছে এবং যাদের মধ্যে ধর্মের প্রভাব কম রয়েছে। পুরুষের সাথে পুরুষের রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার মধ্যে কুফলও খুব বেশি রয়েছে। তাই এই ঘৃণিত কুকর্মের কারণে সৃষ্টি হয় রোগ, ব্যাধি এবং মহামারী। এবং এর মাধ্যমে চারিত্রিক, সামাজিক এবং দৈহিক ক্ষতির প্রভাবও খুব কম নয়। তাই সর্বদিক দিয়ে এই অপকর্মটিকে নিকৃষ্ট, ঘৃণিত এবং স্বাভাবিক মানবতা বিরোধী অশ্লীল আচরণ বলেই প্রকৃত ইসলাম ধর্মে গণ্য করা হয়।

তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ)، (سورة هود، الآية ٨٢).

ভাবার্থের অনুবাদ: "অতঃপর যখন পুংমৈথুনকারীদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমার

আদেশ এসেছিলো, তখন আমি তাদের জনপদের উপরকে নীচে উল্টে দিয়েছিলাম এবং ক্রমাগত তাদের উপরে পাথুরে মাটি বর্ষণ করেছিলাম"। (সূরা হূদ, আয়াত নং ৮২)।

প্রকৃত ইসলাম হলো সচ্চরিত্রের ধর্ম, তাই এই ধর্ম অশালীন কর্ম ও আচরণ হতে মানুষকে সতর্ক করে। তাই এখানে কয়েকটি নির্ভরযোগ্য হাদীস উল্লেখ করা হলো:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنْ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٣٢- (٢٧٦٠)، وصحيح البخاري، رقم الحديث ٥٢٢٠، واللفظ لمسلم).

অর্থ: আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ [রাদিয়াল্লাহু আনহু] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “আল্লাহর চেয়ে অধিকতর প্রশংসা প্রিয় আর কেউ নেই। তাই আল্লাহ স্বয়ং তাঁর সত্তার প্রশংসা করেছেন। এবং আল্লাহর চেয়ে অধিকতর ঈর্ষাপরায়ণও আর কেউ নেই। তাই তিনি অশালীন বস্তু হারাম বা অবৈধ করে দিয়েছেন”।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩২ -(২৭৬০) এবং সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২২০, তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে]।

পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ কঠিন তীব্র ঈর্ষাপরায়ণ; সুতরাং তাঁর চেয়ে অধিকতর কঠিন তীব্র ঈর্ষাপরায়ণ আর কেউ নেই। আর এর মানে হলো এই যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পছন্দ করেন না যে, কোনো মানুষের কোনো প্রকার অকল্যাণ হোক কিংবা ক্ষতিসাধন হোক অথবা তার প্রতি কোনো প্রকারের

আক্রমণ হোক বা তার কষ্ট হোক, তার ধর্মের দিক দিয়ে বা জান ও মানের দিক দিয়ে কিংবা তার মন বা বুদ্ধির দিক দিয়ে; তাই মহান আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন: ব্যভিচার, চুরি, অপহরণ, মাদক দ্রব্য সেবন করা এবং সমস্ত প্রকারের অশালীন আচরণ ও অনৈতিক পথ অবলম্বন করা।

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَن رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ".

(سنن النسائي، رقم الحديث ٤٩٩٥، و صحيح مسلم، رقم الحديث ٦٥ – (٤١)، واللفظ للنسائي، وحسنه الألباني).

অর্থ: আবু হুরায়রা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] হতে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] থেকে বর্ণনা করেছেন: নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “প্রকৃতপক্ষে মুসলিম

ব্যক্তি তাকেই বলা যাবে, যার হস্ত এবং জিহ্বার অমঙ্গল হতে সকল জাতির মানব সমাজ নিরাপদে থাকবে এবং প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তি তাকেই বলা যাবে, যার অমঙ্গল হতে সকল জাতির মানব সমাজের জান ও মাল নিরাপত্তায় থাকবে”।

[সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৪৯৯৫ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫ -(৪১)। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী হাদীসটিকে হাসান সহীহ (সুন্দর সঠিক) বলেছেন]।

*** এই হাদীসটির মাধ্যমে কতকগুলি বিষয় সাব্যস্ত হয়। উক্ত বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে:**

১। মুসলিম ব্যক্তি যেন সকল প্রকারের আমানত রক্ষা করে এবং আদান-প্রদান বা দেওয়া-নেওয়ার সময় সর্বদা সততা বজায় রাখে। এবং প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক নিজেকে পরিচালিত করে। আর

মানুষের জান ও মানের প্রতি জুলুম বা অন্যায় আচরণ না করে।

২। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম হলো সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে। এবং সকল জাতির সমস্ত মানুষের অধিকারগুলির সংরক্ষণ করে। আর তাদেরকে কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া হতে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হতে বিরত থাকে। সুতরাং তারা তার অমঙ্গল ও অন্যায় আচরণ থেকে সব সময় নিরাপদে থাকে।

৩। এই হাদীসটি প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তির একটি প্রকাশ্য ও বাস্তব পরিচয় পেশ করেছে। আর সেই পরিচয়টি হলো এই যে, সকল জাতির মানব সমাজ তার অমঙ্গল থেকে নিরাপত্তায় থাকবে। অনুরূপভাবে প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তির একটি গুপ্ত পরিচয়ও পেশ করেছে। আর সেই পরিচয়টি হলো এই যে, সকল

জাতির মানব সমাজের জান ও মাল তার অশান্তি ও অকল্যাণ থেকে নিরাপদে থাকবে।

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٤٩ -(١٤١٢)،)، وصحيح البخاري، رقم الحديث ٥١٤٢، واللفظ لمسلم).

অর্থ: আব্দুল্লাহ বিন ওমার [রাদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেছেন, নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে থেকে কোনো এক ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় করবে না। এবং তোমাদের মধ্যে থেকে কোনো এক

ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির বিবাহের প্রস্তাবের উপরে অন্য কোনো ব্যক্তির বিবাহের প্রস্তাব দিবে না।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৯ -(১৪১২) এবং সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫১৪২, তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে]।

*** এই হাদীসটির মাধ্যমে কতকগুলি বিষয় সাব্যস্ত হয়। উক্ত বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে:**

১। কোনো ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়ের উপরে অন্য কোনো ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম।

২। কোনো ব্যক্তির বিবাহের প্রস্তাবের উপরে অন্য কোনো ব্যক্তির বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া অবৈধ।

৩। প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মানুষকে সচ্চরিত্র বা ভাল আচরণ এবং পরিষ্কার হৃদয়ের উপর অবস্থিত হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে; যেন সমাজের সকল সদস্যগণের মধ্যে শত্রুতা, স্বার্থপরতা, ঝগড়া-বিবাদ এবং অশান্তি সৃষ্টি না হয়।

وَعَــنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ قَــالَ: قَــالَ لِيْ رَسُــوْلُ اللهِ صَــلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: "اتَّــقِ اللهَ حَيْثُمَــا كُنْــتَ، وَأَتْبِــعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ؛ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ".

(جــامع الترمــذي، رقــم الحــديث ١٩٨٧، قــال الإمــام الترمــذي عــن هــذا الحــديث بأنــه: حســن صــحيح، وحسنه الألباني).

অর্থ: আবু জার [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমাকে বলেছেন: “তুমি যেখানেই থাকবে, সেখানেই আল্লাহকে ভক্তিসহকারে তাঁর সঠিক ভক্ত হয়ে জীবনযাপন করবে এবং পাপের কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে, তার সঙ্গে সঙ্গে এমন পুণ্যের কাজ করবে, যা পাপকে মিটিয়ে দিবে এবং লোকের সাথে সব সময় চরিত্র ভালো রাখবে”।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৮৭, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান, সহীহ বলেছেন। এবং আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন]।

*** এই হাদীসটির মাধ্যমে কতকগুলি বিষয় সাব্যস্ত হয়। উক্ত বিষয়গুলির মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে:**

১। তাকওয়া (অর্থাৎ: আল্লাহকে ভক্তিসহকারে ভয় করে তাঁর সঠিক ভক্ত হওয়ার বিষয়টি), বাস্তবায়িত হয়: প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক আল্লাহর আদেশ পালনে রত থেকে এবং তাঁর নিষিদ্ধ বা বারণকৃত জিনিস থেকে বিরত থেকে নিজের আত্মাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা ও যত্ন করার মাধ্যমে।

২। যে আচরণকে প্রকৃত ইসলাম এবং সঠিক বুদ্ধি ভালো বলে স্বীকৃতি দেয়, তাকেই বলে সচ্চরিত্র বা সৎস্বভাব। এবং সচ্চরিত্র বা সৎস্বভাবের প্রভাব হলো:

কাউকে কষ্ট না দেওয়া, লোকের উপকার করা এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করা।

৩। অধিকতর সৎকর্ম করলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পাপের ক্ষমা পাওয়া যায়।

৪। প্রকৃত ইসলাম হলো সচ্চরিত্রের একটি ধর্ম। তাই প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মানুষকে তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে সচ্চরিত্র এবং সৎস্বভাব বজায় রাখার উপদেশ প্রদান করে। সুতরাং ইসলামের প্রতি দাওয়াত প্রদান, শিক্ষাদান, প্রশিক্ষণ, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল বিষয়ে সচ্চরিত্র বজায় রাখা অপরিহার্য।

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম হলো একটি পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি যা সকল দিক থেকে সার্বিকভাবে মানুষের জীবনকে শান্তিময় পদ্ধতিতে গঠন করার সঠিক উপদেশ প্রদান করে। এবং মানুষের চরিত্রের দিকটির প্রতিও অত্যন্ত

গুরুত্ব প্রদান করে। তাই এখানে একটি নির্ভরযোগ্য হাদীস উল্লেখ করা হলো:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحسَنُهُم خُلُقاً".

(سنن أبي داود، رقم الحديث ٤٦٨٢، واللفظ له، وجامع الترمذي، رقم الحديث ١١٦١، قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه: حسن صحيح، وحسنه الألباني وصححه).

অর্থ: আবু হুরায়রা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তিদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানদার মুসলিম হলো সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি তাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী"।

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬৮২ এবং জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১১৬১, তবে হাদীসের শব্দগুলি জামে তিরমিযী থেকে নেওয়া হয়েছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ (সুন্দর সঠিক) বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী হাদীসটিকে হাসান সহীহ (সুন্দর সঠিক) বলেছেন।

উল্লিখিত পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলি এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলির দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত ইসলাম ধর্মে সচ্চরিত্রের ও সদাচারের মহা মর্যাদা রয়েছে। এবং উত্তম চরিত্র হলো প্রকৃত ইসলামের প্রমাণবাহী বিষয়। তাই এখানে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের কতকগুলি মৌলিক চারিত্রিক বিষয় উল্লেখ করা হলো:

১। সততা এবং সত্যবাদিতা

২। আমানত রক্ষা করা

৩। অঙ্গীকার পূর্ণ করা

৪। বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করা

৫। মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার বজায় রাখা

৬। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা এবং আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বহাল রাখা

৭। প্রতিবেশীর সাথে সদাচারী হওয়া

৮। মেহমানের সম্মান করা

৯। সাধারণভাবে দান প্রদান করা

১০। ধৈর্যধারণ করা

১১। ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা

১২। মানুষের মাঝে সমঝোতা ও সংশোধন করে দেওয়া

১৩। দয়া ও করুণার পন্থা অবলম্বন করা

১৪। লজ্জা বোধ করা

১৫। প্রতারণা না করা

১৬। ওজনে কম না দেওয়া

১৭। বড়োদের শ্রদ্ধা করা

১৮। ছোটোদের স্নেহ করা

১৯। পরোপকারিতা সাধন করা ইত্যাদি।

প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক নৈতিকতা এবং সচ্চরিত্রের ভিত্তি হলো সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর প্রতি সঠিক পন্থায় একত্ববাদের আলোকে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং একত্ববাদের মতবাদটি সঠিক ভাবে ধারণ করা আর মহান আল্লাহর বশ্যতা স্বীকার করা। এটাই হলো মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করার সরল সঠিক পথ। তাই প্রকৃত ইসলাম ধর্মের চারিত্রিক বিষয়গুলির মধ্যে এমন কিছু বিষয় নেই যা অপছন্দনীয় বিষয় বলে পরিগণিত করা হবে। তাই এটা নিশ্চয় বলা যেতে পারে যে, প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক নৈতিকতা এবং চারিত্রিক বিষয়গুলি এমন সম্মানিত ও মহৎ এবং সচ্চরিত্রের বিষয়ের

অন্তর্ভুক্ত যা প্রত্যেক নিষ্কলুষ স্বভাবের মানুষ সহজে সমর্থন করতে পারবে এবং মেনে নিতে পারবে।

সপ্তম অধ্যায়: প্রকৃত ইসলাম ধর্মে নারীর মর্যাদা

প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক নারীজাতির কথা কোনো সময় ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তাই আল্লাহর নাবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

"وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٥١٨٥– ٥١٨٦،

وصحيح مسلم، رقم الحديث ٦٠ – (١٤٦٨)،).

অর্থ: "তোমরা নারীজাতির প্রতি আমার উপদেশ গ্রহণ করো এবং তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে ধৈর্যশীল হয়ে মঙ্গলময় পন্থায় নম্রতার সহিত তাদের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচার বজায় রাখো"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫১৮৫-৫১৮৬ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬০ -(১৪৬৮) এর অংশবিশেষ)।]

উক্ত উপদেশটি নির্ধারিত রয়েছে পুরুষদের জন্য; সুতরাং স্বামী, পিতা, বড়ো ভাই, ছোটো ভাই এবং সকল প্রকারের পুরুষ ব্যক্তি নারীজাতির সম্মান রক্ষা করবে। এটাই হলো প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা। তাই কোনো প্রকারের নারীর প্রতি জুলুম, নির্যাতন এবং অত্যাচার করা কোনো সময় বৈধ নয়। সুতরাং সকল প্রকারের নারীর সাথে সচ্চরিত্র ও সদ্ভাব বজায় রাখা অপরিহার্য।

যেহেতু নারীজাতির মধ্যে মমতা, মায়াবল এবং স্নেহের বন্ধন বেশি শক্তিশালী; তাই তারা অনেক সময় বুদ্ধির দ্বারা কর্ম সম্পাদন না করে মায়াবলের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করে থাকেন; সেই জন্য তাদের উদাহরণ পাঁজরের হাড়ের সাথে দেওয়া হয়েছে। তাই

মানুষ যেমন তার পাঁজরের হাড়ের ও বুকের সংরক্ষণ করে, তেমনি নারীজাতির যত্ন ও সংরক্ষণ করবে। এটাই হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের একটি অপরিহার্য শিক্ষা। অতএব হাদীসের মধ্যে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلاَ يُؤْذِيْ جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ؛ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٥١٨٥ – ٥١٨٦، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٦٠ – (١٤٦٨)،).

অর্থ: আবু হুরায়রা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] হতে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] থেকে বর্ণনা করেছেন, নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর

প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন নিজের প্রতিবেশীকে কোনো প্রকারের কষ্ট না দেয়। এবং তোমরা নারীজাতির প্রতি আমার উপদেশ গ্রহণ করো এবং তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে ধৈর্যশীল হয়ে মঙ্গলময় পন্থায় নম্রতার সহিত তাদের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচার বজায় রাখো। কেননা তাদেরকে যেন সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড়ের মত করে। সব চেয়ে বাঁকা হাড় হলো পাঁজরের উপরের হাড়। তাই তুমি যদি এই হাড়টিকে একদম সোজা করতে যাও, তাহলে তুমি তা ভেঙ্গে ফেলবে; আর তুমি যদি এই হাড়টিকে এই বাঁকা ভাবেই রেখে দাও, তাহলে এই হাড়টি বাঁকা অবস্থায় কল্যাণময় ও শান্তিদায়ক হিসেবে থেকে যাবে। অতএব তোমরা নারীজাতির প্রতি আমার উপদেশ গ্রহণ করো এবং তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে ধৈর্যশীল হয়ে মঙ্গলময় পন্থায়

নম্রতার সহিত তাদের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচার বজায় রাখো”।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫১৮৫-১৫৮৬ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬০ -(১৪৬৮), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

এই বিষয়ে হাদীস গ্রন্থের মধ্যে আরো এসেছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِيْ آخِرِ الْيَوْمِ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٥٢٠٤، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٤٩ – (٢٨٥٥)،).

অর্থ: আব্দুল্লাহ বিন জাময়া [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেছেন, নাবী কারীম

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে থেকে কোনো ব্যক্তি যেন তার নিজের স্ত্রীকে ক্রীতদাসের মত প্রহার না করে, অতঃপর যেহেতু সে দিনের শেষে তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে”।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২০৪ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৯ -(২৮৫৫), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

এই হাদীসটির দ্বারা কতকগুলি উপদেশ পাওয়া যায়, উক্ত উপদেশগুলির মধ্যে থেকে এখানে কয়েকটি উপদেশের কথা উল্লেখ করা হলো:

১। প্রকৃত ইসলাম ধর্ম নারীদেরকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করার প্রতি আহ্বান জানায়। এবং তাদের সাথে সুন্দর পন্থায় নম্রতা এবং ভদ্রতা বজায় রেখে ধৈর্যের সহিত জীবনযাপন করার প্রতিও আহ্বান জানায়।

যেহেতু তাদের প্রতি ধৈর্যধারণ করা এবং তাদেরকে দৈহিক কষ্ট না দেওয়াই হলো সর্বোত্তম আচরণ।

২। প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মানুষকে সুন্দরভাবে ভালোবাসার সহিত এবং উদারতার সহিত সদাচরণ বজায় রেখে জীবনযাপন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। তাই এই হাদীসটির দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, নিজের স্ত্রীকে প্রহার করা এবং তাকে দৈহিক কষ্ট দেওয়া হারাম ও অবৈধ বিষয়।

৩। স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক ও যৌনমিলন ও সংসর্গ ওই সময় সুখদায়ক হয়, যখন তাদের মধ্যে গভীর ভালোবাসা বিরাজ করে। কিন্তু নিজের স্ত্রীকে প্রহার করা বা তাকে দৈহিক কষ্ট দেওয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মধুর মিলন এবং যৌন সংসর্গকে নষ্ট করে দেয়। তাই এই হাদীসটির মধ্যে নিজের স্ত্রীকে প্রহার করার বিষয়টিকে কঠোরভাবে ঘৃণা করা হয়েছে।

এই বিষয়ে হাদীস গ্রন্থের মধ্যে আরো এসেছে:

عَـــنْ أَبِيْ هُرَيْــرَةَ رضـــي الله عنـــه، قَـــالَ: قَـــالَ رَسُـــول الله صَـــلَّى اللَّهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ: "لاَ يَفْــرَكْ مُــؤْمِنٌ مُؤْمِنَــةً إِنْ كَــرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٦١ – (١٤٦٩)،).

অর্থ: আবু হুরায়রা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “কোনো ঈমানদার মুসলিম পুরুষের উচিত নয় যে, সে তার ঈমানদার মুসলিম স্ত্রীকে ঘৃণা করবে। কেননা যদি সে তার স্ত্রীর একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে সে তার স্ত্রীর অন্য আরেকটি আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে”।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬১ -(১৪৬৯)]।

এই হাদীসটির দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয় যে, সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর বিধানকে সামনে রেখে পুরুষ ব্যক্তি

নারীকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে। তাই তার সম্মান রক্ষা করা একটি জরুরি বিষয়। সুতরাং তার প্রতি জুলুম, নির্যাতন এবং অত্যাচার করা কোনো সময় বৈধ নয়। এই কারণেই নারীর মর্যাদা রক্ষা করার জন্য পবিত্র কুরআনের মধ্যে মহান আল্লাহ বলেছেন:

(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)، سورة النساء، جزء من الآية ١٧.

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক তোমরা নারীদের সাথে সদ্ভাবে অতি উত্তম পন্থায় চালচলনের নিয়মাবলি মেনে চলবে। অতঃপর যদি তাদেরকে তোমরা অশালীন আচণের কারণ বাদে অন্য কোনো কারণে অপছন্দ করো, তাহলে ধৈর্যধারণ করো; কেননা হতে পারে যে, তোমরা এমন একটি জিনিসকে অপছন্দ করছো, যার মধ্যে হয়তো আল্লাহ

অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন”। (সূরা আন্নিসা, আয়াত নং ১৯ এর অংশবিশেষ)।

এই উপদেশটির দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নারীর স্বামী অথবা অভিভাবক, পিতা, ভাই, এবং স্বামীর পিতা প্রমুখ সকল প্রকারের নারীর সাথে সদ্ব্যবহার বজায় রাখবে এবং অতি উত্তম পন্থায় উত্তম আচারণের নিয়মাবলি মেনে চলবে। এটায় হলো প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ও উপদেশ।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)،

سورة البقرة، جزء من الآية ٢٢٨.

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক নারীদের উপর স্বামীদের যেরূপ ন্যায় সঙ্গত অধিকার আছে, সেইরূপ নারীদেরও ন্যায় সঙ্গত অধিকার আছে স্বামীদের উপর এবং নারীদের সংরক্ষণ ও ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষদের উপর

ন্যস্ত থাকার জন্য আর মহান আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ম অনুযায়ী পুরুষদেরকে একটি বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে”। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ২২৮ এর অংশবিশেষ)।

সুতরাং পুরুষদের দায়িত্ব হলো এই যে, তারা যেন নারীদের ক্ষেত্রে ধৈর্যবান ও ধৈর্যশীল হয়। এবং তাদের সাথে সদ্ভাব, সদ্ব্যবহার ও ভদ্র আচরণ বজায় রাখে। এটাই হলো পুরুষদের উচ্চ মর্যাদা লাভের প্রকৃত নিদর্শন।

অষ্টম অধ্যায়: জান্নাতের অতি রূপবতী ও সুন্দরী নারীর বিষয়ে প্রশ্ন ও তার উত্তর

পবিত্র কুরআনে প্রকৃত বিশ্বাসী ও ঈমানদার মুসলিম লোকদের জন্য জান্নাতে যে হুর বা সঙ্গীর কথা বলা হয়েছে তা শুধু পুরুষদের জন্যই। তাই কোনো কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন করে থাকে যে, জান্নাতের হুর বা সঙ্গীর কথা শুধু পুরুষদের জন্যই কেনো নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ

করা হয়েছে এবং নারীদের জন্য হুরের কোনোই কথা নির্দিষ্টভাবে কেনো কিছু উল্লেখ করা হয় নি?

এর উত্তর হলো এই যে,

১। মহান আল্লাহর কতকগুলি জাগতিক নিয়ম আছে, যেমন পানাহার করা হয় মুখের মাধ্যমে, দেখা হয় চোখের মাধ্যমে, শোনা যায় কানের মাধ্যমে, গরম হয় আগুনের মাধ্যমে, বরফ হয় ঠাণ্ডার মাধ্যমে, আমড়া হয় টকস্বাদযুক্ত, নিম হয় তিক্ত বিস্বাদযুক্ত এবং খেজুর হয় মিষ্টি সুস্বাদু ইত্যাদি। এখানে প্রশ্ন করা প্রযোজ্য নয় যে, মহান আল্লাহ এই রকম নিয়ম কেনো করেছেন? কেননা মানুষের জীবনের জন্য যে নিয়মটি উপযোগী সেই নিয়মটি মহান আল্লাহ তাকে প্রদান করেছেন। আবার তাকে অন্য কোনো নিয়ম প্রদান করা হলেও এটাই প্রশ্ন করা হতো যে, মহান আল্লাহ এই রকম নিয়ম কেনো প্রদান করেছেন মানুষকে? সুতরাং মানুষের জন্য এবং মানুষের জীবনযাপনের জন্য যে নিয়ম বিধান পদ্ধতি উপযোগী

সেই নিয়ম বিধান পদ্ধতি তাকে মহান আল্লাহ প্রদান করেছেন। তাই জান্নাতে মানুষের সুখময় জীবনযাপনের জন্য যে, নিয়ম বিধান পদ্ধতি উপযোগী হবে সেই নিয়ম বিধান পদ্ধতিই তাকে মহান আল্লাহ প্রদান করবেন। তাই তাতে কোনো প্রশ্ন আসে না।

২। এই পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মানুষের জন্ম হয় নারীর মাধ্যমে নারীর পেট থেকে এবং একজন মহিলার একাধিক সন্তান থাকে কিন্তু একটি সন্তানের একাধিক মাতা থাকে না। অনুরূপভাবে দেখা যায় যে, একটি গাছের একাধিক ফল হয় কিন্তু একাধিক গাছের একটি ফল হয় না।

৩। এই পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি সূর্যকে। এই একটি সূর্য পৃথিবীর অনেক মানুষের জন্য উপযোগী। তাই মহান আল্লাহ অনেক মানুষকে একটিই মাত্র সূর্য প্রদান করেছেন। এই সূর্যের মাধ্যমে অনেক মানুষ উপকৃত হচ্ছে। এতে কোনো মানুষ অন্য কোনো

মানুষকে হিংসা করেনা যে সেও তার সাথে সাথে সূর্যের দ্বারা উপকৃত হচ্ছে কেনো? এই হিংসা কোনো মানুষের অন্তরে আসে না। কেননা সবাই তো এই একটি সূর্যের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে। সুতরাং সবাই তার প্রতি সন্তুষ্ট। তাই কোনো ব্যক্তি বলবে না যে, সে অন্য আরেকটি সূর্য চায়। এই নিয়মটি চাঁদের ক্ষেত্রেও কার্যকর ও উপযোগী।

৪। অনুরূপভাবে জান্নাতে একজন শ্রেষ্ট বা উৎকৃষ্ট পুরুষকে স্বামী হিসেবে একাধিক মহিলা পেয়ে গেলেও সেই সমস্ত মহিলা তাকে ছাড়া অন্যের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করবে না। তাকে ছাড়া অন্য কোনো ভিন্ন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। কেননা তাদের কাছে তাদের স্বামীই হবে সব চেয়ে বেশি সুন্দর সুশ্রী এবং আনন্দ ও আদরের পাত্র। তাই তারা তাদের স্বামীকে দেখে এমন নয়নানন্দ লাভ করবে যে তা বর্ণনার অতীত বিষয়। এবং তাদের স্বামীরাও তাদের স্ত্রীগণকে ছাড়া অন্য কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত

করার বাসনাও রাখবে না। তাই তাদের মধ্যে থাকবে না কোনো প্রকারের হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা এবং ক্ষতিসাধন ও অনিষ্টাচরণের ইচ্ছা। কেননা তারা তো সকল প্রকারের সুখশান্তিপূর্ণ, আরামদায়ক, আনন্দময় এবং কল্যাণময় জীবন লাভ করবে। তাই তাদের মাঝে অশান্তির কোনো বিষয় থাকবে না। এবং তাদের ইচ্ছা মোতাবেক তারা জান্নাতের নেয়ামত ভোগ করবে। তাই পবিত্র কুরআনের মধ্যে এসেছে:

(وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ)، سورة الزخرف، جزء من الآية ٧١ .

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর সেই পবিত্র স্থান জান্নাতে জান্নাতবাসীদের মন যা চাইবে, তাই পাবে এবং তাদের নয়ন যাতে তৃপ্ত হবে, সেটাই পাবে”। (সূরা আজ জুখরুফ, আয়াত, নং ৭১ এর অংশবিশেষ)।

স্বামী স্ত্রী উভয়ে যদি তারা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষার আদর্শে আদর্শবান হয় এবং একে অপরকে

অকৃত্রিমভাবে ভালবাসে, তাহলে তারা জান্নাতে পরমানন্দের সহিত একত্রেই বসবাস করবে এবং ঈমানদার সন্তানেরাও তাদের সাথে জান্নাতে একসাথে থাকবে। সেখানে তারা সবাই অতিশয় ও গভীর সুখ ভোগ করবে। মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে এবং আমাদের স্ত্রীদেরকে এক সাথে জান্নাতে পরমানন্দের সহিত একত্রেই বসবাস করার সুযোগ প্রদান করেন।

তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)، سورة النحل، الآية ٩٧.

ভাবার্থের অনুবাদ: "যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ও তদীয় দূত বা রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি প্রকৃত নিষ্ঠাবান হয়ে নিজের অন্তরে ঈমান স্থাপন করে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক সৎকর্ম করবে, তারা পুরুষ হোক অথবা নারী হোক, আমি তাদেরকে পবিত্র জীবন দান

করবো। এবং তারা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক যে সমস্ত সৎকর্ম করবে, আমি তাদেরকে তাদের সৎকর্মের প্রাপ্য হিসেবে উত্তম প্রতিদান প্রদান করবো”। (সূরা আননাহাল, আয়াত নং ৯৭)।

পবিত্র জীবনের অর্থ হলো: সকল প্রকারের সুখশান্তিপূর্ণ, আরামদায়ক, আনন্দময় এবং কল্যাণময় জীবন।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

(مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ)، سورة غافر، (المؤمن)، الآية ٤٠.

ভাবার্থের অনুবাদ: “যারা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থি অবৈধ কর্মে আবদ্ধ হবে, তারা কেবল তাদের অবৈধ কর্মের অনুরূপ প্রতিফল পাবে। আর যারা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক ঈমানের সহিত সৎকর্ম করবে, তারা পুরুষ হোক অথবা নারী হোক,

অবশ্যই তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় তাদেরকে অফুরন্ত নেয়ামত প্রদান করা হবে”। (সূরা গাফির (আলমুমিন), আয়াত নং ৪০)।

পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো এসেছে:

(وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ)، سورة الصافات، الآية ٤٨.

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর যারা প্রকৃত ইসলামের অনুগামী সজ্জন ঈমানদার পুরুষ লোক, তাদের কাছে জান্নাতে থাকবে ডাগর ডাগর চোখের অতি রূপবতী ও সুন্দরী সুন্দরী নারী (হুর), যাদের দৃষ্টি আপন আপন স্বামীতেই থাকবে নিবদ্ধ”।

(সূরা আস সাফফাত, আয়াত, নং ৪৮)।

পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো এসেছে:

(وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ)، سورة ص، الآية ٥٢.

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর যারা প্রকৃত ইসলামের অনুগামী সজ্জন ঈমানদার পুরুষ লোক, তাদের কাছে

জান্নাতে থাকবে ডাগর ডাগর চোখের অতি রূপবতী ও সুন্দরী সুন্দরী সমবয়স্কা নারী (হুর), যাদের দৃষ্টি আপন আপন স্বামীতেই থাকবে নিবদ্ধ”। (সূরা সদ, আয়াত, নং ৫২)।

পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো এসেছে:

(جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ)، سورة الرعد، جزء من الآية ٢٣.

ভাবার্থের অনুবাদ: “সেই পরমানন্দের পবিত্র স্থান জান্নাতে প্রকৃত ইসলামের অনুগামী সজ্জন ঈমানদার ব্যক্তিগণ বসবাস করবে। এবং তাতে তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানরাও প্রবেশ করবে”। (সূরা আর্রাদ, আয়াত, নং ৩২ এর অংশবিশেষ)।

পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো এসেছে:

(ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ)، سورة الزخرف، الآية ٧٠.

ভাবার্থের অনুবাদ: “তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ জান্নাতে প্রবেশ করো। সেখানে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট ও সম্মানিত করা হবে”। (সূরা আজ জুখরুফ, আয়াত, নং ৭০)।

এই ভাবে প্রকৃত ঈমানদার সজ্জন মুসলিম ব্যক্তি পরমানন্দের পবিত্র স্থান জান্নাত লাভ করবে এবং সেখানে সে চিরকাল সুখ ভোগ করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমানদার সজ্জন মুসলিম মানুষ হতে পারবে না, সে ব্যক্তি পরমানন্দের পবিত্র স্থান জান্নাত লাভ করতে পারবে না, এবং সে জাহান্নামের মধ্যে চিরকাল দুঃখ কষ্ট ভোগ করবে।

নবম অধ্যায়: বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য

প্রকৃত ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ধর্ম এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ধর্ম। এই ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে বিশ্বনাবী মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর মাধ্যমে। তিনি একজন একক ও অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল বা দূত হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাই তিনি প্রকৃতপক্ষে হলেন মহান আল্লাহর বাণী এবং তাঁর উপদেশের সত্য প্রচারক। অতএব তিনি অনেক বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে প্রচণ্ড পরিশ্রমের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে মহান আল্লাহর বাণী এবং তাঁর উপদেশ সঠিকভাবে প্রচার করেছেন। আর মহান আল্লাহর যে সমস্ত বাণী ও উপদেশ তিনি সঠিকভাবে প্রচার করেছেন, সেটাই হলো প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে সকল জাতির মানব সমাজের প্রতি

প্রেরণ করেছেন। কেননা ইসলামের বার্তা হলো সার্বজনীন বিশ্বধর্মের বার্তা; অতএব এই পৃথিবীর বুকে কিয়ামত বা মহা প্রলয় সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত ইসলামই হলো একটি আন্তর্জাতিক বিশ্বধর্ম। এই ধর্ম সমস্ত প্রকারের মানুষের জন্য প্রযোজ্য এবং সকল যুগের জন্য উপযোগী। তাই এই ধর্মটি হলো একটি যুগোপযোগী ধর্ম, যুগধর্ম, কালোচিত ধর্ম। এই ধর্মের মধ্যে কালোচিত আচার ব্যবহার ও ভাবধারার উজ্জ্বল জীবনযাপনের বিধান রয়েছে। সুতরাং সকল জাতির মানব সমাজ যেন আল্লাহর রাসূল ও তাঁর দূত বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর পন্থানুযায়ী মহান আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনা ও ভজনা করে। কেননা তাঁর পন্থানুযায়ী মহান আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনা ও ভজনা ছাড়া কোনো মানুষ পরমানন্দ ও গভীর সুখের স্থান জান্নাত লাভের সঠিক কোনো পথ পাবে না। এই জন্য তাঁর অনুসরণ করা এবং তাঁর বারণকৃত ও সাবধানকৃত বিষয় হতে বিরত

থাকা অপরিহার্য। আর তাঁর আনিত বিষয়গুলিকে বিশ্বাস করাও হলো অপরিহার্য। তাই মহান আল্লাহ বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে প্রেরণ করেছেন সকল জাতির মানব সমাজের পরম সুখের স্থান জান্নাতের পথ প্রদর্শন করার জন্য। তাই মহান আল্লাহ বলেছেন:

(هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ)، سورة الجمعة، الآية ٢.

ভাবার্থের অনুবাদ: “মহান আল্লাহ নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল বা দূত প্রেরণ করেছেন, সে যেন তাদের কাছে পাঠ করে তাঁর উপদেশের বাণী, তাদেরকে প্রকৃত ইসলামের বিধি-বিধানের আলোকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে প্রদান করে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান। যদিও ইতিপূর্বে

তারা ছিলো ঘোর পথভ্রষ্টতার মধ্যে”। (সূরা আল জুমুয়া, আয়াত, নং ২)।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)،

سورة النساء، جزء من الآية ١٣، والآية ١٤.

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এমন পরম ও গভীর সুখের স্থান নেয়ামতেভরা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নীচে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে; সেখানে সে স্থায়িভাবে বসবাস করবে এবং তা হবে তার জন্য মহা সাফল্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে

স্থায়িভাবে বসবাস করবে এবং তার জন্য তা হবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি”।

(সূরা আন্নিসা, আয়াত, নং ১৩ এর অংশবিশেষ এবং আয়াত, নং ১৪)।

তাই আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর অনুসরণ না করলে কোনো মানুষ মহাসুখের স্থান জান্নাত লাভ করার কোনো পথ পাবে না। কেননা তাঁর মাধ্যমেই তো মহান আল্লাহ বিশ্ববাসীকে একটি সত্য ধর্ম প্রকৃত ইসলাম পরিপূর্ণরূপে সকল জাতির মানব সমাজের জন্য প্রদান করেছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন।

(الْيَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِيـنَكُمْ وَأَتْمَمْـتُ عَلَـيْكُمْ نِعْمَـتِي وَرَضِـيتُ لَكُـمُ الْإِسْـلَامَ دِينًـا)، سـورة المائـدة، جـزء مـن الآية ٣.

ভাবার্থের অনুবাদ: “এখন আমি তোমাদের জন্য সত্য ধর্ম ইসলামকে পরিপূর্ণ করেদিলাম আর আমি আমার

সমস্ত প্রকারের অনুগ্রহ পুর্ণরূপে তোমাদেরকে প্রদান করলাম এবং আমি ইসলামকেই তোমাদের জন্য প্রকৃত ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম”। (সূরা আল মায়িদা, আয়াত নং ৩ এর অংশবিশেষ)।

তাই মহান আল্লাহ প্রকৃত ইসলাম ধর্মটিকে আন্তর্জাতিক বিশ্বধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। সুতরাং মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য সঠিক ধর্ম ইসলাম নিয়ে এসেছেন, সেই ইসলাম সকল জাতির মানব সমাজের জন্য প্রযোজ্য এবং উপযোগী। সুতরাং মহান আল্লাহ বলেছেন:

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا)، سورة سبأ، جزء من الآية ٢٨.

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে নাবী মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে সকল জাতির মানব সমাজের জন্য প্রকৃত ইসলামের অনুগামী ব্যক্তিদেরকে জান্নাতের সুসংবাদাতা এবং

প্রকৃত ইসলাম প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে অথবা তার বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি”।

(সূরা সাবা, আয়াত নং ২৮ এর অংশবিশেষ)।

দশম অধ্যায়: প্রকৃত ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করার নিয়ম

প্রকৃত ইসলাম হলো মহান আল্লাহর মনোনীত একটি মহান ধর্ম। তাই এই ধর্মটিকে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন, আর সকল জাতির মানব সমাজের জন্য উপযোগী করেছেন এবং মানব সমাজের মঙ্গলময় জীবনযাত্রার জন্য তিনি তাতে রেখে দিয়েছেন একত্ববাদ, ইবাদত ও উপাসনার শান্তিদায়ক রীতি, নীতি, বিধান ও প্রণালী।

সুতরাং তিনি নিজেই সমস্ত মানব সমাজের জন্য সকল প্রকারের বিধি-বিধান এবং আইন-কানুন তাঁর প্রিয় দূত ও রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম] এর মাধ্যমে আর পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

সুতরাং এই সত্য সঠিক ধর্মের মধ্যে কোনো প্রকারের অবিচার, অন্যায় ও অত্যাচারের স্থান নেই। কেননা ইসলাম হলো সকলের জন্য শান্তি, সম্প্রীতি এবং সদ্ভাব স্থাপন করার ধর্ম। তাই এই সত্য সঠিক ধর্ম প্রকৃত ইসলাম কখনোই অশান্তির কারণ হতে পারে না। এটাই হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্মের আসল তথ্য। তবে কোনো কোনো মুসলিম সমাজের অবস্থা প্রকৃত ইসলাম ধর্মের আসল তথ্য মোতাবেক নাও হতে পারে। তাই এখানে আমি কোনো মুসলিম সমাজের অবস্থার তথ্য পেশ করছি না। কিন্তু শুধুমাত্র প্রকৃত ইসলাম ধর্মেরই তথ্য পেশ করছি।

তাই জেনে নেওয়া উচিত যে, প্রকৃত ইসলাম ধর্মই হলো সুখময় জীবন লাভ, সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং পরকালে জান্নাত লাভের একটি সঠিক উপাদান বা সঠিক উপকরণ ও মাধ্যম। তাই

সকল জাতির মানব সমাজকে প্রকৃত প্রভু সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ এই সত্য ধর্ম ইসলামের অনুগামী হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। সুতরাং তিনি পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)، سورة التغابن، الآية ٨.

ভাবার্থের অনুবাদ: "তাই হে সকল জাতির মানব সমাজ! তোমরা প্রকৃত ইসলাম ধর্মের বিরোধিতা ত্যাগ করে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও দূত বিশ্বনাবী মুহাম্মদ এবং তাঁর অবতীর্ণ ঐশীবাণী পবিত্র কুরআনের প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে আন্তরিকতার সহিত বিশ্বাস স্থাপন করে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হয়ে যাও। আর মহান আল্লাহই তোমাদের সমস্ত কর্মের বিষয়ে সর্বতোভাবে অবগত"। (সূরা আত্তাগাবুন, আয়াত নং ৮)।

তাই যে ব্যক্তি এই সত্য সঠিক ধর্ম প্রকৃত ইসলাম একনিষ্ঠতার সহিত স্বাধীনভাবে গ্রহণ করার ইচ্ছা করবে সে ব্যক্তি বলবে:

"أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ".

অর্থ: “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই। এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তি ও দূত বা রাসূল”। সুতরাং যে ব্যক্তি একনিষ্ঠতার সহিত স্বাধীনভাবে এই সাক্ষ্য প্রদান করবে, সে ব্যক্তি মুসলিম হিসেবেই পরিগণিত হবে। এবং সে কল্যাণময় জীবন লাভ করতে পারবে এবং সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে জান্নাতবাসীও হতে পারবে। আর তার মধ্যে এবং অন্য মুসলিম ব্যক্তির মধ্যে কোনো তফাত থাকবে না।

তাই কোনো ব্যক্তি এই সত্য সঠিক ধর্ম প্রকৃত ইসলাম একনিষ্ঠতার সহিত স্বাধীনভাবে গ্রহণ করার ইচ্ছা করলে, সে কোনো বড়ো অনুষ্ঠানের মুখাপেক্ষী হবে না। এবং সে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তির ইবাদত বা উপাসনা করবে না।

আর এই বিষয়টি জেনে নেওয়া উচিত যে, প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক যে ব্যক্তি একনিষ্ঠতার সহিত ইসলামের অনুগামী হয়ে বা মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার পর পরকালে জান্নাত বা স্বর্গ লাভের অধিকারী হতে পারবে। আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠতার সহিত ইসলামের অনুগামী হয়ে বা মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করবে না, সে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার পর পরকালে জান্নাত লাভের অধিকারী হতে পারবে না। তাই সে নরক বা জাহান্নামের বেষ্টনীর মধ্যে চিরস্থায়ী বসবাস করবে এবং সেখানে সে জাহান্নামের ভীষণ কষ্টদায়ক শাস্তি

ভোগ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে একনিষ্ঠতার সহিত ইসলামের অনুগামী বা মুসলিম হতে পারবে না, সে ব্যক্তি গোপনভাবে ও অপ্রকাশ্যভাবে একনিষ্ঠতার সহিত ইসলামের অনুগামী বা মুসলিম হয়েই জীবনযাপন করতে পারবে। যেহেতু প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ অন্তর্যামী। তিনি মানুষের মনের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে সমগ্রভাবে অবগত। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন:

(وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِۦٓ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ)،

سورة الملك، الآية ١٣.

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে সকল জাতির মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের কথা গোপনভাবে ও অপ্রকাশ্যভাবে চুপে চুপে বলো অথবা অগোপনে প্রকাশ্যভাবে বলো। নিশ্চয় তিনি তোমাদের মনের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত"।

(সূরা আল মুলক, আয়াত নং ১৩)।

সুতরাং মানুষ যেন একনিষ্ঠতার সহিত ইসলামের অনুগামী হয়ে বা মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করার এবং মৃত্যুবরণ করার পর পরকালে জান্নাত লাভ করার ও জাহান্নামের ভীষণ কষ্টদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করে।

মানুষের মঙ্গল কামনা করে আমি এই পরামর্শটি পেশ করলাম। এখন যার ইচ্ছা হবে সে জান্নাত লাভের পথ অবলম্বন করবে। আর যার ইচ্ছা হবে সে জাহান্নামের পথ অবলম্বন করবে। এই বিষয়ে মানুষের পুরোপুরি স্বাধীনতা রয়েছে।

একাদশ অধ্যায়: ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার প্রতি আহ্বান

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম হলো মহান আল্লাহর একটিই মাত্র ধর্ম, এই ধর্ম ছাড়া মহান আল্লাহ অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করবেন না। তাই তিনি বলেছেন:

(وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)، سورة آل عمران، الآية ٨٥ .

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর যে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম অন্বেষণ করবে, তা কখনই তার নিকট হতে পরিগৃহীত হবে না এবং পরকালে সে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে জাহান্নামবাসী হয়ে যাবে"। (সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ৮৫)।

তাই ইহকাল এবং পরকালে সকল জাতির মানব সমাজের সুখ, শান্তি, আনন্দ এবং কল্যাণের পথ হলো প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা এবং তার শিক্ষা মোতাবেক জীবন পরিচালিত করা। তাই এই পবিত্র

ধর্ম গ্রহণ করার প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানোর জন্য এখানে আমি কতকগুলি চিঠি লিখার নমুনা পেশ করলাম:

১- ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার প্রতি আমন্ত্রিত করার একটি চিঠি

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মানুষকে তার জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য স্থির করার পথ প্রদর্শন করে। তাই যে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলামের অনুগামী হতে পারবে, সে ব্যক্তি নিজের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য স্থির করতে পারবে। আর যে ব্যক্তি নিজের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য স্থির করে নেওয়ার পর সেই লক্ষ্যে প্রকৃত ইসলামের আলোকে ভালোভাবে উপস্থিত হতে পারবে, সে ব্যক্তি পবিত্র ও সুখময় জীবন লাভ করতে পারবে। তাই আপনি আমার পক্ষ থেকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হওয়ার প্রতি আমন্ত্রিত। আমি দোয়া করি সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আপনার জীবনকে কল্যাণময় করুন

এবং আপনাকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হওয়ার এবং তার নিয়ম মেনে চলার শক্তি প্রদান করুন। ইতি

বিনীত

আপনার মঙ্গলকামী

ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা পিতা আয়েশ মুহাম্মাদ

২- ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার প্রতি আমন্ত্রিত করার একটি চিঠি

মানব জীবনকে সুসৃঙ্খল ও সুশোভিত করার জন্য জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করা অপরিহার্য। কেননা যে ব্যক্তির জীবনের কোনো সঠিক লক্ষ্য নেই, সে ব্যক্তির জীবনের কল্যাণময় কোনো পথ নেই। এই জন্য প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর তা হলো এই যে, মানুষ যেন তার প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে। তাই প্রকৃত ইসলাম ধর্ম সৃষ্টিকর্তা মহান

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার সহজ সঠিক পথ প্রদর্শন করে। অন্য ধর্মের মাধ্যমে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় না। তাই প্রকৃত ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে মানবতার বা মনুষ্যত্বের সঠিক পন্থায় সম্মান ও সংরক্ষণ হয়। কেননা এই ধর্মটি মানবতার ধর্ম। কেননা প্রকৃত ইসলাম ধর্ম সকল জাতির মানব সমাজের জন্য প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।

এই জন্য প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হওয়ার প্রতি আমি আপনাকে আমন্ত্রিত করছি। সুতরাং আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তাহলে আপনি প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আপনার চিরস্থায়ীর জীবনটিকে সুখময় করতে পারেন। প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আপনার চিরস্থায়ীর জীবনটিকে কল্যাণময় করুন। ইতি

বিনীত

আপনার মঙ্গলকামী

ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা পিতা আয়েশ মুহাম্মাদ

৩- ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার প্রতি আমন্ত্রিত করার একটি চিঠি

প্রকৃত ইসলাম ধর্মই হলো সুখময় জীবন লাভের সঠিক উৎস। কেননা প্রকৃত ইসলাম ধর্মই হলো সকল জাতির মানব সমাজের একটি সত্য সঠিক ধর্ম। তাই যে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলামের অনুগামী হতে পারবে, সে ব্যক্তি নিজের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য স্থির করতে সক্ষম হবে। এবং সুখময় জীবন লাভ করতে পারবে। তাই আপনি প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হওয়ার প্রতি আমার পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত। সত্য উপাস্য প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আপনাকে সুখময় জীবন প্রদান করুন। ইতি

বিনীত

আপনার মঙ্গলকামী

ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা পিতা আয়েশ মুহাম্মাদ

৪- ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার প্রতি আমন্ত্রিত করার একটি চিঠি

পরকালের জীবন হলো অনন্ত কালের জীবন। তাই সেখানে সুখে থাকার ব্যবস্থা করা উচিত। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলামের অনুগামী হতে পারবে, সে ব্যক্তি নিজের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য স্থির করতে পারবে এবং সুখময় জীবন লাভ করতে সক্ষম হবে। কেননা প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মানুষকে ইহকাল এবং পরকালে সুখে থাকার পথ প্রদর্শন করে। তাই আমার পক্ষ থেকে আপনি প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হওয়ার প্রতি আমন্ত্রিত। আমি দোয়া করি সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আপনার জীবনকে কল্যাণময় করুন এবং আপনাকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হওয়া এবং তার নিয়ম মেনে চলার শক্তি প্রদান করুন। এই দোয়ার পর যদি আপনি আপনার ইহকাল ও পরকালের সুখ লাভ করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে

আপনাকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হওয়ার প্রতি সক্রিয় হওয়া দরকার এবং তার নিয়ম মেনে চলার জন্য চেষ্টা করা উচিত। সত্য উপাস্য প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আপনাকে সুখময় জীবন প্রদান করুন। ইতি

বিনীত

আপনার মঙ্গলকামী

ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা পিতা আয়েশ মুহাম্মাদ

৫- ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার প্রতি আমন্ত্রিত করার একটি চিঠি

যিনি সব জগতের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা তিনিই হলেন আল্লাহ। এই সত্য সৃষ্টিকর্তাকে সদাসর্বদা একনিষ্ঠতার সহিত ভালোবাসা অপরিহার্য। তিনি হলেন এক ও একক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনিই সৃষ্টি করেছেন সমস্ত প্রকারের সৃষ্টি জগতকে এবং সৃষ্টি জগতের সমস্ত বস্তুকে। তাঁর উপাসনা আরাধনা করার আগে তাঁর সত্তার বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা দরকার। এবং তাঁর অধিকার সম্পর্কেও সঠিক জ্ঞান লাভ করা জরুরি।

আর প্রকৃত ইসলাম অত্যন্ত পবিত্র ধর্ম এবং পবিত্র জীবন পদ্ধতি। সুতরাং এই পবিত্র ধর্মের নামে যে ব্যক্তি জুয়াচুরি, শোষণ, বেঈমানি, অত্যাচার, খুন, অপকর্ম এবং কুকর্ম ইত্যাদি করবে, সে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর ন্যায় বিচারের ক্ষমতা থেকে

পলায়ন করতে পারবে না। যেহেতু প্রকৃত ইসলাম ন্যায়পরায়ণতার ধর্ম, সচ্চরিত্রের ধর্ম এবং মানুষের উপকার ও সেবা করার ধর্ম। তাই আপনি প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হওয়ার জন্য আমন্ত্রিত। এবং আমি দোয়া করি সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আপনার জীবনকে কল্যাণময় করুন এবং আপনাকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হওয়া এবং তার নিয়ম মেনে চলার শক্তি প্রদান করুন। ইতি

বিনীত

আপনার মঙ্গলকামী

ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা পিতা আয়েশ মুহাম্মাদ

৬- ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার প্রতি আমন্ত্রিত করার একটি চিঠি

সম্মানিত ভাই! ....

সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আপনাকে সুখে রাখুন এবং সত্য ধর্ম প্রকৃত ইসলামের সঠিক জ্ঞান প্রদান করুন। প্রকৃত ইসলাম ধর্ম সাধারণভাবে মানুষকে মানুষের সাথে থাকার উপদেশ প্রদান করে এবং মানুষের উপকার করার প্রতিও উৎসাহ প্রদান করে। তাই বলি যে, যে ধর্ম মানুষকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় অথবা মানবতা কিংবা মনুষ্যত্ব থেকে দূরে রাখে, সেটি প্রকৃতপক্ষে সত্য ধর্ম নয়। বরং সেটি প্রকৃতপক্ষে অধর্ম। তাই প্রকৃত ইসলাম ধর্ম অধর্মকে বর্জন করে। আর কতকগুলি লোক ধর্মের নামে ব্যবসা করে এবং এই ব্যবসার দ্বারা তাদের কুমতলব পূরণ করার চেষ্টা করে।

তবে মানুষ তার সঠিক জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে তফাত করতে পারবে। আর জেনে রাখা দরকার যে, নিজের দেশের মধ্যে কতকগুলি লোক দেশের আইন অমান্য করে চলে। অনুরূপভাবে ধর্মের নামে কতকগুলি লোক অধর্মের কাজ করে। কিন্তু তাদের কারণে সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। তাই যেহেতু এই ধর্মটি সকল জাতির মানব সমাজের জন্য সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। সেহেতু যে কোনো অমুসলিম ব্যক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পুরোপুরি অধিকার রয়েছে। অতএব যে কোনো অমুসলিম ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিজেকে সুখদায়ক পথে পরিচালিত করতে পারে এবং নিজেকে সৌভাগ্যশালী ও ধন্যও করতে পারে।

যে মহান সত্তা মনুষ্যত্বের সংরক্ষণ করার উপদেশ প্রদান করেছেন এবং আমাকে, আপনাকে তথা এই বিশাল সৃষ্টিজগৎ এবং এই সৃষ্টিজগতের মধ্যে যাকিছু

আছে, সমস্ত বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন। সেই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তাই হলেন এক ও অদ্বিতীয় সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ। তাঁকেই মেনে নেওয়ার প্রতি প্রকৃত ইসলাম ধর্ম আহ্বান জানায়।

তাই আমি প্রার্থনা করি মহান আল্লাহ যেন আপনার জীবনকে কল্যাণময় করেন আর প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হওয়া এবং তার নিয়ম মেনে চলার শক্তি প্রদান করেন। ইতি

বিনীত

আপনার মঙ্গলকামী

ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা পিতা আয়েশ মুহাম্মাদ

৭- ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার প্রতি আমন্ত্রিত করার একটি চিঠি

সম্মানিতা বোন! ....

সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আপনাকে সুখে রাখুন! যে ধর্ম মানুষকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় অথবা

মানবতা থেকে দূরে রাখে, সেটি প্রকৃতপক্ষে সত্য ধর্ম নয়। বরং সেটি প্রকৃতপক্ষে অধর্ম। তাই প্রকৃত ইসলাম ধর্ম অধর্মকে বর্জন করার উপদেশ প্রদান করে। আর যে ধর্মের দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক প্রয়োজন সঠিক পন্থায় পূরণ হয়, সেটিই ধর্ম কেবল সত্য ধর্ম। তাই প্রকৃত ইসলাম ধর্মকেই সত্য সঠিক ধর্ম বলা উচিত। কেননা এই ধর্মের দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক প্রয়োজন সঠিক পন্থায় পূরণ করা সম্ভব। অন্য ধর্মের দ্বারা তা সম্ভব নয়।

সমাজের কতকগুলি লোক ধর্মের নামে ব্যবসা করে থাকে এবং তারা তাদের সেই ব্যবসার মাধ্যমে কুমতলব পূরণ করার চেষ্টা করে থাকে।

তবে আপনি আপনার সঠিক জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে তফাত করতে পারবেন। আর আপনি নিশ্চয় জানেন যে, নিজের দেশের মধ্যেই কতকগুলি লোক দেশের আইন অমান্য করে চলে। অনুরূপভাবে ইসলাম ধর্মের নামে কতকগুলি লোক অধর্মের কাজ

করে। তাই তাদের কারণে সত্য ও প্রকৃত ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। এই জন্য যে, যে কোনো অমুসলিম ব্যক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পুরোপুরি অধিকার রয়েছে। তাই আমি দোয়া করি মহান আল্লাহ্ আপনার জীবনকে কল্যাণময় করুন এবং আপনাকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হওয়া এবং তার নিয়ম মেনে চলার শক্তি প্রদান করুন। ইতি

বিনীত

আপনার মঙ্গলকামী

ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা পিতা আয়েশ মুহাম্মাদ

শেষ কথা

১। যে ধর্মে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও সত্য উপাস্যের স্পষ্ট ধারণা ও পরিচয় নেই, সেই ধর্মটি আসলে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার মনোনীত ধর্ম নয়।

২। যে ধর্মটি মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম নয়, সেই ধর্মটি প্রকৃতপক্ষে সুখময় জীবন লাভ করার শান্তি দায়ক উপকরণ নয়।

৩। যে ধর্মের উপাসনার পদ্ধতিতে অপচয়ের উপাদান পাওয়া যাবে, সেই ধর্মটি মানব সমাজের জন্য সঠিক ধর্ম হিসেবে পরিগণিত হবে না।

৪। যে ধর্মে আত্মা পরিশুদ্ধ করার জন্য প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও সত্য উপাস্যের উপাসনার সরল সহজ পন্থা নেই, সেই ধর্মটি মানব সমাজের জন্য প্রযোজ্য নয়।

৫। যে ধর্মে জগৎ, জীবন এবং মানব জাতির প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান নেই, সেই ধর্মটি সত্য সঠিক ধর্ম নয়।

তাই নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মানুষকে তার প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও সত্য উপাস্যের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা ও পরিচয় প্রদান করতে পারে এবং মানুষের সকল প্রকারের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।

অনুরূপভাবে এই ধর্মে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও সত্য উপাস্যের উপাসনার কোনো পদ্ধতিতে অপচয়ের কোনো উপাদান নেই।

তদ্রূপ এই ধর্মে আত্মা পরিশুদ্ধ করার জন্য প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও সত্য উপাস্যের উপাসনার সরল সহজ পন্থা বিদ্যমান রয়েছে।

আর এই ধর্মে জগৎ, জীবন এবং মানব জাতির প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

তাই আমি আশা করি যে, সম্মানিত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও বিবেকসম্পন্ন এবং বিচক্ষণ পাঠক আর সম্মানিতা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না ও বিবেকসম্পন্না এবং বিচক্ষণা পাঠিকা উল্লিখিত বিষয়গুলিসহ আরো কয়েকটি বিষয়

অত্র বইটির মধ্যে নিশ্চয় অনুভব ও উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

তাই আমি সম্মানিত প্রতিবেশী, দেশবাসী এবং বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনা করে তাদেরকে প্রকৃত ইসলামের অনুগামী হওয়ার প্রতি আহ্বান জানাই। সুতরাং যে ব্যক্তির ইচ্ছা হবে, সে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিজের চিরস্থায়ীর জীবনটিকে সুখময় করবে।

তবে এটা জেনে রাখা উচিত যে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার অর্থ হলো: মহান আল্লাহ ও তদীয় রাসূল মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রদত্ত শিক্ষা এবং বিধি-বিধান বুঝে আন্তরিকতার সহিত তা সত্য বলে বিশ্বাস করে, সেই শিক্ষা এবং বিধি-বিধানের আলোকে স্বেচ্ছায় জীবনযাপন করার জন্য স্বীকৃতি ও সম্মতি প্রদান করার নাম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে, সে ব্যক্তি তার নিজের জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তার রাসূলকে মেনে

চলবে। এটাই হলো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সঠিক তাৎপর্য। তাই যে ব্যক্তি এই রকম করতে পারবে, সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুসলিম হিসেবে পরিগণিত হবে।

والحمـــد لله الـــذي بنعمتـــه تـــتم الصـــالحات، والصـــلاة والســـلام علـــى رســـولنا محمـــد، وعلـــى آلـــه وصـــحبه أجمعين.

অর্থ: এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যাঁর অনুগ্রহে সমস্ত সৎকর্ম সম্পন্ন হয়। আমাদের প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবীগণের প্রতি অতিশয় সম্মান এবং শান্তি অবতীর্ণ হোক।

সমাপ্ত

সূচীপত্র